মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএ ফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১৪ টি	১৪ টি	--	--	১০ টি	১১ টি	২০%-৩৫০%	১০ টি	৩%-২৩৭%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ১৪টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	১৪৬০৩.০০	জানুঃ ১২- জুন ১৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৭০৮৮.২২	জুলাই ১২- জুন ১৮
উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ (১ম সংশোধিত)	১০৬৩০.২০	ফেব্রুঃ ১৪- ডিসেঃ ১৭
স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৬২৪৭.১৩	জুলাই ১২- জুন ১৮
গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (সংশোধিত)	১৪৩৮৩.৩৭	জুলাই ১১- ডিসে ১৭
মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	৪২৭৮.০০	জুলাই/০৯-জুন/১৮
বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা কম্পোনেন্ট-বি (বিএফআরআই)	১৩৮৬.৩৫	জুলাই/১৫-জুন/১৮
বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	৩২২২.৭২	জুলাই ১৩- জুন, ১৮
প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর (২য় পর্যায়)	২২০২.৬৮	জুলাই ১৫- ডিসেঃ ১৭
উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	১৩১১৫.০০	জুলাই ১১- জুন ১৮
জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪৫৬৪.১৭	জুলাই ১২- জুন ১৮
সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন	৮০১২.৭০	জানুঃ ১৩- জুন ১৮
হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন (৩য় পর্যায়)	২১৭৬০.০০	অক্টোঃ ১১- জুন ১৮
দেশী মুরগী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১১১৩.০০	নভেঃ ১৪- জুন ১৮

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, ভূমি অত্যধিক নিচু হওয়ায় ভবন নির্মাণে পাইলিং -এ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	নির্মাণ কাজে রেট সিডিউল পরিবর্তন , বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি , ভূমি অধিগ্রহণ বিলম্ব, দরপত্র বাতিল করে ২ বার পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়।
স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	প্রকল্প এলাকায় নতুন হ্যাচারি অন্তর্ভুক্তকরণ , নির্মাণ কাজের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি , নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায়	নির্মাণ কাজের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (সংশোধিত)	
মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	নির্মাণ কাজের ড্রইং , ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য একাধিকবার দরপত্র আহবান করেও পরামর্শক পাওয়া , নির্মাণ সামগ্রীর বাজারমূল্য বৃদ্ধি , স্লিপওয়ের দৈর্ঘ্য ১২০ মিটার থেকে ২১০ মিটার উন্নিতকরণের, স্লিপওয়ের প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা সর্বনিম্ন দরপত্রের মূল্য ৫৬% বেশি হওয়ায়, নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত
বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	বৈদেশিক শিক্ষা সফর /প্রশিক্ষণ, মেডিসিন, ভেকসিন ও ফিড এডিটিভস ক্রয় , যানবাহন ক্রয় , কৃত্রিম প্রজনন মালামাল ক্রয় ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পের কার্পেটিং রোড, ড্রেন, বহির্বিদ্যুতায়ন ও অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ অঙ্গের প্রাক্কলনে পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তনের ফলে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	নতুন প্রকল্প এলাকা অন্তর্ভুক্তকরণ , নতুন প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ , অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের প্রসারের জন্য সংশোধন করা হয়।
জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল ৩য় তলার পরিবর্তে ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা , প্রিন্সিপাল/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার বাসভবন নির্মাণ অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত , বৈদেশিক শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ ও ফিড এডিটিভস ক্রয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ; জীপ গাড়ী ক্রয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন	জমি অধিগ্রহণে মামলাজনিত কারণে বিলম্ব , ভূমি উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধি , নির্মাণ সামগ্রীর বাজার দর বৃদ্ধি , মাটি পরীক্ষার রিপো র্ট অনুযায়ী ভবনসমূহের জন্য পাইল ফাউন্ডেশনের ফলে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি , জনবলের বেতন -ভাতা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, আসবাবপত্র, জিমনেসিয়াম যন্ত্রপাতি , টেলিফোন সংযোগ , কম্পাউন্ডের প্রবেশ মুখে কানেকটিং রোড পাকাকরণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন (৩য় পর্যায়)	পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি; প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন স্থাপনার ড্রইং , ডিজাইন সংশোধন, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুরাতন স্থাপনা অপসারণে বিলম্ব; প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হাঁসের খামারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিলম্ব ; গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার জন্য অধিক সময়ক্ষেপণ ; নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইটেম অন্তর্ভুক্তকরণের ফলে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি।

৪। **<u>সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ</u>**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
প্রকল্প বার বার সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়।	ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন কালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিৎ হবে যাতে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়।
আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করা হয় না। এমনকি প্রকল্পের পিসিআরের সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা।	আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
"সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি " শিরোনামে জারিকৃত সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী নিয়মিত স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় না, যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।	উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী নিয়মিত স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি সভার আয়োজন করতে হবে।
অধিকাংশ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন অথবা একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাহত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ পরিপত্রের (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) ১৬.৩৭ অনুচ্ছেদ এবং সংযোজনী-ঢ় এর ৪.৩ ও ৪.৮ শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক মূল পদে বহাল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন এবং একাধিক প্রকল্পের পিডি'র দায়িত্ব পালন পরিকল্পনা	"সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি " সর্বশেষ পরিপত্র (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে।

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
শৃংখলা পরিপন্থী।	
অধিকাংশ প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।	প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।
প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের ইনভেন্টরি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে দেখা যায় না। ফলে মালামালের সঠিক হিসাবও পাওয়া যায় না। তাছাড়া সংগৃহীত মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম মার্কিং করা থাকে না।	সংগৃহীত মালামালের ইনভেন্টরি সংরক্ষণ করতে হবে। মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম সংক্ষেপে মার্কিং করতে হবে।
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভেটেরিনারী কলেজ, ল্যাবরেটরি, পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট, হাঁস খামার ইত্যাদি অবকাঠামোগুলো নির্মাণের পর থেকে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এসব স্থাপনায় জনবল পদায়ন না করায় মূল্যবান ল্যাব যন্ত্রপাতি ও কেমিকেল ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফলে উন্নয়ন খাতে সরকারের বিনিয়োগকৃত বিপুল অর্থ অপচয় হচ্ছে ও রাজস্ব আয় হতে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে জনবল পদায়ন করে দ্রুত দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু করতে হবে।
উন্নয়ন প্রকল্প থেকে মৎস্যচাষ ও গবাদি পশু পালন, জাত উন্নয়ন বিষয়ে খামারী/কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান , উপকরণাদি বিতরণ, প্রদর্শনী করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সুফলভোগীদের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে প্রকল্প সমাপ্তির পর এসব সুফলভোগীদের যথাযথ তথ্য পাওয়া যায় না।	প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে তথ্যাদি প্রাপ্তির সুবিধার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তথ্য সম্বলিত তালিকা ও প্রকল্পের সরবরাহকৃত উপকরণের আলাদা ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে।
প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ল্যাব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের লেবেলে প্রকল্পের নাম লিখা হয় না। ফলে যন্ত্রপাতি বা আসবাবপত্র কোন প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করেছে তা জানা যায় না।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ল্যাব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের লেবেলে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নাম সংক্ষেপে লিখন এবং মালামালের স্টক রেজিষ্টার সংরক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
অধিকাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে জানা যায়, পদোন্নতি, বদলীজনিত ও অবসরজনিত কারণে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয় না। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রম ধীরগতি ও ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।	প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে।

বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : **দেশের ৪৮টি জেলা** (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, ফেনী, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার)

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৫৫৬.৭৬	৩২২২.৭২	৩০৬৯.৯৮	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	৫১৩.২২ (২০.০৭%)	২ বছর (৬৬.৬৭%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। একটি গরুর সারা জীবনে মাংস উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে মাত্র ৭০-৮০ কেজি। অপরদিকে, উন্নত দেশে তা ৩৫০-৪০০ কেজি। দেশে মোট মাংস উৎপাদনের মাত্র ৪০% আসে গবাদি প্রাণি হতে। বাংলাদেশে গবাদি প্রাণির ঘনত্ব পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বেশী কিন্তু উৎপাদনশীলতার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন। বাংলাদেশে ৭০ দশক থেকে গাভী প্রতি দুধ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি জন্য অধিক উৎপাদনক্ষম জাত যেমন- ফ্রিজিয়ান জাতের সাথে দেশী জাতের ক্রস করে শংকর জাত তৈরি, দেশী জাতের উন্নয়ন, খামারীদের রোগব্যাধি ও গবাদি প্রাণি সম্পর্কে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গবাদি প্রাণির খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য উন্নত জাতের ঘাষ চাষ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দেশে একটি টেকসই এবং লাভজনক মাংস উৎপাদনকারী গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়ন করে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক আমিষের চাহিদা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করে গ্রামীণ যুবসমাজকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করাও সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে খামারী নির্বাচনপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মাংসল জাতের গবাদী প্রাণি উন্নয়ন, ব্রিডিং বুল তৈরি, বুল সেড ও কাফ সেড নির্মাণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশীয় মাংস উৎপাদনক্ষম একটি গরুর বিশেষ জাত উদ্ভাবনের জন্য দেশের ৪৮টি জেলায় বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) দেশে একটি টেকসই এবং লাভজনক মাংস উৎপাদনকারী গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়ন করা;
২) মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক আমিষের চাহিদা পূরণ করা;
৩) আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করা;
৪) মাংস ব্যবসা এবং গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) গবেষণা কার্যক্রম- ১টি;
(খ) ষাঁড় বাছুর ক্রয়- ১৫০টি;

(গ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ- ১০৭৯০ জন;
(ঘ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ- ২টি;
(ঙ) বুল সেড নির্মাণ- ৪২০ বর্গমিটার (৩০টি ষাঁড়ের জন্য);
(চ) কাফ সেড নির্মাণ- ৮৩৭ বর্গমিটার (৬০টি বাছুরের জন্য);
(ছ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ- ৪০০ রানিং মিটার;
(জ) কার্পেটিং রোড নির্মাণ- ৯৩০ বর্গমিটার;
(ঝ) ভূমি উন্নয়ন।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মচারীদের বেতন	জন	১৫	৯৯.৩১	১৫	৯৯.৩১
২	ভাতাদি	জন	১৫	১৫.০৪	১৫	১৫.০৪
৩	টিএ/ডিএ	থোক	-	৮৬.৩৬	-	৮৬.৩৪
৪	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	১	০.৫৪	১	০.৫২
৫	ইন্টারনেট বিল	জনমাস	২৬	০.৩৬	২৬	০.৩৬
৬	যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ও ফিটনেস	সংখ্যা	৬	১.৩৫	৬	১.২৬
৭	যানবাহনের জ্বালানী	থোক	-	৩৬.০০	-	৩৬.০০
৮	মডিউল এবং বই (তৈরি ও ছাপানো)	থোক	-	৮.০০	-	৮.০০
৯	সার্ভে এবং গবেষণা	থোক	-	৭০.০০	-	৭০.০০
১০	সার্ভিস ষ্ট্যাম্প	থোক	-	০.১০	-	০.১০
১১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-	২০.০০	-	২০.০০
১২	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	১০৭৯০	৫৯.১৪	১০৭৯০	৫৯.১৪
১৩	বিদেশে শিক্ষাসফর	জন	৮	৩০.০০	৮	৩০.০০
১৪	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	২	৬.০০	২	৬.০০
১৫	শ্রমিক মজুরী	জনদিবস	২০০০	১২.০০	২০০০	১২.০০
১৬	কেমিক্যাল ও রিএজেন্ট	প্যাকেজ	১	৩০.০০	১	২৯.৯৮
১৭	তরল নাইট্রোজেন ক্রয়	থোক	-	১০০.০০	-	৫০.০০
১৮	ঔষধ, টিকা ও ফিড এডিটিভস ক্রয়	প্যাকেজ	১	১০১.০০	১	১০০.৬০
১৯	খাদ্য ক্রয়	থোক	-	১৫০.০০	-	১৫০.০০
২০	হিমায়িত সিমেন আমদানী	মাত্রা	৬০০০০	৪৯৯.৫০	৬০০০০	৪৯৯.৫০
২১	সম্মানী ভাতা	থোক	-	৭.০০	-	৬.৯৯
২২	কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের ইনসেনটিভ	জন	২৫০	৯৯.০০	২৫০	৬৯.০০
২৩	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	৮.০০	১	৮.০০
২৪	যানবাহন ভাড়া	সংখ্যা	১	২.০০	১	২.০০
২৫	আনুষঙ্গিক	থোক	-	৪৪.০০	-	৪৪.০০
২৬	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৫	৮.০০	৫	৭.৯৯
২৭	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৬.০০	-	৫.৮৯
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১৪৯৮.৭০**		**১৪১৮.০২**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২৮	জিপ ক্রয়	সংখ্যা	১		১	
২৯	ট্রাক ক্রয় (তরল নাইট্রোজেন ও সীমেন পরিবহন)	সংখ্যা	১	১৮৯.৬২	১	১৮৯.৬১
৩০	ট্রাক্টর ক্রয়	সংখ্যা	২		২	
৩১	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২		২	
৩২	কৃত্রিম প্রজনন যন্ত্রপাতি ক্রয়	প্যাকেজ	১	২৫০.০০	১	২৪৯.৯৯
৩৩	ষাঁড় বাছুর ক্রয় (এফ ১)	সংখ্যা	১৫০	১২০.০০	১৫০	১১৬.৮০
৩৪	যন্ত্রপাতি ক্রয়	প্যাকেজ	১	৩৬০.০০	১	৩৪৮.১৩
৩৫	ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	২		২	

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	২		২	
৩৭	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৪	৭.৭২	৪	৭.৭২
৩৮	প্রিন্টার	সংখ্যা	৩		৩	
৩৯	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	১		১	
৪০	ফার্ণিচার	থোক	-	৮.০০	-	৮.০০
৪১	নতুন টেলিফোন স্থাপন	থোক	-	০.০৩	-	০.০৩
৪২	Wi-Fi মডেম	সংখ্যা	১	০.০৫	১	০.০৫
৪৩	ফ্রিজ (১টি এলই শাখা, ১টি পিডি অফিস)	সংখ্যা	২	১.০০	২	১.০০
৪৪	এয়ারকুলার (১টি এলই শাখা, ১টি পিডি অফিস)	সংখ্যা	২	২.০০	২	২.০০
৪৫	বুল সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৩	১৮৫.০০	৩	১৮৪.২৭
৪৬	কাফ সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৬	৩৭৫.০০	৬	৩৭৪.১৯
৪৭	গেটসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	রা:মি:	৪০০	৪০.০০	৪০০	৩৯.০০
৪৮	বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড নির্মাণ	রা:মি:	৯৩০	২০.০০	৯৩০	১৯.৯৯
৪৯	ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা	২	২০.০০	২	১৯.৯৬
৫০	বহির্বিদ্যুতায়ন	থোক	-	২০.০০	-	১৮.৪৯
৫১	পানি সরবরাহ	ব:মি:	১০০০	১০.০০	১০০০	৯.৯৭
৫২	ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি (নির্মাণ ব্যয়ের ২%)	থোক	-	১৪.০০	-	১৩.৮৬
৫৩	ভূমি উন্নয়ন	থোক	-	৬৪.৪০	-	২৩.৯১
৫৪	বুল এক্সারসাইজার	সংখ্যা	২	২৫.০০	২	২৪.৯৯
	উপ-মোট (মূলধন):			**১৭১২.০২**		**১৬৫১.৯৬**
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	-	৪.০০	-	-
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	-	৮.০০	-	-
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৩২২২.৭২**		**৩০৬৯.৯৮**

৯.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u> বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ২৫৫৬.৭৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৬/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

<u>প্রকল্প সংশোধনঃ</u>

- প্রকল্পের কার্পেটিং রোড , ড্রেন, বহির্বিদ্যুতায়ন ও অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ অঙ্গের প্রাক্কলন পিডব্লিউডি ’র রেট সিডিউল ২০১১ অনুযায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয় জু লাই ২০১৩ থেকে এবং বাস্তবায়নকালে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী প্রাক্কলন করার ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি;
- বৈদেশিক শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ, মেডিসিন, ভেকসিন ও ফিড এডিটিভস ক্রয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- যানবাহন ক্রয়, কৃত্রিম প্রজনন মালামাল ক্রয় ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- প্রতি উপজেলায় একজন করে ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট ও ভেটেরিনারী ফিল্ড এ্যাসিসটেন্টদের মাসিক সম্মানী বৃদ্ধি;
- প্রকল্প মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।
- সংশোধিত প্রকল্পটি ৩২২২.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৭/১২/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

<u>(লক্ষ টাকায়)</u>

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৩-২০১৪	১৯১.০০	১৯১.০০	-	১৯১.০০	১৮৯.৩৮	১৮৯.৩৮	-

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৪-২০১৫	১১১০.০০	১১১০.০০	-	১১১০.০০	১০৬৫.৯৭	১০৬৫.৯৭	-
২০১৫-২০১৬	৮৫০.০০	৮৫০.০০	-	৮৫০.০০	৭৪৪.২৫	৭৪৪.২৫	-
২০১৬-২০১৭	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৩৯৬.৮৩	৩৯৬.৮৩	-
২০১৭-২০১৮	৬৭৪.০০	৬৭৪.০০	-	৬৭৪.০০	৬৭৩.০৫	৬৭৩.০৫	-
মোটঃ	**৩২২৫.০০**	**৩২২৫.০০**	-	**৩২২৫.০০**	**৩০৬৯.৯৮**	**৩০৬৯.৯৮**	-

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	এস. এম. এ সামাদ উপ-পরিচালক (লীভ রিজার্ভ)	০১.০৭.২০১৩	৩০.০৬.২০১৮

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় ৪৮টি জেলায় মোট ১০৪০০ জন খামারীকে এবং জেলা -উপজেলা পর্যায়ের ৩৯০ জন মাঠ কর্মকর্তাকে ব্রাহমা জাতের গরু পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৮ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ খাতে মোট ৮৯.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ সাভার কেন্দ্রিয় গো-প্রজনন ল্যাবরেটরিতে ২৯.৯৮ লক্ষ টাকার কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়। সিমেন সংরক্ষণ, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সিমেন সরবরাহ করার প্রয়োজনে ৫০.০০ লক্ষ টাকার তরল নাইট্রোজেন ক্রয় করা হয়। গরুর বিভিন্ন রোগের টিকা ও ঔষধ ক্রয় বাবদ ব্যয় হয় ১০০.৬০ লক্ষ টাকা। ক্রয়কৃত গরু, বাছুর ও প্রযুক্তির জন্য পালনকৃত গরুর খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় ১৫০.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৩ আমেরিকা থেকে উন্নত ব্রাহমা জাতের গরুর ৬০০০০ মাত্রা সিমেন আমদানী করা হয়। এতে ব্যয় হয় ৪৯৯.৫০ লক্ষ টাকা।

১৩.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংসহ সাভার ডেইরি থেকে সিমেন প্রক্রিয়াকরণ করে দেশের জেলা -উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহের জন্য ১টি জিপ, ১টি ট্রাক, ২টি মোটর সাইকেল ও ডেইরি ফার্মের ঘাস চাষ কাজে ব্যবহারের জন্য ২টি ট্রাক্টর ক্রয় করা হয়। এতে ব্যয় হয় ১৮৯.৬১ লক্ষ টাকা।

১৩.৫ সাভার ডেইরি ফার্মের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম প্রজননের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৫৯৮.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ উন্নত জাতের গরুর সাথে দেশি জাতের গরুর সংকরায়নের মাধ্যমে দেশে উন্নত জাতের গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ১৫০টি ষাঁড় বাছুর ১১৬.৮০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়।

১৩.৭ প্রকল্পের আওতায় সাভার ডেইরি ফার্মে ক্রয়কৃত গরু ও প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্ত গরুর বাছুর রাখার জন্য ৩টি বুল সেড, ৬টি কাফ সেড, গেটসহ সেডের চারদিকে বাউন্ডারী ওয়াল , কার্পেটিং রোড, ড্রেন, বিদ্যুৎ লাইন, বুল এক্সারসাইজার, পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ করা হয়। এ বাবদ ৭১৪.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২০/১০/২০১৮ তারিখে সাভার ডেইরি ফার্ম এবং ১০/১১/২০১৮ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলা, নরসিংদী সদর উপজেলা ও নারায়নগঞ্জ সোনারগাঁও উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শ ন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক , সাভার দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক , সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারী সার্জনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৬.১ সাভার কেন্দ্রিয় গো প্রজনন কেন্দ্রে প্রকল্প থেকে কিছু নিচু জায়গায় ভূমি উন্নয়ন করে সেড নির্মাণ করা হয়। বুল সেডে ৩০টি ষাঁড় রাখা যাবে এবং কাফ সেডে ৬০টি বাছুর রাখা যাবে। ১৫০টি ষাঁড় বাছুর ক্রয় করে নতুন ও পুরাতন সেডে রাখা হয়। এছাড়া প্রকল্পের অর্থে ৪০০ রাঃমিঃ বাউন্ডারী ওয়াল, ৯৩০ বঃমিঃ রোড কার্পেটিং করা হয়। সাভারস্থ কৃত্রিম

প্রজনন ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। সাভার ডেইরি ক্যাম্পাসে একটি লিকুইড নাইট্রোজেন ট্যাংকার রয়েছে। উক্ত ট্যাংকারের সাহায্যে সিমেন যথাযথ তাপমাত্রায় রূপান্তর করা হয় এবং রূপান্তরিত হিমায়িত সিমেন ট্রাকে করে জেলা ও উপজেলায় সরবরাহ করা হয়।

১২.২ ভৈরব, নরসিংদী সদর ও সোনারগাঁও উপজেলায় পরিদর্শনকালে উপকারভোগীগণ জানান , ব্রাহমা প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে ব্রাহমা জাতের গরু পালনের জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি টীকা, সংকরায়নের পর গাভীর যত্ন এবং বাছুর জন্মের পর সঠিক পরিচর্যা , বাছুরের খাবার, রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ব্রাহমা প্রযুক্তি পেয়ে উপকারভোগীগণ খুবই খুশী হয়েছেন। ব্রাহমা প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশী জাতের গাভী থেকে উন্নত জাতের বাছুর জন্ম লাভ করে সেই বাছুর স্বাভাবিক পরিচর্যার মাধ্যমে দ্রুত শারিরীক বৃদ্ধি পায় এবং মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্রাহমা প্রযুক্তি খুবই লাভজনক। পরিদর্শনকালে কয়েকজন উপকারভোগীর সাথে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যঃ

নং	খামারীর নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
১	মোঃ বোরহান উদ্দিন	রঘুনাথপুর পশ্চিমপাড়া, ভৈরব	ব্রাহমা জাতের ১৮ মাস বয়সের একটি ষাঁড় রয়েছে।
২	আবদুল্লাহ আল মামুন	রঘুনাথপুর পশ্চিমপাড়া, ভৈরব	ব্রাহমা জাতের ১৮ মাস বয়সের একটি ষাঁড় রয়েছে। ইতঃপূর্বে ব্রাহমা জাতের ১টি গরু ৩.০০ লক্ষ টাকা ও ১টি ৩.২৫ লক্ষ টাকা বিক্রি করেছেন।
৩	রাব্বি	কমলাপুর, পঞ্চবটি, ভৈরব	তার খামারে ৯টি গরুর রয়েছে। ৩টি ব্রাহমা জাতের। বর্তমানে ১টি গাভী গর্ভবতী আছে।
৪	হাশেম মিয়া	কমলাপুর, পঞ্চবটি, ভৈরব	১৩ মাস বয়স ও ১৬ দিন বয়সের ২টি ব্রাহমা বাছুর আছে।
৫	সবুজ	ভৈরব নিউ টাউন, ভৈরব	৮ মাস বয়স ও ১ দিন বয়সের ২টি ব্রাহমা বাছুর আছে। তার একটি বড় খামার রয়েছে।
৬	হুমায়ুন আহমেদ	ঘোড়াদিয়া গ্রাম, নরসিংদী সদর	৪টি ব্রাহমা বাছুর আছে। তার খামারে দেশী ও ফ্রিজিয়ান জাতের গরু রয়েছে।
৭	মোঃ বাচ্চু মিয়া	পশ্চিম ঘোড়াদিয়া, নরসিংদী সদর	ব্রাহমা জাতের ১৪ মাস বয়সের একটি ষাঁড় রয়েছে। ইতঃপূর্বে ব্রাহমা জাতের ১টি গরু ২.২০ লক্ষ টাকা ও ১টি ৩.০০ লক্ষ টাকা বিক্রি করেছেন।
৮	মোঃ শাহজাদা , পিতা- হাজী মোঃ মোবাররক	গ্রাম- মোগারচর, শম্ভুপুরা ইউনিয়ন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	তার একটি বড় খামার রয়েছে। বর্তমানে ১৩টি ব্রাহমা জাতের গরু রয়েছে।
৯	মোঃ কামাল হোসেন, এ.আই. কর্মী	গ্রাম- মোগারচর, শম্ভুপুরা ইউনিয়ন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	তার একটি বড় খামার রয়েছে। বর্তমানে ৬টি ব্রাহমা জাতের বাছুর রয়েছে। তার খামারে দেশী লাল জাতের অনেকগুলো গাভী রয়েছে। তার খামার হতে এলাকার জনগণ ব্রাহমা জাতের বাছুর/গরু ক্রয় করে পালনের জন্য নিয়ে যায়।

১২.৩ স্থিরচিত্রঃ



সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্রে নির্মিত সেড


বুল এক্সারসাইজার


নির্মিত নতুন সেডে ক্রয়কৃত উন্নত জাতের ষাঁড়


সাভার কেন্দ্রীয় প্রজনন ল্যাবরেটরীতে প্রদত্ত ল্যাব যন্ত্রপাতি



ভৈরব রঘুনাথপুর গ্রামে ১৮ মাস বয়সী ২টি ব্রাহমা জাতের ষাঁড়


নরসিংদী সদরে ঘোড়াদিয়া গ্রামে হুমায়ুন আহমদের খামারে ব্রাহমা ষাঁড়


সোনারগাঁও উপজেলার মোগারচর গ্রামে মোঃ শাহজাদার একটি সফল খামার

১২.৪ প্রকল্প হতে সাভার কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত মালামালঃ

ক্রঃনং	উপকরণের নাম	সংখ্যা
১	কম্পিউটার টেবিল	২
২	কুশন চেয়ার (হাতাওয়ালা)	৬
৩	স্টীল আলমিরা	২
৪	মেকানিক্যাল কাউন্টিং মেশিন	১
৫	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল	১
৬	ওজন মাপার যন্ত্র	১
৭	LN2 ফিলিং পাম্প (২০০ লিঃ/ঘন্টা)	১
৮	ভ্যাকসিন (এফএমডি, বিও, এ্যানথ্রাক্স), এন্টিবায়োটিক, ডিওয়ার্নিং ড্রাগস , ভিটামিন মিনারেল, এন্টি হিস্টামিন, ডিসইনফেক্টস ও এন্টিসেপটিক)	থোক
৯	Cryo container (Semen bank) capacity 5-6 lacs.	১

প্রকল্প এলাকার প্রত্যেক উপজেলায় সরবরাহকৃত উপকরণের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	উপকরণের নাম	সংখ্যা
১	Cryo container (Semen bank) 13 Litre capacity	১
২	Cryo container (Semen bank) 2 Litre capacity	১
৩	এ.আই. গান	১
৪	এ. আই. শীথ	থোক
৫	সিমেন স্ট্র	থোক
৬	হ্যান্ড গ্লোভস	থোক
৭	ট্রেবিস	১
৮	রেইনকোট	১
৯	গামবুট	১
১০	কারুসেল এপ্রোন	১
১১	সাইনবোর্ড	১
১২	অটো ওয়াটার বয়েলার	১
১৩	সিমেন থ্রেয়িং ব্রেকার	১
১৪	সিজার	১
১৫	ফোরসেপ	১
১৬	এ.আই. ব্যাগ	১
১৭	Burdizos castrator	১
১৮	ট্যাগ/কলার রিবন	থোক
১৯	ওজন মাপার যন্ত্র	১

১২.৫ পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় ও নরসিংদী সদর উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। পরিদর্শনকৃত উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম ও অর্জন নিমরূপঃ

উপজেলার নাম	মোট প্রজনন সংখ্যা	পুনঃ প্রজনন	এড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	মোট বাছুর সংখ্যা	বর্তমানে গর্ভবতী গাভী	মোট প্রাপ্ত সিমেন (মাত্রা)	মোট প্রজনন	অবশিষ্ট সিমেন
ভৈরব উপজেলা	৫১২	৪০	৭৯	৯৭	১৭৬	২৯	৬৫০	৫৫২	৯৮
নরসিংদী সদর	৮৪৪	১৯১	১৩৫	৯৮	২৩৩	৩০	১০০০	৯৫৫	৪১
সোনারগাঁও উপজেলা	৯২২	৫০	১৯৩	১০৬	২৯৯	৮০	১০০০	৯৭২	২৮

১২.৫ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	আরডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ব্যয়িত অর্থ
০১	জীপ গাড়ী ক্রয় (GD16, LOT1)	৭৪.০০	৬৭.৭৬	০৬/০৫/১৪	৩০/০৬/১৪	৬৭.৭৬
০২	সিমেন ক্যারিয়ার (ট্রাক) (GD16, LOT1)	৬০.০০	৫৯.৪৯	০৪/০৫/১৫	৩০/০৬/১৫	৫৯.৪৯
০৩	ট্রাকটর ক্রয় (GD16, LOT1)	৩০.০০	২৯.৪৯	০৪/০৫/১৫	৩০/০৬/১৫	২৯.৪৯
০৪	ইকুইপমেন্টস্ ক্রয় (ওয়িং স্কেল (প্লাটফরম) ব্যালান্স) ক্রয় (GD02, LOT1)	২০০.০০	১৬০.৯০	২৫/০৫/১৫	৩০/০৬/১৫	১৬০.৯০
০৫	হিমায়িত সিমেন ক্রয় (GD10, LOT1)	৫০০.০০	৪৯৯.৫০	২৪/০৭/১৪	২৩/০২/১৫	৪৯৯.৫০
০৬	মেডিসিন ক্রয় (GD14, LOT1)	৩১.০০	৩০.৯৩	২৪/০৭/১৪	৩০/০৮/১৫	৩০.৯৩
০৭	এ.আই মালামাল ক্রয় (GD09, LOT1)	৯৯.০০	৯৭.৮৫	১৬/০৭/১৫	৩০/০৬/১৫	৯৭.৮৫
০৮	০১ তলা বিশিষ্টি বুল সেড নির্মাণ (WD1, LOT1)	৬২.০০	৬০.০৬	০৯/০৪/১৫	০৬/১১/১৫	৬০.০৬
০৯	০১ তলা বিশিষ্টি বুল সেড নির্মাণ (WD1, LOT2)	৬২.০০	৬০.৪২	০৯/০৪/১৫	০৬/১১/১৫	৬০.৪২
১০	০১ তলা বিশিষ্টি বুল সেড নির্মাণ (WD1, LOT3)	৬২.০০	৬০.৬৭	০৯/০৪/১৫	০৬/১১/১৫	৬০.৬৭
১১	০১ তলা বিশিষ্টি কাফ সেড নির্মাণ (WD2, LOT1)	৬২.০০	৬১.৮২	০৯/০৪/১৫	০৬/১১/১৫	৬১.৮২
১২	০১ তলা বিশিষ্টি কাফ সেড নির্মাণ (WD2, LOT2)	৬২.০০	৫৭.৮০	০৯/০৪/১৫	০৬/১১/১৫	৫৭.৮০
১৩	০১ তলা বিশিষ্টি কাফ সেড নির্মাণ (WD2, LOT3)	৬২.০০	৫৯.২৫	০৯/০৪/১৫	০৬/১১/১৫	৫৯.২৫
১৪	০১ তলা বিশিষ্টি কাফ সেড নির্মাণ (WD2, LOT4)	৬২.০০	৬০.০৩	০৯/০৪/১৫	০৬/১১/১৫	৬০.০৩

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) দেশে একটি টেকসই এবং লাভজনক মাংস উৎপাদনকারী গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়ন করা;	আমেরিকা থেকে ব্রাহমা জাতের ৬০০০০ মাত্রা সিমেন আমদানী করা হয়। প্রকল্প মেয়াদকালে ২৩১২৮ গরুর বাছুর উৎপাদিত হয়েছে এবং ১৭২৫০টি গাভী গর্ভবতী হয়েছে। সাভার ডেইরি ফার্মে বুল সেড ও বাছুর সেড নির্মাণ করা হয়। কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। সিমেন সরবরাহ করার জন্য একটি বড় ট্রাক ক্রয় করা হয়।
২) মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক আমিষের চাহিদা পূরণ করা;	গরু পালন বৃদ্ধির ফলে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমিষের চাহিদা অনেক পূরণ হয়েছে;
৩) আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করা;	প্রকল্পের আওতায় ব্রাহমা জাতের গরু পালন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে গরু পালন করে অনেক বেকার পুরুষ ও মহিলা নিজেরাই গরু পালন ও ছোট-বড় অনেক খামার পরিচালনা করছে। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
৪) মাংস ব্যবসা এবং গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করা।	উন্নত জাতের ব্রাহমা জাতের গরু পালনের জন্য ২৫০০০ জন ক্ষুদ্র খামারীকে নির্বাচন করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশ হতে আমদানীকৃত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা/ খামারীগণ কর্তৃক গরু পালন বৃদ্ধি এবং গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ সাভার ডেইরি ফার্মে উন্নত জাতের ষাঁড় ও বাছুর পালনের জন্য প্রকল্প হতে কয়েকটি সেড নির্মাণ করা হয়েছে। উন্নত জাতের ষাঁড় হতে সিমেন সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নত জাতের ১৫০টি ষাঁড় বাছুর ক্রয় করা হয়। বর্তমানে নতুন নির্মিত সেডে ষাঁড় ও বাছুর পালন করা হচ্ছে। কিন্তু ব্রাহমা জাত ও উন্নত জাতের গরুর দৈনন্দিন বংশ, বাছুর উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী সেড সংকুলান সংকট দেখা দিবে। তাই সাভার ডেইরি ফার্মে বহু বছরের পুরাতন ভেঙ্গে যাওয়া সেডগুলো ভেঙ্গে নতুনভাবে সেড নির্মাণ করা না হলে সাভার ডেইরি ফার্মে ষাঁড় ও বাছুর পালনে স্থান সংকুলানসহ পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিবে।

১৬.২ এ প্রকল্প থেকে ১টি বড় ট্রাক ক্রয় ক রা হয়। এ ট্রাক দিয়ে সাভারস্থ ডেইরি ফার্ম থেকে সিমেন সারা দেশের জেলা - উপজেলা পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও সাভার কৃত্রিম প্রজনন কার্যালয়ে রাজস্ব খাতের ১টি ট্রাক রয়েছে। সারাদেশে

সিমেন সরবরাহের জন্য ২টি ট্রাক পর্যাপ্ত নয়। ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়েও পরিদর্শন কালে সাভার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ জানান।

১৬.৩ সাভার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের নামকরণ করা নেই। এমনকি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত কৃত্রিম প্রজনন উপকরণগুলোতে সংক্ষেপে প্র কল্পের নাম উল্লেখ নেই। কোন প্রকল্প হতে কি সামগ্রী পাওয়া যায় , তার গায়ে প্রকল্পের নাম লিখাসহ সনাক্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৬.৪ পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায়, কিছু কিছু খামারে অত্যন্ত যত্নসহকারে গরু/বাছুর পালন করা হচ্ছে। আবার কিছু খামার নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। গবাদি পশুর খাবার , চিকিৎসার পাশাপাশি খামার পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবাদি পশুর খামার নিয়মিত পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে খামারীদের উদ্বুদ্ধ করা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন।

১৬.৫ সিমেন সংগ্রহের পর তা যথাযথ তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াকরণ করে সংরক্ষণের জন্য বর্তমানে সাভার ডেইরি ফার্মে একটি লিকুইড নাইট্রোজেন ট্যাংকার রয়েছে। কিন্তু সারাদেশের জন্য মাত্র একটি লিকুইড নাইট্রোজেন ট্যাংকার মেশিন দিয়ে সিমেন প্রক্রিয়াকরণ করে দেশে র সকল জেলা ও উপজেলায় প্রেরণ করা সময় ও ব্যয়সাধ্য। দেশের ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের কয়েকটি লিকুইড নাইট্রোজেন ট্যাংকার স্থাপন করা হলে সিমেন প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে অনেক সহায়ক হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের রাজস্ব ব্যয় কম হবে।

১৬.৬ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৫ বছরে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অতি দ্রুত ব্রাহমা জাতের গরু পালন বৃদ্ধি পাচ্ছে ও মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য এ গরু খুবই উপযোগী। কিন্তু ব্রাহমা জাতের গরু পালন ও উপকারীতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশের সাপ্তাহিক নিয়মিত গরুর হাটগুলোতে ব্রাহমা জাতের গরুর বিবরণ সম্বলিত সাইনবোর্ডসহ ব্রাহমা জাতের গরু প্রদর্শনী/বিক্রি করা, কোরবানীর পশুর হাটগুলোতে ব্রাহমা জাতের গরুর আলাদা স্থান বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

১৬.৭ প্রকল্পের আওতায় বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ৬০০০০ ডোজ ব্রাহমা জাতের সিমেন দ্বারা ৪০৩৭৮টি গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত ২৩১২৮টি গরুর বাছুর উৎপাদিত হয় এবং ১৭২৫০টি গাভী গর্ভবতী অবস্থায় থাকে। প্রকল্পের মজুদকৃত সিমেন দ্বারা পর্যায়ক্রমে কৃত্রিম প্রজনন অব্যাহত ও গর্ভবতী গাভীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। F1 জেনারেশন থেকে প্রাপ্ত ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে F1 জেনারেশনের বকনা বাছুরের ১০০% ব্রাহমা জাতের কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। F1 জেনারেশন থেকে প্রাপ্ত ৫০% ব্লাড লেভেলের গাভী এবং F2 জেনারেশন থেকে প্রাপ্ত ৭৫% ব্লাড লেবেলের বকনা/এঁড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএলআরআই কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ব্রাহমা জাতের গরুর খাদ্যাভাস, রোগ প্রতিরোধ, অধিক দৈহিক গঠন ও বাংলাদেশের পরিবেশ উপযোগী প্রতীয়মান হয়েছে। দেশে মাংসল জাতের গবাদিপশু তৈরির জন্য আলোচ্য প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬.৮ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের শেষ অর্থ বছরের (২০১৭-২০১৮) অডিট সম্পন্ন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে সাথে অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল।

১৬.৯ এ প্রকল্পের কার্যক্রমের সফলতা দেখে বর্তমানে খামারীদের মধ্যে ব্রাহমা জাতের সিমেনের খুবই চাহিদা রয়েছে। তাই বাণিজ্যিকভাবে খামারীদের সিমেন দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। অপরদিকে, দেশী জাতের গাভীকে ১০০% ব্রাহমা জাতের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে সে বাচ্চাগুলোকে প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে সরকারি মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে প্রান্তিক খামারীগণ উপকৃত হবে।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ সাভার ডেইরি ফার্মে পুরাতন জরাজীর্ণ সেডগুলো ভেঙ্গে নতুনভাবে সেড নির্মাণ করে উন্নত জাতের গরু পালনের উপযোগী করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.২ সারাদেশে হিমায়িত সিমেন সরবরাহ করার সুবিধার্থে সাভার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে ট্রাক/গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১৭.৩ প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৪ গবাদি পশুকে রোগ -বালাই থেকে মুক্ত রাখতে খামার নিয়মিত পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ বৃদ্ধি করতে হবে;

১৭.৫ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কম খরচে হিমায়িত সিমেন সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে লিকুইড নাইট্রোজেন ট্যাংকার স্থাপনের বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৬ দেশের সাপ্তাহিক নিয়মিত গরুর হাটগুলোতে ব্রাহমা জাতের গরুর বিবরণ সম্বলিত সাইনবোর্ডসহ ব্রাহমা জাতের গরু প্রদর্শনী/বিক্রি করা, কোরবানীর পশুর হাটগুলোতে ব্রাহমা জাতের গরুর আলাদা স্থান বরাদ্দ রাখতে হবে।

১৭.৭ ব্রাহমা জাতের গরু পালন, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি, অল্প খরচ ও স্বাভাবিকভাবে ব্রাহমা প্রযুক্তির গরু পালন করে অধিক লাভবান হওয়া সহজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে;

১৭.৮ প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৯ প্রকল্পের সমাপ্তির পর প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোতে যেসব সিমেন মজুদ আছে সেগুলো অনতিবিলম্বে কৃষক/খামারীদের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.১০ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক সিমেন সরবরাহ ও কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। কিন্তু ৪/৫ মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত গাভীর গর্ভধারণ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না। গাভীর গর্ভধারণ পরীক্ষা করার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলট্রাসনোগ্রাফ মেশিন সরবরাহের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.১১ দেশী জাতের গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন প্রদানের মাধ্যমে উন্নত ব্রাহমা জাতের গরু উৎপাদন বৃদ্ধি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে ধারাবাহিকভাবে ব্রাহমা জাতের গরুর উন্নয়ন বৃদ্ধিকল্পে বিজ্ঞানভিত্তিক সংকরায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা অপরিহার্য। দেশে একটি টেকসই ও লাভজনক মাংস উৎপাদনকারী গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন করে গ্রামীণ যুবসমাজকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বাবলম্বী করা ও মাংসের চাহিদা পূরণে গরু হৃষ্টপুষ্ঠ করণ কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ প্রকল্পের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

১৭.১২ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মৎস্য অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলার সকল উপজেলা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬৮৪৭.২৪	৭০৮৮.২২	৭০৬২.৫১	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮	+২১৫.২৭ (৩.১৪%)	+১ বছর (২০%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি পাহাড়ী পরিবেশ বেষ্টিত রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলটি পাহাড়ী ছড়া, ক্রিক, পাহাড়ের পাদদেশের ক্রিক ও গিরিখাত দ্বারা সমৃদ্ধ। এছাড়াও এখানে বৃহৎ কাপ্তাই লেক রয়েছে। এসব মৎস্য উৎপাদনের উৎস হলেও আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তির জ্ঞানের অভাব এবং পুঁজি সংকটের কারণে অধিকাংশ দরিদ্র পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তা সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। এছাড়াও গুণগতমান সম্পন্ন পোনার অভাব এবং স্থানীয় পর্যায়ে সময়মত পোনা সরবরাহ না থাকায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম ব্যা হত হচ্ছে। এ সকল সমস্যা দূরীভূত করে এ অঞ্চলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এ দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মৎস্য চাষীরা যেমন প্রশিক্ষিত হয়েছে তেমনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ে এ অঞ্চলে মৎস্য পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে হ্যাচারী স্থাপন করা হয়েছে এবং এ হ্যাচারী হতে উৎপাদিত গু ণগতমান সম্পন্ন পোনা মৎস্য চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখতে এবং মাছ চাষের নতুন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মৎস্য চাষীদের সচেতন ও প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) পার্বত্য জেলাসমূহে মৎস্যচাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পাহাড়ী জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন;

২) মৎস্যচাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে পাহাড়ে ক্রিক নির্মাণের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন যা পরবর্তীতে পানির রিজার্ভার হিসাবে ব্যবহার;

৩) মাছের পোনা উৎপাদন ও লালন পালনের লক্ষ্যে নার্সারী উন্নয়ন;

৪) স্থানীয় মৎস্যচাষীদের মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) ভূমি অধিগ্রহণ- ২.৫০ হেক্টর;
(খ) খাগড়াছড়ি সদরে মিনি মৎস্য হ্যাচারি নির্মাণ- ১টি;
(গ) ক্রিক উন্নয়ন- ৮২৮টি (৮৬৩.০০ হেক্টর), রাঙ্গামাটি- ৩১২টি, খাগড়াছড়ি- ৩২৮টি, বান্দরবান- ১৮৮টি;
(ঘ) নার্সারি উন্নয়ন- ৩৭ একর;
(ঙ) প্রশিক্ষণ- ৬৬০০ জন (২২০ ব্যাচ);
(চ) ব্রুড মাছ সংগ্রহ- ২.৫০ মে.টন।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৯	১৩৪.৬০	৮	১৩৪.৫৩
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৬	২৪.১০	৪	২৪.০৭
৩	ভাতাদি	জন	১৫	১১৮.৬৫	১২	১১৭.৮৯
৪	আউটসোসিং স্টাফদের বেতন-ভাতাদি	জন	২১	২১৩.৪৯	১৮	২১২.৭৫
৫	ওভারটাইম	থোক	-	৩.৩৪	-	৩.৩৪
৬	টিএ/ডিএ	থোক	-	১৩৫.০০	-	১৩৪.৮৪
৭	ভূমি/পৌরকর	থোক	-	০.৮০	-	০.৮০
৮	পোস্টাল বাডাক	থোক	-	০.২৩	-	০.১৩
৯	টেলিফোন বিল	থোক	-	০.৩৫	-	০.২৯
১০	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	-	৬.৩৩	-	৬.৩৩
১১	বিদ্যুৎ বিল	থোক	-	১৩.০০	-	১২.৯৭
১২	জ্বালানী	থোক	-	৫১.৫০	-	৫১.৩৯
১৩	প্রকাশনা বা মুদ্রণ	থোক	-	১০.০০	-	৯.৯৯
১৪	স্টেশনারী	থোক	-	২০.০০	-	১৯.৮৯
১৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-	১২.০০	-	১১.৯৩
১৬	প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২২০	৫৫.০০	২২০	৫৫.০০
১৭	সেমিনার	সংখ্যা	৩	৫.০০	৩	৫.০০
১৮	শ্রমিক মজুরী	থোক	-	৭.০০	-	৭.০০
১৯	কেমিক্যালস	থোক	-	১৫.০০	-	১৪.৯৬
২০	সার	থোক	-	১০.০০	-	৯.৯৮
২১	ব্লুড ফিস সংগ্রহ	মেঃটন	২.৫০	১২.৫০	২.৫০	১২.৪৯
২২	মৎস্য খাদ্য	থোক	-	৩৩.০০	-	৩২.৯৬
২৩	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	থোক	-	৮.০০	-	৭.০৮
২৪	বিবিধ	থোক	-	৫.৫০	-	৫.৪৯
২৫	যানবাহন মেরামত	থোক	-	৯.০০	-	৮.৯৭
২৬	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	-	৩.৫০	-	৩.৪৯
২৭	হ্যাচারি মেরামত	থোক	-	৩৮.০০	-	৩৭.৯৯
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৯৪৪.৮৯**		**৯৪১.৫২**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২৮	জিপ গাড়ী ক্রয়	সংখ্যা	১	৭২.২৬		৭২.২৬
২৯	পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	১	৪৩.৬২		৪৩.৬২
৩০	মোটর সাইকেল (১১০ সিসি)	সংখ্যা	২৫	৩২.২৫		৩২.২৫
৩১	ফাইবার রি-ইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) বোট	সংখ্যা	১	১৬.২০		১৬.২০
৩২	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	১	১.০০		১.০০
৩৩	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২	০.৫০		০.৫০
৩৪	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ (ইউপিএস, প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ)	সংখ্যা	৩১	২৮.০০		২৭.৯৯
৩৫	হ্যাচারি ও নার্সারি যন্ত্রপাতি	থোক	-	২৫.০০		২৪.৬৫
৩৬	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	৩.০০		৩.০০
৩৭	কম্পিউটার সফটওয়ার	থোক	-	০.৬০		০.৬০
৩৮	টেলিফোন সংযোগ	সংখ্যা	২	০.০২		০.০২
৩৯	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১	০.৪০		০.৪০
৪০	আসবাবপত্র	থোক	-	২৫.০০		২৪.৩৬
৪১	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	২.৫০	৮৩৯.৪১		৮৩৯.৪১
৪২	ভূমি উন্নয়ন	একর	১.৩০	৩০.০০		২৯.৭০
৪৩	খাগড়াছড়ি মিনি মৎস্য হ্যাচারি নির্মাণ (ড্রয়িং ডিজাইনসহ)	সংখ্যা	১	৪০৭.০০		৩৯৯.৮৫

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৪	ক্রিক উন্নয়ন	হেক্টর	৮১৮	৪৪৬৯.০৭		৪৪৫৬.০০
৪৫	নার্সারি উন্নয়ন	একর	৩৭ একর	১৫০.০০		১৪৯.১৯
	(মূলধন):			**৬১৪৩.৩৩**		**৬১২০.৯৯**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৭০৮৮.২২**		**৭০৬২.৫১**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ৬৮৪৭.২৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬/১ ০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২৭/১১/২০১২ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

- পরবর্তীতে গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল ২০১৪ অনু যায়ী হ্যাচারী, নার্সারি ও ক্রীকের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, ক্রীকের তালিকা পরিবর্তন, নতুন পে স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা নির্ধারণ এবং কিছু কিছু অংগের ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পটি ৭২৫৯.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং মেয়াদকাল অপরিবর্তীত রেখে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ০২/০২/২০১৬ তারিখে ১ম সংশোধন করা হয়।

- প্রকল্প চলমানকালে খাগড়াছড়ি জেলায় একটি মিনি হ্যাচারি নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় এবং হ্যাচারির অবকাঠামো নির্মাণে দু 'বার দরপত্র বাতিল হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি ৭০৮৮.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০৬/২০১৭ তারিখে ২য় বার সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

- পরবর্তীতে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে অতি রিক্ত অর্থ, হ্যাচারি নির্মাণ, বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ক্রিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় সাশ্রয়ের ফলে আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয় এবং ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত আরডিপিপি অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১২-২০১৩	২৫.০০	২৫.০০	-	২৫.০০	২৪.৯৯	২৪.৯৯	-
২০১৩-২০১৪	৯০০.০০	৯০০.০০	-	৯০০.০০	৮৯৯.৫৮	৮৯৯.৫৮	-
২০১৪-২০১৫	২২৬১.০০	২২৬১.০০	-	২২৬১.০০	২২৫৯.৬৮	২২৫৯.৬৮	-
২০১৫-২০১৬	২১০০.০০	২১০০.০০	-	২১০০.০০	২০৮৭.২৪	২০৮৭.২৪	-
২০১৬-২০১৭	১২০০.০০	১২০০.০০	-	১১৮০.৫০	১০৩৩.৪০	১০৩৩.৪০	-
২০১৭-২০১৮	৭৮০.০০	৭৮০.০০	-	৭৮০.০০	৭৫৭.৬২	৭৫৭.৬২	-
মোটঃ	**৭২৬৬.০০**	**৭২৬৬.০০**	-	**৭২৪৬.৫০**	**৭০৬২.৫১**	**৭০৬২.৫১**	-

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকতা	১৭/০১/২০১৩	২৪/০৫/২০১৬
০২	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকতা/উপসচিব	২৪/০৫/২০১৬	৩০/০৬/২০১৮

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র মৎস্যচাষি ও খামারীদের ২২০টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে) মোট ৬৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ হ্যাচারি মেরামতঃ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় পূর্বের ২টি প্রকল্পে নির্মিত ৩টি হ্যাচারি মেরামত বাবদ ৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ যানবাহন ক্রয়ঃ ১টি জীপ গাড়ী, ১টি পিকআপ গাড়ী, ২৫টি মোটর সাইকেল (১১০ সিসি) ক্রয় বাবদ ১৪৮.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ ভূমি অধিগ্রহণঃ খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারি নির্মা ণের জন্য ২.৫০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৮৩৯.৪১ লক্ষ টাকা এবং উক্ত ভূমি উন্নয়ন বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারি নির্মাণ (ড্রয়িং ডিজাইনসহ) বাবদ ৪০৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ নার্সারি উন্নয়নঃ ৩টি পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় মাছের পোনা পালনের লক্ষ্যে (৪৩টি) ৩৭.০০ একর নার্সারি উন্নয়ন বাবদ ১৪৯.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে রাঙ্গামাটি ও ২০/০৬/২০১৯ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলা র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, হ্যাচারি ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ দুর্গম ৩টি পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পাহাড়ে অবস্থিত ছড়া বা ঝিরি যেখানে দুই অথবা তি নদিকে পাহাড় বা টিলা এবং অন্যদিকে খোলা থাকে সে খোলা অংশে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে জলাশয় সৃষ্টি করে ক্রিক তৈরি করে মাছ চাষ করা হয়। এ প্রকল্প মেয়াদে মোট ৮২৮টি ক্রিক উন্নয়ন (রাঙ্গামাটি- ৩১২টি, খাগড়াছড়ি- ৩২৮টি, বান্দরবান- ১৮৮টি) করে মাছ চাষের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়। এসকল জলাশয়ের পানি মাছচাষ ছাড়াও সারাবছর গৃহস্থলী কাজের চাহিদা মেটানোসহ সেচ কাজেও ব্যবহৃত হয়। ৩টি পার্বত্য জেলায় মাছচাষের পোনা উৎপাদনের জন্য ৩৭.০০ একর জলাশয়ে নার্সারি উন্নয়ন করা হয়। বর্তমানে এসব নার্সারিতে কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে।

১৪.২ পার্বত্য জেলাসমূহের পাহাড়ী এলাকায় কাপ্তাই হ্রদ ও কর্ণফুলী নদী ব্যতীত পানির বিকল্প কোন উৎস নেই। এ দুটি স্থান থেকে পানির ব্যবহার ও মাছ চাষ করে শুধু সামান্য এলাকার জনগণের চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়। কারণ পাহাড়ে মাছ ও পানির কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এ প্রকল্প ও পূর্বে র ২টি পর্যায় হতে পাহাড়ী বেশ কিছু অঞ্চলে দুই বা ততোধিক পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ নির্মাণ করে ক্রিক উন্নয়ন করায় সেখানে মাছ চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। পাহাড়ের উপজাতিরা এসব ক্রিকে মাছচাষ ছাড়াও দৈনন্দিন কাজে ও ফসলের জন্য সেচ কাজে পানি ব্যবহার করছে। মাছচাষ করে আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণে সহায়ক হচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিটি ক্রিকের আওতায় ১৪/১৫ জনের দল গঠন করে উক্ত ক্রিকে মাছচাষ করছে ও মাছ বিক্রির অর্থ ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। এতে পাহাড়ের সুবিধাবঞ্চিত উপজাতিদের জীবন নির্বাহ কিছুটা উন্নতি হয়েছে।





রাঙ্গামাটি কাপ্তাই কাঠালতলী ওয়াগ্গা ক্রিক উন্নয়ন ও মাছ চাষ



খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারি ও পুকুর



হ্যাচারি পুকুরে চাষকৃত ব্রুড মাছ



খাগড়াছড়ি হ্যাচারি ভবন



জাত ও অনুযায়ী কার্প মাছের আলাদা জার



হ্যাচারি এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র



খাগড়াছড়ি হ্যাচারিতে ভূমি উন্নয়ন কম করা হয়

১৪.৩ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত তথ্যঃ (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	ডিপিপির সংস্থান	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	NOA প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি
১	অফিস বিল্ডিং	৪০.১৪	৪০.১৪	৩৪.১৮	৪/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	৩৩.৪৮	১০০%
২	গ্যারেজ	৪.৯৭	৪.৯৬	৩.৯৯	৪/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	৪.৩৮	১০০%
৩	গোডাউন গার্ডশেড	৩১.৭৬	৩১.৭৬	২৭.৬১	১/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	২৮.৭২	১০০%
৪	পাম্প হাউজ	২.৯৯	২.৯৯	২.৩৮	৪/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	২.৬৮	১০০%
৫	ডিপ টিউবওয়েল	১৩.৯৯	১৩.৯৯	১০.১৫	৪/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	১০.৬০	১০০%
৬	পুকুর নির্মাণ	৩২.৯০	৩২.৯০	২২.১৯	৪/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	১৯.০৩	১০০%
৭	ট্রেনিং সেন্টার	৭৭.৭৬	৭৭.৬৫	৬৪.৯০	৪/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	৭৪.৫৮	১০০%
৮	হ্যাচারি বিল্ডিং	৬০.৩১	৬৬.৩০	৫৫.৬৭	৪/১২/১৬	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	৫৫.৬৫	১০০%
৯	ক্যাম্পাস বিদ্যুতায়ন	১৯.৭৪	১৯.৭৪	১৫.০৮	৪/১২/১৬	৩০/১/১৮	৩০/০৪/১৮	১৪.০৩	১০০%
১০	পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ	১১.৯৯	১১.৯৮	১০.২১	৪/১২/১৬	০৮/১০/১৭	১২/১০/১৭	১০.০৫	১০০%
১১	আরসিসি রোড	১৭.৪০	১৭.১৪	১৩.৩৪	৩/১/১৮	২৫/০৩/১৮	০৫/০৫/১৮	১৪.৬৬	১০০%
১২	ভূমি উন্নয়ন	৩০.০০	৩০.০০	২৭.০০	২৫/০৯/১৭	১০/১০/১৭	০২/১০/১৭	২৯.৬৯	১০০%

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	ডিপিপির সংস্থান	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	NOA প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি
১৩	১৫০০০ গ্যালন ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	২৭.০৩	২৭.০৩	২৪.২৩	৪/১২/১৬	০৫/০১/১৭	০৫/০৭/১৭	২৪.৭৬	১০০%
১৪	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	৯০.৪৫	৯০.৪৫	-	-	-	-	৭৬.২৩	১০০%

১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) পার্বত্য জেলাসমূহে মৎস্যচাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পাহাড়ী জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন;	প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নতুন ক্রিক জলাশয় উন্নয়ন করার ফলে পূর্বের তুলনায় প্রায় ৩৫১৩.৬৭ মে.টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়ী জনগণ পুষ্টি চাহিদা অনেকটা পূরণ করতে পারছে। ক্রিক ও নার্সারি উন্নয়নের ফলে পাহাড়ী জনগণ মাছ চাষে সম্পৃক্ত হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
২) মৎস্যচাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে পাহাড়ে ক্রিক নির্মাণের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন যা পরবর্তীতে পানির রিজার্ভার হিসাবে ব্যবহার;	৩য় পর্যায়ের প্রকল্প থেকে ৮১৪ হেক্টর জলাশয়ে ৮২৮টি ক্রিক উন্নয়ন করা হয়। এসব ক্রিকের আবদ্ধকৃত পানি মাছ চাষ ও গৃহস্থলী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রিকের পানি পাহাড়ের সেচ কাজেও ব্যবহৃত হয়।
৩) মাছের পোনা উৎপাদন ও লালন পালনের লক্ষ্যে নার্সারী উন্নয়ন;	প্রকল্প মেয়াদে পার্বত্য এলাকায় মানসম্মত পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে ৪৩টি জলাশয়ের ৩৭.০০ একর নার্সারি উন্নয়ন করা হয়। এসব নার্সারি মালিকগণ নার্সারি থেকে প্রায় ২৭.৮০ লক্ষ মানসম্মত পোনা উৎপাদন করছে।
৪) স্থানীয় মৎস্যচাষীদের মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।	পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার ২৬টি উপজেলার মৎস্যচাষীদের মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের উপর মোট ৬৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হয়।

১৬.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৬.১ প্রকল্পের অর্থে প্রায় ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়। হ্যাচারি নির্মাণের পর হতে ব্রুড মাছ চাষ করা হচ্ছে। গত মার্চ ২০১৯ হতে সফলভাবে কার্প জাতীয় মাছের ডিম থেকে রেনু ও পোনা উৎপাদন শুরু করা হয়। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত প্রায় ৩০ কেজি রেনু ও ২.০০ লক্ষ পোনা উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত পোনা সরকারী নির্ধারিত মূল্যে মৎস্য খামারী ও মৎস্য চাষীদের বিতরণ করা হয়। হ্যাচারি এলাকায় ৯টি পুকুর রয়েছে সেগুলোতে কার্প জাতীয় কয়েক জাতের ব্রুড মাছ চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন না করায় হ্যাচারিতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাছ চাষ ও রেনু উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। হ্যাচারির অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ৭ জন জনবল সংস্থান রয়েছে। কিন্তু হ্যাচারিতে মাত্র ১ জন কর্মকর্তা ও ১ জন অনিয়মিত শ্রমিক রয়েছে যা হ্যাচারি পরিচালনায় খুবই অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হলে এবং পর্যাপ্ত রাজস্ব বাজেট প্রদান করা হলে হ্যাচারিতে সফলভাবে মৎস্য চাষ করে রেনু উৎপাদন ও পোনা বিক্রি করে অধিক সংখ্যক রাজস্ব আয় করা সম্ভব।

১৬.২ প্রকল্পের ১টি জীপ গাড়ী, ১টি পিক আপ, ২৫টি মোটর সাইকেল ও ১টি ফাইবার প্লাস্টিক বোট ক্রয় করা হয়। ২৫টি মোটর সাইকেল ২৫টি উপজেলা মৎস্য অফিসে এবং ১টি ফাইবার বোট রাঙ্গামাটি জেলা মৎস্য দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, জীপ গাড়ীটি চট্টগ্রাম বিভাগীয় মৎস্য কার্যালয় , কুমিল্লায় এবং পিকআপটি রাঙ্গামাটি জেলা মৎস্য দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ গাড়ী ২টি প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারী পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। তবে গাড়ী ২টি বর্তমানে ব্যবহারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতেও কোন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত কম্পিউটার , ফটোকপিয়ার, হ্যাচারি যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, ফাইবার বোট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নামকরণ করা নেই। ফলে এ প্রক ল্পের পূর্বের ২টি পর্যায়ের মালামাল/উপকরণের সাথে এগুলোর কোন পার্থক্য করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এ প্রকল্প থেকে যেসব ক্রিক ও নার্সারি উন্নয়ন করা হয় সেগুলোর অধিকাংশের পাশে সরকারের অর্থে এ প্রকল্প থেকে বাস্তবায়িত সংক্ষেপে কোন সাইনবোর্ড রাখা হয়নি।

১৬.৪ খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারি এলাকায় ১.৩৩ একর ভূমি উন্নয়নের জন্য আরডিপিপিতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। কিন্তু পুরো অর্থ ব্যয় হলেও ভূমি উন্নয়ন কিছু কম হয়েছে। গোডাউন ও গার্ড সেডের পেছনে ভূমি উন্নয়ন যথাযথভাবে করা হয়নি।

১৬.৫ খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারি নির্মাণের পর থেকে খননকৃত ৯টি পুকুরে কয়েকটি কার্প প্রজাতির ব্রুড মাছ পালন করা হচ্ছে। এসব মাছ থেকে হাচারিতে ডিম থেকে রেনু পোনা উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেনু পোনা ও পোনা মাছ সরকারী নির্ধারিত মূল্যে খামারী ও মৎস্য চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত হ্যাচারি ম্যানেজার জানান , গত এক বছরে এ হ্যাচারি হতে ৩০ কেজি রেনু ও ২ লক্ষ পোনা উৎপন্ন করে খামারীদের সরকারী মূল্যে বিতরণ করা হয়।

১৬.৬ ক্রিকের পানি প্রবাহিত হবার জন্য ড্রেন নির্মাণ করা হয় এবং ড্রেনের মুখে লোহার জাল বসানো হয়। কিন্তু জালগুলো হালকা দেয়ায় কিছু লোহার জাল ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়।

১৬.৭ প্রকল্পটি জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৬টি অর্থবছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু পিসিআর অনুযায়ী কোন অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি যা এ প্রকল্পের একটি দুর্বল দিক। প্রকল্প চলমানকালে অর্থবছর সমাপ্তির সাথে সাথে অডিট সম্পন্ন করা সমীচীন ছিল। এ বিষ য়ে প্রকল্প পরিচালক জানান , প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষ হবার পর অডিট সম্পন্ন করা হয়। অডিটের কিছু আপত্তি ছিল যা নিষ্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে। পরিদর্শনকালে অডিটের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৭.১ প্রকল্পের অর্থে যেসব ক্রিক উন্নয়ন করা হয় সেগুলোর কিছু কিছু পাহাড় ধসে তলদেশ ভরে পানির গভীরতা কমে গেছে। ফলে সামান্য পানিতে মাছ চাষে অসুবিধা ও পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়। সংস্থার রাজস্ব বাজেট হতে সেগুলো পুনঃখননের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

১৭.২ প্রকল্পের যানবাহনগুলো সরকারী নিয়মানুযায়ী পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৩ সরকারের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে । ক্রিকের পাশে সংক্ষিপ্ত সাইনবোর্ড রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষীদের পরামর্শ দিতে হবে;

১৭.৪ খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারি ক্যাম্পাসে ভূমি উন্নয়নের পুরো অর্থ ব্যয় করা হয়। অথচ গোডাউন ও গার্ড সেডের পেছনে ভূমি উন্নয়ন কম করা হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

১৭.৫ যেসব ক্রিকের ড্রেনের মুখে লোহার জাল নষ্ট/ভেঙ্গে গেছে, সেগুলো রাজস্ব বাজেট হতে প্রতিস্থাপন করতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করা এবং অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পন্ন করে অডিট প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (কম্পোনেন্ট-বি) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (কম্পোনেন্ট-বি)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : খুলনা (পাইকগাছা, কয়রা), সাতক্ষীরা সদর, বাগেরহাট (সদর ও রামপাল), পটুয়াখালী (কলাপাড়া), ময়মনসিংহ (সদর ও হালুয়াঘাট), শেরপুর (ঝিনাইগাতী), বগুড়া (আদমদিঘী), কক্সবাজার সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (নাসিরনগর)।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৩৮৬.১৬	-	১২৬৮.০৩	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	-	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	-	-

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** আদিবাসি ও বাংলাদেশের কিছু কিছু সম্প্রদায়ের জনগণ কুচিয়া ও কাঁকড়া খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, বিদেশে কাঁকড়ার প্রচুর চাহিদা থাকায় উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ কার্যক্রমটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং একই সময়ে দেশে কাঁকড়ার সীডলিং (বড় পোনা) উৎপাদনের জন্য কোন সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি গড়ে না উঠায় প্রকৃতি থেকেই অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁকড়ার হ্যাচলিং (ছোট পোনা) সংগ্রহ করা হচ্ছে। হ্যাচলিং সংগ্রহের সময় প্রচুর পরিমাণে প্রজননক্ষম কাঁকড়া ও অন্যান্য প্রজাতির জলজ প্রাণি ধরা পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ফলে কাঁকড়ার প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে এবং জলজ পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। দূরপ্রাচ্যসহ ইউরোপের অনেক দেশে কুচিয়ার ব্যাপক চাহিদা থাকায় এ দেশের কিছু কিছু জেলা যেমনঃ ময়মনসিংহ, শেরপুর ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা প্রকৃতি থেকে কুচিয়া সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানী করছে। কিন্তু কুচিয়ার চাষ পদ্ধতি, খাদ্যাভাস, প্রজনন কৌশলসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা খুবই জটিল হওয়ায় এবং কুচিয়া প্রকৃতি থেকে আহরণ করাও খুবই দুরূহ হওয়ায় এ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে প্রদর্শনীর প্রয়োজন। পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাও অত্যাবশ্যক। আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দেশীয় জ্ঞান সম্প্রসারণ, কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও ব্যবস্থাপনার ওপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, দরিদ্র সুফলভোগী বিশেষ করে আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কুচিয়া ও কাঁকড়ার বর্তমান মজুদ/স্টক নির্ণয় করা, সর্বোপরি কুচিয়া ও কাঁকড়া রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) কুচিয়া ও কাঁকড়া-এর প্রাকৃতিক স্টক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সংখ্যা/স্টক নির্ণয় করা;
২) কুচিয়া ও কাঁকড়া-এর প্রজনন, বীজ (পোনা) উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন;
৩) উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কুচিয়া উৎপাদন ও কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ প্রদর্শনীর আয়োজন করা;
৪) লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা ও সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজারে ল্যাবরেটরী-কাম-হ্যাচারী স্থাপন ও লোনা পানি কেন্দ্র, স্বাদু পানি কেন্দ্র, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং প্লাবন ভূমি উপ-কেন্দ্রে ইতঃপূর্বে স্থাপিত ল্যাবরেটরীসমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;
৫) সরকারী ও এনজিও 'র সম্প্রসারণ কর্মী, মৎস্যচাষি এবং উদ্যোক্তাদের কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
৬) লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা , সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার, স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ এবং প্লাবন ভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) ভৌত নির্মাণ- লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছায় এবং সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজারে ২টি হ্যাচারি নির্মাণ- ২৫৬ ব:মি:;

(খ) স্বাদু পানি মৎস্য কেন্দ্র, ময়মনসিংহে ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন;

(গ) বিদ্যমান স্থাপনার মেরামত ও সংরক্ষণ;

(ঘ) প্রশিক্ষণ ওয়ার্কসপ, সরকারি-বেসরকারি সম্প্রসারণ কর্মী, খামারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উদ্যোক্তা- ১৩০০ জন;

(ঙ) মাঠ গবেষণা;

(চ) যানবাহন ক্রয় (১টি জীপ ও ৩টি মটর সাইকেল);

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৫	৪৫.০০	৪	২৮.৮০
২	কর্মচারিদের বেতন	জন	২	৪.০৫	১	২.৪২
৩	ভাতাদি	জন	৭	২১.৩০	৫	১২.৭৩
৪	টিএ/ডিএ	থোক	-	১৫.০০	-	৯.৯৯
৫	টেলিফোন	থোক	-	০.৫০	-	০
৬	মুদ্রণ প্রকাশনা	থোক	-	৬.০০	-	৫.৯৯
৭	যানবাহনের জ্বালানী	থোক	-	৭.০০	-	৫.৯৪
৮	কেমিক্যালস ও গ্লাসওয়ার	থোক	-	২০.০০	-	১৯.২২
৯	ষ্টেশনারী	থোক	-	৬.০০	-	৬.০০
১০	মাঠ গবেষণা	থোক	-	২৫০.০০	-	২২৩.৫৪
১১	প্রশিক্ষণ	থোক	-	২০.০০	-	২০.০০
১২	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	থোক	-	৭.৫০		৬.৫৯
১৩	চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক	থোক	-	৪.০০	-	৩.৯৩
১৪	ফ্যাক্স, রেজিষ্ট্রেশন ফি , পানি, বিদ্যুৎ, সম্মানী (টেন্ডার মূল্যায়ন, কারিগরি কমিটি, বিশেষজ্ঞ সভা ইত্যাদি)	থোক	-	১২.০০	-	১১.৮৪
১৫	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (ইক্যুইপমেন্ট, যানবাহন, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র, ইউটিলিটি, ইনস্টলেশন, হ্যাচারি, ল্যাব ও অফিস ইত্যাদি)	থোক	-	৯.৫০	-	২.৯৬
১৬	অবকাঠামো মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি	থোক	-	১৫২.৫০	-	১৫২.৩২
১৭	পরামর্শক (কাঁকড়া, হ্যাচারি, বৈদেশিক)	জনমাস	৪	১৬.০০	-	০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৫৯৬.৩৫**		**৫১২.২৭**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
১৮	যানবাহন (জীপ- ১টি, মটর সাইকেল- ৩টি)	সংখ্যা	৪	৮০.০০	৪	৭৬.৪৮
১৯	গবেষণা/ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট	থোক	-	২৪৫.০০	-	২৩৪.৯০
২০	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	থোক	-	৩৫.০০	-	৩২.৩০
২১	অফিস আসবাবপত্র	থোক	-	৩০.০০	-	২৮.৬২
২২	লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছায় হ্যাচারি নির্মাণ	ব:মি:	২৫৬	১৭০.০০	২৫৬	৩৮৩.৪৬
২৩	সামুদ্রিক মৎস্য কেন্দ্র, কক্সবাজারে হ্যাচারি নির্মাণ	ব:মি:	২৫৬	১৪০.০০	২৫৬	
২৪	স্বাদু পানি মৎস্য কেন্দ্র , ময়মনসিংহে ডীপ টিউবওয়ে ল স্থাপন	সংখ্যা	১	৯০.০০	১	
	(মূলধন):			**৭৯০.০০**		**৭৫৫.৭৬**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**১৩৮৬.৩৫**		**১২৬৮.০৩**

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ১৩৮৬.৩৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩১/০৩/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- পরবর্তীতে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ , ইউটিলিটি বিল, সম্মানী খাত, জ্বালানী, মুদ্রণ, অফিস যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির ফলে আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয় এবং ২৮/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৫-২০১৬	২৭৫.০০	২৭৫.০০	-	২৭৫.০০	২৬৯.২৩	২৬৯.২৩	-
২০১৬-২০১৭	৫১৭.০০	৫১৭.০০	-	৫১৭.০০	৫১৩.৪৩	৫১৩.৪৩	-
২০১৭-২০১৮	৫০৩.০০	৫০৩.০০	-	৫০৩.০০	৪৮৫.৩৭	৪৮৫.৩৭	-
মোটঃ	**১২৯৫.০০**	**১২৯৫.০০**	-	**১২৯৫.০০**	**১২৬৮.০৩**	**১২৬৮.০৩**	**-**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	ড. ডুরিন আখতার জাহান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	২৪/১২/২০১৫	৩০/০৬/২০১৮

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষের জন্য জাত উন্নয়ন , উৎপাদন, পরিবেশের ভারসাম্য , কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ, বাজারজাতকরণ বিষয়ে গবেষণা বাবদ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ২২৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ ময়মনসিংহ স্বাদু পানি কেন্দ্রের হ্যাচারি মেরামত , প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, শান্তাহারে পুকুর সংস্কার, হ্যাচারি মেরামত, রাস্তা সংস্কার, পাইকগাছা লোনা পানি কেন্দ্রের পুকু রের মং মেরামত ইত্যাদি বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৫২.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৩ প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১টি জীপ ও ৩টি মটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ৭৬.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি এবং বিএফআরআই -এর ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ২৩৪.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ বিএফআরআই-এর স্বাদু পানি কেন্দ্র ময়মনসিংহ, লোনা পানি কেন্দ্র খুলনা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং প্লাবন ভূমি উপকেন্দ্র, সান্তা হারে অফিস ইক্যুইপমেন্ট ও অফিস আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ যথাক্রমে ৩২.৩০ লক্ষ টাকা ও ২৮.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ প্রকল্পের অর্থে বিএফআরআই -এর স্বাদু পানি কেন্দ্র ময়মনসিংহ ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন , লোনা পানি কেন্দ্র খুলনা য় হ্যাচারি নির্মাণ, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার হ্যাচারি নির্মাণ বাবদ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ৩০/০৩/২০১৯ তারিখে বিএফআরআই স্বাদু পানি কেন্দ্র , ময়মনসিংহে, ২৬/০৪/২০১৯ তারিখে খুলনার পাইকগাছা লোনা পানি কেন্দ্রে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএফআরআই-এর সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের অর্থে খুলনার পাইকগাছায় পূর্ত কাজের আওতায় কাঁকড়া প্রজনন হ্যাচারি নির্মাণ, ব্রাইন ট্যাংক ও স্বল্প উচ্চতায় ট্যাংক নির্মাণসহ ফ্রিজ, ফাইল কেবিনেট, এনালাইটিক্যাল ব্যালেন্স, এসি, ব্যাগ নেট, বায়োলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, ডিস্টিলড ওয়াটার প্লান্ট, কম্পিউটার, প্যাডল হুইল এ্যারেটর, কাঁকড়া প্রজনন ও কাঁকড়ার খাবার প্রস্তুতের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ আরও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র , কক্সবাজারে কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ, স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ আরসিসি পাইপ স্থাপনের মাধ্যমে আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ, আরসিসি পাইপ স্থাপন, ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ , গাইড ওয়াল নির্মাণ, কার্প হ্যাচারি ও গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সংস্কার , সিস্টার্ণ কমপ্লেক্স নির্মাণ , বগুড়ার শান্তাহারে প্লাবন ভূমি উপকেন্দ্রে আরসি সি রাস্তা নির্মাণ, পুকুর ও হ্যাচারি সংস্কার করা হয়। বিএফআরআই -এর কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রগুলোতে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, খামারী পর্যায়ে প্রদর্শনী এবং ২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের অর্থায়নে ক্রয়কৃত এবং সরবরাহকৃত উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র বিএফআরআই -এর কেন্দ্রগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে এবং গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনায় ব্যাপক সহায়ক হয়েছে মর্মে উপস্থিত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ মত প্রকাশ করেন এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য প্রকল্প পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৪.২ খুলনার পাইকগাছা লোনা পানি কে ন্দ্রে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত বেশ কিছু উপকরণ , আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি স্টোর রুমে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এসব উপকরণ প্রয়োজনানুযায়ী পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হবে মর্মে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান। তবে এগুলোর মেয়াদকাল শেষ হলে ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়বে এবং কিছু উপকরণের গুণগত মান নষ্ট হবে।

১৪.৩ <u>প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম ও মুদ্রণ নিম্নরূপঃ</u>

ক্রঃ নং	গবেষণা ও মুদ্রণের বিষয়
১	কুচিয়া মাছের পুষ্টি চাহিদা এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা
২	কুচিয়া মাছের নিয়ন্ত্রিত প্রজনন, পোনা উৎপাদন এবং চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল
৩	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘের/পুকুর ও খাঁচায় যুগপৎ শীলা কাঁকড়ার (Scylla sp) ফ্যাটেনিং কলাকৌশল
৪	নরম খোলসের কাঁকড়ার উন্নত চাষ কৌশল
৫	হ্যাচারিতে শীলা কাঁকড়ার প্রজনন, লার্ভি প্রতিপালন ও পোনা উৎপাদন কৌশল
৬	কাঁকড়ার সুষম খাদ্য তৈরীতে অ্যাট্রাকটেন্টস এর ব্যবহার
৭	প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেন
৮	কুচিয়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৯	Annual Report 2015-18



কুচিয়া ও কাঁকড়ার গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন মুদ্রণ ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল





কুচিয়া ও কাঁকড়ার প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও প্রকল্প সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪.৪ কুচিয়া ও কাঁকড়া আমাদের বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ। দেশজ মৎস্যসম্পদের মধ্যে রপ্তানী বাণিজ্যে চিংড়ির প রেই কাঁকড়া ও কুচিয়ার অবস্থান। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কাঁকড়া রপ্তানী করে ৪৭.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কুচিয়া রপ্তানী করে ২৪.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানী করে কুচিয়া ও কাঁকড়া প্রকৃতি থেকে আহরণ না করে এ শিল্পে র টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে হ্যাচারী পর্যায়ে পোনা উৎপাদন এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার প্রযুক্তি এ প্রকল্প থেকে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪.৫ প্রকল্পের অর্থে কাঁকড়া গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৫ জন ছাত্র এমএস ডিগ্রী অর্জনের জন্য গবেষণা সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুচিয়া বিষয়ে ৪ জন ছাত্র এমএস ডিগ্রী অর্জন করেছে। এছাড়াও ৩ জন ছাত্র এমএস ডিগ্রী ও ১ জন পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য গবেষণা সম্পন্ন করেছে। তাদের গবেষণা ও অর্জন বিএফআর আই-এর কেন্দ্রগুলোতে কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ ও জাত উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে।



ময়মনসিংহ বিএফআরআইতে কুচিয়ার সেড নির্মাণ



সেডের ভেতরে খাঁচায় কুচিয়া চাষ পদ্ধতি



কুচিয়ার খাদ্য গুড়ো কেঁচো



ময়মনসিংহ বিএফআরআইতে চাষকৃত কুচিয়া



বিএফআরআইতে গলদা হ্যাচারি সংস্কার



ময়মনসিংহ বিএফআরআইতে ডীপ টিউবওয়েল ও হাউজ



খুলনা লোনা পানি কেন্দ্রে কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ



নিম্নউচ্চতায় ব্রাইন ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ

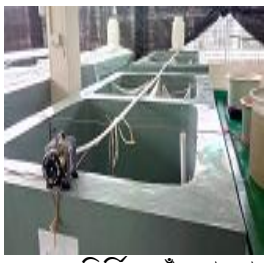







নির্মিত কাঁকড়া হ্যাচারি, সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, ফ্রিজ ও সংরক্ষণ অবস্থায় কিছু আসবাবপত্র ও উপকরণ

১৪.৬ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও মালামাল ক্রয়ের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	ডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
০১	ময়মনসিংহ স্বাদু পানি কেন্দ্রে ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন , পাম্প হাউজ, আরসিসি আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	৯০.০০	৮৪.২৫	১২.০৪.১৬	০১.০৩.১৭	২৮.০৪.১৭
০২	খুলনার পাইকগাছায় লোনা পানি কেন্দ্রে হ্যাচারি নির্মাণ	১২৩.২৫	১১৮.৬০	০৫.০৩.১৭	২০.০২.১৭	১৩.০৯.১৭
০৩	কক্সবাজার সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে হ্যাচারি নির্মাণ	১২৩.২৫	১২২.৯০	০১.০৩.১৭	২০.০২.১৭	০৬.০২.১৮
০৪	ময়মনসিংহ স্বাদু পানি কেন্দ্রে পুকুর খনন , পুকুরের পাড়ে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৪৩.৬০	৪০.৯৭	১৪.০৩.১৭	৬.০৬.১৭	১৫.০৬.১৭
০৫	খুলনার পাইকগাছায় লোনা পানি কেন্দ্রে নিম্ন উচ্চতায় ট্যাংক নির্মাণ	৩০.০০	২৯.২৭	০৭.১২.১৭	৩০.০৩.১৮	০৮.০৩.১৮
০৬	গবেষণা যন্ত্রপাতি	৮০.২০	৭৮.৩৯	২২.০৫.১৬	১৫.০৬.১৬	১৫.০৬.১৬
০৭	যানবাহন	৭৪.৭৫	৭১.৫৫	২৪.০৭.১৬	২৯.০৯.১৬	০২.১০.১৬
০৮	বগুড়ার শান্তাহার প্লাবন ভূমিতে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২৫.৬৫	১৮.০২.১৮	১৮.০৫.১৮	১৭.০৫.১৮

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) কুচিয়া ও কাঁকড়া-এর প্রাকৃতিক স্টক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সংখ্যা/স্টক নির্ণয় করা;	কাঁকড়া'র প্রাকৃতিক স্টক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা এবং কক্সবাজার জেলায় জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অন্যদিকে কুচিয়ার প্রাকৃতিক স্টক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সারাদেশের সকল উপজেলায় জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২) কুচিয়া ও কাঁকড়া-এর প্রজনন, বীজ (পোনা) উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন;	কুচিয়ার প্রজনন, বীজ (পোনা) উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বিএফআরআই স্বাদু পানি কেন্দ্র ময়মনসিংহ, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র শান্তাহার, বগুড়ায় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহের পুকুরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। একইভাবে লোনা পানি কেন্দ্র খুলনায়, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজারে এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঁকড়ার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
৩) উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কুচিয়া উৎপাদন ও	উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বগুড়া, ময়মনসিংহ, শেরপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে কুচিয়ার চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ প্রদর্শনীর আয়োজন করা;	প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। একইভাবে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী জেলায় এবং কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ প্রযুক্তি কক্সবাজার জেলার কৃষক পর্যায়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
৪) লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা ও সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজারে ল্যাবরেটরী-কাম-হ্যাচারী স্থাপন ও লোনা পানি কেন্দ্র, স্বাদু পানি কেন্দ্র, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং প্লাবন ভূমি উপ-কেন্দ্রে ইতঃপূর্বে স্থাপিত ল্যাবরেটরীসমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;	লোনা পানি কেন্দ্র পাইকগাছা, খুলনায় ও সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজারে ল্যাবরেটরী-কাম-হ্যাচারি স্থাপন করা হয়। এছাড়া লোনা পানি কেন্দ্র, স্বাদু পানি কেন্দ্র, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং প্লাবন ভূমি উপ-কেন্দ্রের ল্যাবরেটরীসমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম ও ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন, জলাধার, নিরাপদ পানির ট্যাংক, কম উচ্চতায় ট্যাংক নির্মাণ, রটিফার ট্যাংক ও সিস্টার্ণ কমপ্লেক্স সেডসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়।
৫) সরকারী ও এনজিও 'র সম্প্রসারণ কর্মী, মৎস্যচাষি এবং উদ্যোক্তাদের কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;	প্রকল্প মেয়াদকালে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সরকারী ও এনজিও' র সম্প্রসারণ কর্মী, মৎস্যচাষি এবং উদ্যোক্তাদের কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ওপর প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে ৪০টি ব্যাচে মোট ১০০০ জনকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৬) লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা , সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার, স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ এবং প্লাবন ভূমি উপকেন্দ্র, সান্তা হারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ।	লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার, স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ এবং প্লাবন ভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহারে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম ও ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন, আরসিসি রাস্তা নির্মাণসহ হ্যাচারি সংস্কার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পুকুর খননসহ গাইডওয়াল স্থাপন করা হয়। ২টি হ্যাচারি এবং সিস্টার্ণ কমপ্লেক্স মেরামতসহ সিস্টার্ণ কমপ্লেক্সের ওপর করোগেটেড শিটের একটি ছাউনি নির্মাণ করা হয়। লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা, স্বাদু পানি এবং মিশ্রিত পানির ট্যাংকসহ ছাউনি নির্মাণ করা হয়। কম উচ্চতায় ২০০০০ গ্যালন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পানির ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। রটিফার ট্যাংক ছাউনি নির্মাণসহ ১টি সুইচ গেইট মেরামত করা হয়।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের অর্থে ১টি জীপ গাড়ি ও ৩টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়। ৩টি মটর সাইকেল খুলনা (পাইকগাছা) লোনা পানি কেন্দ্রে, ময়মনসিংহ স্বাদু পানি কেন্দ্রে ও কক্সবাজার সামুদ্রিক মৎস্য কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। জীপ গাড়ি টি পরিবহন পুলে জমা প্রদানের বিষয়ে জা নতে চাওয়া হলে উপস্থিত বিএফআরআই -এর পরিকল্পনা শাখার উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম জানান যে , গাড়িটি ক্রয়ের শুরু থেকেই মহাপরিচালক ব্যবহার করছেন। গাড়ি ব্যবহারের লগবই সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক কোন প্রকার তথ্য প্রদান করতে পারেননি। প্রকল্পের যানবাহনসহ স কল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও স্থাপনাসমূহ প্রকল্প সমাপ্তিতে বিএফআরআই কর্তৃপক্ষের বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৬.২ "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন , প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি "র সর্বশেষ জারিকৃত পরিপত্রের ১৬.১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অঙ্গের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে প্রকল্প সমাপ্তির ক্ষেত্রে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। এ প্রকল্পের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র উন্নয়নের জন্য Supply and installation of submersible pump with sea water pumping system করার সংস্থান ছিল। কিন্তু এ কাজটি অন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত থাকায় ১০/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় এ কাজটি এ প্রকল্প থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের কোন অংগ ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে যথাযথভাবে সংশোধন অনুমোদন গ্রহণ করা সমীচীন ছিল। এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধন অনুমোদন না নিয়ে স্টিয়ারিং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত অংগের কার্যক্রম বাদ দেয়া হয়। অপরদিকে, একাধিকবার দরপত্র আহবান করেও পরামর্শক (বৈদেশিক) নিয়োগ করা যায়নি। ফলে এ প্রকল্পের উল্লিখিত দুটি অঙ্গের বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে প্রকল্পের সমাপ্তির ক্ষেত্রে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের মতামত গ্রহণ করা হয়নি।

১৬.৩ এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৯টি জেলার ১২টি বিএফআরআই-এর কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে বাস্তবায়িত হয়। এসব কেন্দ্রে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি, জাত উন্নয়ন, খাবার প্রণালী, পরিবেশগত অভ্যাস, ডিম থেকে রেণু উৎপাদনসহ অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোতে স্বল্প পরিসরে কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ করা হচ্ছে। প্রকল্প থেকে বিভিন্ন খামারী ও আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষ ণও প্রদান করা হয়। বিএফআরআই -এর এসব কেন্দ্র থেকে খামারীদের কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষের জন্য নিয়মিতভাবে পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কেন্দ্রগুলোতে জনবল ও প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ অব্যাহত রাখা কিছুটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

১৬.৪ খুলনার পাইকগাছায় লোনা পানি কেন্দ্রে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি , আসবাবপত্র, মৎস্যচাষ ও হ্যাচারির উপকরণ স্টোর রুমে পড়ে রয়েছে। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান , লোনা পানি কেন্দ্রের প্রয়োজনমতে এসব উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রয়োজন না হওয়ায় কিছু কিছু উপকরণ ব্যবহার হচ্ছে না। তাই এগুলো স্টোর রুমে রাখা হয়েছে। উপকরণগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ বা ব্যবহার না করলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্পের মূল্যবান উপকরণগুলো বিএফআরআই-এর অন্যান্য কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্রে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করলে এগুলো নষ্ট হবে না।

১৬.৫ দেশের আদিবাসি ও কিছু কিছু সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য খাদ্য হিসেবে কুচিয়া ও কাঁকড়া প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এমনকি বিদেশে রপ্তানী করার লক্ষ্যে কাঁকড়া উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়েও প্রকল্পের গবেষণা পরিচালনা করা হয়। কিন্তু কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকল্পের আওতায় খামারী ও চাষিদের যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রচারণা করা হয় তা অপ্রতুল ছিল। প্রকল্প চলাকালে কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচার ও প্রচারণা আরও প্রয়োজন ছিল।

১৬.৬ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু অর্থাৎ ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। অডিটে প্রকল্পের উক্ত সময়কালীন কিছু আপত্তি উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৩টি আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হলেও প্রতিবেদন এখনও প্রকল্প কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে সাথে অডিট সম্পন্ন ও অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত জীপ গাড়িটি যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী পরিবহণ পুলে হস্তান্তর করতে হবে। জীপ গাড়িটি ক্রয়ের পর হতে ব্যবহারের লগবই মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা করা যেতে পারে;

১৭.২ উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ জারিকৃত পরিপ ত্র অনুযায়ী এ প্রকল্পের Supply and installation of submersible pump with sea water pumping system ও পরামর্শক (বৈদেশিক) নিয়োগ না করে প্রকল্পের সমাপ্তির ক্ষেত্রে আইএমইডি ও প রিকল্পনা কমিশনের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পের কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে প্রকল্পের সমাপ্তির ক্ষেত্রে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের মতামত গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ বিএফআরআই কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাত হতে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষের জন্য এ প্রকল্পের কার্যক্রম ও গবেষণার ফলাফল অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.৪ দেশের আদিবাসি ও কিছু কিছু সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য খাদ্য হিসেবে কুচিয়া ও কাঁকড়া প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য এবং কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে;

১৭.৫ খুলনার পাইকগাছায় প্রকল্পের সরবরাহকৃত স্টোরে মজুদ যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলোর গুণগত মান বজায় থাকা অবস্থায় প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্রে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.৬ প্রকল্পের অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পন্ন করা এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৭ প্রকল্পের নির্মিত স্থাপনার পাশে এবং সরবরাহকৃত সকল আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৮ প্রাকৃতিকভাবে কুচিয়া ও কাঁকড়া সম্পদ রক্ষার্থে নীতিমালা প্রণয়ন, খামারীদের উৎপাদিত কুচিয়া ও কাঁকড়া পরিবহনে সহজীকরণ, স্থানীয় বাজারে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারে গুণগত মানের কুচিয়া ও কাঁকড়া রপ্তানীতে প্রত্যয়নপত্র সহজীকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৯ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪.০ প্রকল্প এলাকা : সাভার বিএলআরআই, গোপালগঞ্জ (কোটালীপাড়া), শেরপুর (নকলা), জয়পুরহাট সদর, খুলনা (ডুমুরিয়া), দিনাজপুর সদর, ফেনী (সোনাগাজী)

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১১১৩.০০	-	১০৯০.৩৩	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৮	-	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৮	- ২২.৬৭ (২.০৩%)	-

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে গ্রামী ণ অর্থনীতিতে মুরগি পালন বর্তমানে কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক খাত। যুগ যুগ ধরে গ্রামী ণ জনগোষ্ঠীর পরিবারের সাথে দেশী মুরগি পালন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক সমীক্ষা মতে বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ কৃষি পরিবারে প্রায় ৬টি করে দেশী মুরগি লালন-পালন করে থাকে। পারিবারিক পুষ্টি ও বাড়তি আয় , অতিথি আপ্যায়নসহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে দেশী মুরগির গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। আর দিন দিন এর গুরুত্ব বেড়েই চলছে। মুরগির মাংস ও ডিম থেকে যে প্রাণিজ আমিষ পাওয়া যায় তা মোট প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের প্রায় অর্ধেক। এছাড়াও, মুরগির মাংসে চর্বির পরিমাণ কম ও প্রোটিন বেশি থাকে। দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগীগুলো আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সব ঋতুতেই মানানসই। এগুলোর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, কাজেই মৃত্যুর হার অনেক কম। স্বল্প পুঁজি এমনকি বিনা পুঁজিতে কোন প্রকার বাড়তি খাদ্য ও যত্ন প্রদান ব্যতিরেকেই দেশী মুরগি অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন দিতে সক্ষম। ঔষধপত্র বাবদ খরচও অনেক কম হয়, শুধুমাত্র নিয়মিত টিকা প্রদান করলেই চলে। চরে খাওয়া (স্ক্যাভেনজিং) এবং আবদ্ধ অবস্থায় বা খাঁচায় উভয় পদ্ধতিতেই লালন-পালন করা যায়। চরে খাওয়া পদ্ধতিতে পালন করলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়। দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগি পালন গ্রামীণ মানুষের একটি বিশেষ আয়ের উৎস, পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য উৎস যা দেশের কৃষিখাতে বিশেষ অবদান রাখছে। বিভিন্ন সূত্র মতে, প্রায় ৬০ লক্ষাধিক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এ শিল্প। দেশের বৃহৎ নারী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে বাণিজ্যিক মুরগি পালনের আশাতীত প্রসার ঘটলেও দেশী মুরগির ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি। বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ দেশীয় জাতের মুরগির স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বার্ষিক ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি, মুরগি ও ডিমের ওজন বৃদ্ধি এবং মুরগির প্রথম ডিম পাড়ার বয়স কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) নির্বাচিত অঞ্চলে ক্ষুদ্র খামারী সমবায়ের মাধ্যমে দেশী মুরগির মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশে দেশী মুরগির উৎপাদন ভিত্তিক এলাকা গড়ে তোলা;

খ) জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিএলআরআই উদ্ভাবিত দেশী মুরগি পালন মডেলের উপযোগিতা যাচাইকরণ এবং উন্নয়ন;

গ) স্থানীয় মুরগির জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার করে দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন ও খামারে পরীক্ষামূলক প্রদর্শন;

ঘ) দেশী মুরগি পালনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং আর্থ-সামাজি ক ক্ষেত্র সম্পর্কিত সমস্যা এবং সম্ভাবনার উপর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

ক) বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি গবেষণা পদ্ধতিকে জোরদারকরণ;
খ) বিএলআরআই-এর উদ্ভাবিত দেশী মুরগি পালন মডেলকে বিস্তৃত এলাকায় ভেলিডেট করা;
গ) গ্রামীণ পরিবেশে পালন উপযোগী দেশী মুরগির স্ট্রেইন উদ্ভাবন করা;
ঘ) দেশী মুরগি পালন ব্যবস্থাপনার উপর ৬০০ গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঙ) প্রকল্প এলাকার ৩০০ পরিবারে ক্রীপ ফিডার পদ্ধতি নির্মাণ করা;
চ) দেশী মুরগির স্ট্রেইন উন্নয়নের জন্য বিএলআরআই-তে ৩টি পোল্ট্রি সেড নির্মাণ করা।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মচারীদের বেতন	জন	১৫	৪৪.৭৭	১৫	৪৪.৭৭
২	ভাতাদি	জন	১৫	৫৬.৫৪	১৫	৫৬.৫৪
৩	ভ্রমণ ভাতা	থোক	-	১৪.০০	-	১৪.০০
৪	অফিস ভাড়া	সংখ্যা	৬	১৮.৯২	৬	১৮.৯২
৫	বিদ্যুৎ বিল	থোক	-	৩.৫০	-	৩.৫০
৬	জ্বালানী তেল	থোক	-	১৭.০০	-	১৭.০০
৭	প্রিন্টিং ও প্রকাশনা	থোক	-	৬.০০	-	৬.০০
৮	ষ্টেশনারী	থোক	-	৬.০০	-	৬.০০
৯	গবেষণা	থোক	-	৩৪.৮৪	-	৩৪.৮৪
১০	প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/কর্মচারী, খামারী)	জন	৬২৬	১৪.৩৮	৬২৬	১৪.৩৮
১১	কর্মশালা/সেমিনার	সংখ্যা	৩	৬.০০	৩	৬.০০
১২	কেমিক্যাল, রিএজেন্ট ও গ্লাসওয়্যার	থোক	-	২১.০৫	-	২১.০৫
১৩	স্পেয়ার পার্টস্ এবং কাঁচামাল	থোক	-	২০.০০	-	২০.০০
১৪	ভ্যাক্সিন ও ঔষধ	থোক	-	১৭.০০	-	১৭.০০
১৫	পোল্ট্রি খাদ্য ও এডিটিপস	মে:টন	৫৫৬.৮৮	২৪০.৯৫	৫৫৬.৮৮	২৪০.৯৫
১৬	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	৪.০০	১	৪.০০
১৭	পরিবহন ব্যয়	থোক	-	৩.০০	-	৩.০০
১৮	কন্টিজেন্সি	থোক	-	৭.০০	-	৭.০০
১৯	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	-	২০.০০	-	২০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৫৫৪.৯৫**		**৫৫৪.৯৫**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২০	ইনকিউবেটর	সংখ্যা	৬	৩০.০০	৬	৩০.০০
২১	পোল্ট্রি সেডের এবং ল্যাবের জন্য ইকুইপমেন্ট ক্রয়	থোক	-	৭০.৫২	-	৭০.৫২
২২	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	সংখ্যা	৪	৩.৪৩	৪	৩.৪৩
২৩	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	১	৩.০০	১	৩.০০
২৪	ভেক্সিন কিট বক্স/ক্যারিয়ার	সংখ্যা	৮	১.৫০	৮	১.৫০
২৫	ফার্ণিচার	প্যাকেজ	৮৪	৩.০০	৮৪	৩.০০
২৬	ক্রীপ ফিডার	সংখ্যা	৩০০	৭.০৫	৩০০	৭.০৫
২৭	বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি	থোক	-	৫.০০	-	৫.০০
২৮	ডাবল-কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১	৪৬.০০	১	৪৬.০০
২৯	মোটর সাইকেল (রেজিষ্ট্রেশন সহ)	সংখ্যা	২	৩.৩০	২	৩.৩০
৩০	বাইসাইকেল	সংখ্যা	৯	০.৯০	৯	০.৯০
৩১	পোল্ট্রি সেড নির্মাণ	ব:মি:	৫৫৭	১২৭.০০	৫৫৭	১২৭.০০
৩২	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	ব:মি:	৮৬০০	২১০.৩৫	৮৬০০	১৮৭.৭০
৩৩	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন	রা:মি:	৮০০	৪৭.০০	৮০০	৪৭.০০
	উপ-মোট (মূলধন):			**৫৫৮.০৫**		**৫৩৫.৪০**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**১১১৩.০০**		**১০৯০.৩৩**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি 'র ওপর ২৩/০৭/২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১১১৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/১১/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।

আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ঃ প্রকল্পটি চলমানকালে সেড নির্মাণ খাতের সাশ্রয়কৃত অর্থ দিয়ে বিএলআরআই-এর বাউন্ডারী ওয়ালের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা, পোল্ট্রি খাদ্য ও এডিটিভস ক্রয় খাতে সাশ্রয়কৃত টাকা থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও গবেষণা খাতে সমন্বয়, মুরগীর ট্যাগ নম্বর ইত্যাদি খাতে ব্যয় সমন্বয় করে ১০/০৮/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় অনুমোদন করা হয়।

১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৪-২০১৫	১১১.৬৯	১১১.৬৯	-	১২০.০০	১১১.৬৯	১১১.৬৯	-
২০১৫-২০১৬	৫৯১.১৭	৫৯১.১৭	-	৬২১.০০	৫৯১.১৭	৫৯১.১৭	-
২০১৬-২০১৭	২০৫.০০	২০৫.০০	-	২০৫.০০	১৮৫.৪৭	১৮৫.৪৭	-
২০১৭-২০১৮	২০৫.১৪	২০৫.১৪	-	২০২.০০	২০২.০০	২০২.০০	-
মোটঃ	**১১১৩.০০**	**১১১৩.০০**	-	**১১৪৮.০০**	**১০৯০.৩৩**	**১০৯০.৩৩**	-

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	ড. শাকিলা ফারুক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই।	২৩/০২/২০১৫	৩০/০৬/২০১৮

১৩.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ গবেষণা কার্যক্রমঃ বিএলআরআই কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় **৩টি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণার আওতায় ৪টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।** এবাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৩৪.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ পোল্ট্রি খাদ্য ও এডিটিপস ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় ক্র য়কৃত দেশী মুরগির জন্য ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৫৫৬.৮৮ মে.টন পোল্ট্রি খাদ্য ক্রয় করা হয়। এ বাবদ ২৪০.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৬ জন জুনিয়র মাঠ সহকারী ও ৬৩০ জন মহিলা খামারীকে দেশী মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ খাতে মোট ব্যয় হয় ১৪.৩৮ লক্ষ টাকা।

১৩.৪ মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ সাভার বিএলআরআই-এর প্রকল্প কার্যালয় , ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়। এ বাবদ ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৫ ইনকিউবেটর ক্রয়ঃ সাভার বিএলআরআই-এ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য প্রকল্পের অর্থে ৬টি ইনকিউবেটর ক্রয় করা হয়। এ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ পোল্ট্রি সেড ও ল্যাবের জন্য ইকুইপমেন্ট ক্রয়ঃ সাভার বিএলআরআই-এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দেশী মুরগির সেডে ও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য ৭০.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।

১৩.৬ যানবাহন ক্রয়ঃ বিএলআরআই-তে ব্যবহারের জন্য প্রকল্প থেকে ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ , ২টি মোটর সাইকেল , ৯টি বাই সাইকেল ক্রয় বাবদ ৫০.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ পোল্ট্রি সেড নির্মাণঃ সাভারস্থ বিএলআরআই-এ প্রকল্প থেকে ৩টি পোল্ট্রি সেড নির্মাণ করা হয়। এ বাবদ ১২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণঃ প্রকল্পের আওতায় সাভার বিএলআরআই-এ ১৮৭.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

১৩.৯ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়নঃ বিএলআরআই ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার জন্য উত্তর ও পূর্ব দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও কিছু স্থানে মাটি ভরাট করা হয়। এ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৪৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ১৩/০৩/২০১৯ তারিখে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়, ২২/০৫/২০১৯ তারিখে সাভার বিএলআরআই-এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক , উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা , নির্বাহী প্রকৌশলী ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ সং শ্লিষ্টগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোল্ট্রি খামারে রক্ষিত দেশীয় প্রজাতির মুরগিগুলো অন্যান্য বাণিজ্যিক মুরগির মতই খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হচ্ছে। দেশীয় মুরগি পালন , পরিচর্যা, ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো, বাচ্চা লালন-পালন করা, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, গবেষণা ইত্যাদি এ প্রকল্পের কাজ। সুস্থ-সবল ও ত্রুটিমুক্ত গুণগত মানসম্পন্ন একদিন বয়সি মুরগির বাচ্চা ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডিং করা হয়। ব্রুডিং -এর পর থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত মোরগ-মুরগিগুলো এক সাথে জাত অনুযায়ী পৃথক পৃথক প্যানে মেঝেতে পালন করা হয়। এরপর এগুলোর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও জেনেটিক ভেল্যু তথা সিলেকশন ইনডেক্স মান থেকে সুস্থ মোরগ -মুরগিগুলো বাছাই করে নিয়ে পৃথক পৃথক খাঁচায় রাখা হয়। মোরগ-মুরগিগুলো পালনকালীন সময়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় সাভার বিএলআরআই-তে ৫৫৭ বর্গমিটার আয়তনের পোল্ট্রি সেড যথা- ১টি লেয়ার সেড , ১টি গ্রোয়ার সেড, ১টি ব্রুডার সেড নির্মাণ করা হয় এবং সেডগুলোতে বর্তমানে দেশী মুরগি পালন অব্যাহত রয়েছে। ৮৬০০ বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা কার্পেটিং, সিল কোট এবং হেরিংবোন কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিএলআরআই এলাকার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য উত্তর ও পূর্ব পাশের ৮০০ রানিং মিটার বাউন্ডারি ওয়াল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে বিএলআরআই-এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।



প্রকল্পের অর্থে নির্মিত গ্রোয়ার সেড ও বাড়ন্ত মুরগি



বিএলআরআই, সাভারে অভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়ন



ব্রুডার সেড



গ্রোয়ার সেড



লেয়ার সেড

১৪.৩ দেশী মুরগি পালন ও জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে ৬টি ইনকিউবেটর, ৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ২টি মোটর সাইকেল, ৯টি বাইসাইকেল, ভ্যাকসিন কিট বক্স ৩০০টি ক্রিপ ফিডার সংগ্রহ করা হয়। সাভার বিএলআরআই হ্যাচারিতে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য এ প্রকল্প থেকে ২টি ইনকিউবেটর সরবরাহ করা হয়।





গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় দেশী মুরগি পালনকৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের সমিতি ও সমিতির সদস্যগণ



ডিম ফুটানোর জন্য প্রকল্প হতে প্রদত্ত ইনকিউবেটর



প্রকল্পের বিশেষ খাঁচায় দেশী মুরগি পালন পদ্ধতি

১৪.৪ গবেষণা বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

১) নির্বাচিত উন্নত দেশী মুরগির প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন;
২) খামারী পর্যায়ে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী জাতের মুরগি ও স্থানীয় জাতের মুরগির উৎপাদন দক্ষতার তুলনামূলক গবেষণা ফলাফলঃ

ক) মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি,
খ) ডিম উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি,
গ) মাইক্রো স্যাটেলাইট মার্কার ব্যবহার করে বিএলআরআই উন্নয়নকৃত দেশী জাতের মুরগির মলিকুলার বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করা,

৩) বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত হিলি মুরগির পুষ্টিমানের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন;
৪) স্থানীয় জাতের মুরগি এবং বিএলআরআই উন্নয়নকৃত কমনদেশী, হিলি এবং গলাছিলা মুরগির দৈহিক বৃদ্ধির তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণ;
৫) দেশী মুরগি এবং বাণিজ্যিক ব্রয়লার-এর মধ্যে মাংস উৎপাদন এবং মাংসের গুণগত মানের তুলনা;

প্রকল্পের আওতায় বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি গবেষণা পদ্ধতি জোরদারকরণের জন্য স্থানীয় মুরগির জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার করে দেশী মুরগি (Non descript deshi), বন মুরগি (Hilly) এবং গলাছিলা মুরগি (Nacked Neck) এর উপরে গবেষণা পরিচালনা করা হয় এবং গবেষণার মাধ্যমে তিনটি উন্নত জাতের ষ্ট্রেইন উন্নয়ন করা হয়। প্রকল্প হতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন এম এস ছাত্র এবং পিএইচডি অধ্যয়নরত বিএলআরআই-এর ২ জন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ক্র. নং	গবেষকের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	গবেষণার বিষয়বস্তু (Title)	প্রাপ্ত ফলাফল
১।	শাকিলা ফারুক উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও প্রকল্প পরিচালক	Conservation and improvement of native chicken through selective breeding.	সিলেকটিভ ব্রীডিং -এর মাধ্যমে মুরগির ডিম উৎপাদন, ডিমের ওজন এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে ও ডিম পাড়ার বয়স কমেছে। বর্তমানে দেশীয় মুরগিগুলো বছরে গড়ে ১৫০-১৬০ টি ডিম দিচ্ছে।
২।	মোঃ আব্দুর রশিদ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পিএইচডি স্টুডেন্ট	Evaluation of genetic potentials and molecular characterization of BLRI improved indigenous chicken genotypes: Evaluation of genetic potentials of BLRI improved indigenous chicken under farmers' condition.	বিএরআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী মুরগিগুলো প্রকল্প এলাকার খামারীদের মাঝে বিতরণ করে তাদের উৎপাদনশীলতা যাচাই করা হয়েছে। ৮ সপ্তাহে দৈহিক ওজন হয়েছে ৫৫২ গ্রাম, প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ১৪৮ দিন, হেন ডে এগ প্রোডাকশন ৫৫% এবং মৃত্যু হার (০-৪ সপ্তাহ) ৩%।
৩।	হালিমা খাতুন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পিএইচডি স্টুডেন্ট	Study on nutrient requirement and development of feeding management guidelines for BLRI improved native chicken.	হিলি জাতের দেশী মুরগির জন্য ০-৮ সপ্তাহ বয়সে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা ২০% এবং এনার্জির প্রয়োজনীয়তা ২৮৫০ কিলোক্যালরী/কেজি ফিড। অনুরূপভাবে ৯-১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা ১৮% এবং এনার্জির প্রয়োজনীয়তা ২৯০০ কিলোক্যালরী/কেজি ফিড।
৪।	নুসরাত ফারজানা এম এস স্টুডেন্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	A comparison on meat yield and meat quality characteristics between indigenous chicken and commercial broiler at similar weight	গবেষণায় দেখা গেছে , দেশী মুরগির মাংসে ব্রয়লার মুরগির তুলনায় প্রোটিনের শতকরা হার বেশি (২৩.২৮%) এবং ফ্যাটের পরিমাণ কম (১.২৪%)। পক্ষান্তরে ব্রয়লার মুরগির মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ ২২% এবং ফ্যাটের পরিমাণ ২.৩২%।
৫।	আসমা আক্তার এম এস স্টুডেন্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	Comparative study on the growth performance among the non descriptive Deshi Chicken, improved native, hilly & naked neck chicken under free-range rearing.	খামারী পর্যায়ে উন্মুক্ত অবস্থায় ৪ (চার) ধর নের দেশী মুরগির দৈহিক ওজন বৃদ্ধির তুলনামূলক পার্থক্য জানার জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেখা গেছে, বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত হিলি জাতের মুরগির দৈহিক ওজন বৃদ্ধি বেশি। ৪, ৮, ১২ সপ্তাহ বয়সে হিলি জাতের মুরগির দৈহিক ওজন যথাক্রমে ২২৪.৬৩, ৬৩২.৭৫ এবং ১১১০.৭০ গ্রাম।

১৪.৫ **গবেষণা জরিপ ও খামারী নির্বাচনঃ** প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ৬টি এলাকায় দেশী মুরগির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সর্বমোট ৭৫০ জন দেশী মুরগি পালনকারী খামারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ দেশী মুরগির উৎপাদনশীলতা জানার জন্য জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত গ্রাম নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি পূর্বনির্ধারিত জেলা ও উপজেলার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সরেজমিনে একাধিক গ্রাম পরিদর্শন করে গ্রাম নির্বাচন করে। নূন্যতম পক্ষে বাড়ির আঙিনা আছে, অষ্টম শ্রেণী পাস, মুরগি পালনের প্রতি আগ্রহ আছে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিদ্যমান, আগ্রহী মহিলা খামারী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে খামারী নির্বাচন করা হয়।

১৪.৬ **প্রশিক্ষণ ও ইনপুট বিতরণঃ** প্রকল্পের আওতায় ৬টি জেলায় নির্বাচিত ১০০ জন করে মোট ৬০০ জন খামারীকে দেশী জাতের মুর গি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হ য়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে ৬টি জেলার প্রতিটিতে ৫০ জন খামারীর প্রত্যেককে ১০ সপ্তাহ বয়সের ৬টি মুরগী ও ২টি মোরগ (মোট ২৪০০টি) বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুরগীগুলোর প্রয়োজনীয় খাদ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসা উপকরণ, ওজন মাপার মেশিন এবং ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়।

১৪.৭ সাভার বিএলআরআই-এ বর্তমানে যে হ্যাচারি রয়েছে সেটি অত্যন্ত পুরাতন। উক্ত সেডের ফ্লোর স্যাঁতস্যাঁতে, দেয়ালগুলো ড্যাম। হ্যাচারির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করা প্রয়োজন। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য প্রযুক্তিগতভাবে ইনকিউবেটর ব্যবহার করা হলেও হ্যাচারি সেডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নসহ হ্যাচারি সেডের সার্বিক পরিবেশ আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) নির্বাচিত অঞ্চলে ক্ষুদ্র খামারী সমবায়ের মাধ্যমে দেশী মুরগির মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশে দেশী মুরগির উৎপাদন ভিত্তিক এলাকা গড়ে তোলা;	প্রকল্প এলাকার ৬টি উপজেলায় ৬টি গ্রাম সনাক্ত করা হয়। প্রতি গ্রামে ১০০ জন খামারী (মহিলা) সুবিধাভোগী প্রকল্পের জন্য নির্বাচন করা হয়। এসকল খামারীদের ৩ দিন ব্যাপী দেশী মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের এ সকল সুবিধাভোগীদের ৩ প্রকৃতির (কমন দেশী, হিলি ও গলাছিলা) মুরগি বিতরণ করা হয়। মোট ৫০ জন খামারীর প্রত্যেককে ৬টি করে মুরগী ও ২টি করে মোরগ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ (পানির পাত্র, ব্যাগ, কলম, প্যাড, খাদ্য, ভ্যাক্সিন, মেডিসিন) এবং মুরগির ঘর তৈ রির জন্য জনপ্রতি ২১৫০/- টাকা করে নগদ প্রদান করা হয়। বা কি ৫০ জন খামারীকে দেশী মুরগি পালন করার জন্য ৩ দিনের ৬০০ /- টাকা ভাতাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদেরকে সমিতির মাধ্যমে ডিম ফুটানোর জন্য প্রকল্প থেকে ১টি (৩০০০ ডিম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) ইনকিউবেটর প্রদান করা হয়।
খ) জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিএলআরআই উদ্ভাবিত দেশী মুরগি পালন মডেলের উপযোগিতা যাচাইকরণ এবং উন্নয়ন;	দেশী মুরগি পালনের জন্য বাসস্থানের কাছাকাছি কম খরচে একটি বিশেষ ধরনের (ক্রিপ ফিডিং) খাঁচা তৈরি করে খাঁচার মধ্যে ফিডার ব্যবস্থা করা হয়। পুষ্টি ও প্রাপ্তবয়স্ক মুরগির জন্য সম্পূরক খাবার পৃথকভাবে দেওয়া হয়। অতএব, ছোট এবং প্রাপ্তবয়স্ক মুরগির মধ্যে খাবার কম খাওয়ানো বা খাবার নষ্ট হবার কোন আশংকা নেই এবং খাদ্যের ভোজনের জন্য কোন প্রতিযোগিতা নেই। সুতরাং, এ উপায়ে বাচ্চাদের সঠিক বৃদ্ধি নিশ্চিত এবং খাবার খরচ ও কম হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রতিবেশী এলাকা থেকে নির্বাচিত কৃষকদের দুটি দলে ভাগ করে এক গ্রুপকে বিশেষ খাঁচায় মুরগি পালন এবং অন্য গ্রুপকে সাধারণভাবে মুরগি পালন করতে দেয়া হয়। লক্ষ্য করা হয়, ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতিতে পালনকৃত মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি সাধারণভাবে পালনকৃত মুরগির তুলনায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়।
গ) স্থানীয় মুরগির জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার করে দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন ও খামারে পরীক্ষামূলক প্রদর্শন;	স্থানীয় মুরগির জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার করে নির্বাচিত মুরগির প্রজননের মাধ্যমে স্থানীয় মুরগীর উন্নতি সাধন করা হয়। বিএলআরআই কর্তৃক পাহাড়ী জাতের মুরগির মাইক্রোস্যাটেলাইট মার্কার ব্যবহার করে স্বাভাবিকভাবে পালনের জন্য প্রদর্শন করা হয়। একই ওজনে পাহাড়ী মুরগি এবং বাণিজ্যিক ব্রয়লারের মধ্যে মাংস ফলন এবং মাংসের গুণমানের তুলনামূলক পরীক্ষা করা হয়। পাহাড়ী মুরগির পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং পালনের গাইডলাইনের ওপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। পাহাড়ী মুরগির উৎপাদন মাংস ও ডিমের কর্মক্ষমতা ও গুণমানের উপর বিভিন্ন শক্তি এবং প্রোটিন স্তরগুলোর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা হয়।
ঘ) দেশী মুরগি পালনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত সমস্যা এবং সম্ভাবনার উপর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং প্রযুক্তির	গ্রামীণ দরিদ্র নারী দের জন্য স্থানী য় মুরগি গুরুত্বপূর্ণ সহা য়ক আ য় এবং নিরাপদ পুষ্টি র জন্য প্রান্তিক অংশ। এ বিবেচনা য় স্থানী য় উন্নত মুরগি পালনে গবেষণা এবং পরিবারের খাদ্য তালিকাগত বৈচিত্র্যের প্রভাব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় উন্নত জাতের স্থানীয় মুরগি পালনের জন্য প্রকল্প মেয়াদে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। খামারী পর্যায়ে উন্মুক্ত অবস্থায় ৪ (চার) ধর নের দেশী মুরগির দৈহিক ওজন বৃদ্ধির তুলনামূলক পার্থক্য জানার জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেখা গেছে, বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত হিলি জাতের

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
উন্নয়ন ঘটানো।	মুরগির দৈহিক ওজন বৃদ্ধি বেশি। ৪, ৮, ১২ সপ্তাহ বয়সে হিলি জাতের মুরগির দৈহিক ওজন যথাক্রমে ২২৪.৬৩, ৬৩২.৭৫ এবং ১১১০.৭০ গ্রাম। স্থানীয় মুরগি থেকে আ য়কৃত অর্থ বিভিন্ন উপায়ে যেমন- শিশু শিক্ষা, পরিবার ভরণপোষণ, চিকিৎসা এবং পরিবারের সঞ্চয় ব্যবহার করা হ য়। দেশী মুরগি পালনে গবেষণায় নির্বাচিত পরিবারের আয়ের তুলনায় যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি তাদের পরিবারের আয় কম প্রতীয়মান হয়।

১৬.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৬.১ প্রকল্পের আওতায় সাভার বিএলআরআই -তে ভূমি উন্নয়নসহ অভ্যন্তরীণ রাস্তা পাকাকরণ করা হয়। নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল উঁচু করা হয়। বিএলআরআই -তে ১টি ব্রুডার সেড নির্মাণ, ১টি গ্রোয়ার সেড, ১টি লেয়ার সেড নির্মাণ করা হয়। সেডগুলোতে বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের দেশী মুরগি পালন করা হচ্ছে।

১৬.২ প্রকল্প এলাকার উপজেলাগুলোতে নির্বাচিত গরীব মহিলাদের মোরগ -মুরগি পালনের ওপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ৩ প্রকৃতির (কমন দেশী, হিলি ও গলাছিলা) মুরগি বিতরণ করা হয়। প্রতি উপজেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট ৫০ জন খামারীর প্রত্যেককে ৬টি করে মুর গি ও ২টি করে মোরগ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ (পানির পাত্র, ব্যাগ, কলম, প্যাড, খাদ্য, ভ্যাক্সিন, মেডিসিন) এবং মুরগির ঘর তৈ রির জন্য জনপ্রতি ২১৫০/- টাকা করে নগদ প্রদান করা হয়। বা কি ৫০ জন খামারীকে দেশী মুরগি পালন করার জন্য ৩ দিনের ৬০০ /- টাকা ভাতাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে দেশি মুরগি পালন করে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রকল্প এলাকার গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে দেশী মুরগি পালনের জন্য মহিলা ও খামারীদের প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়।

১৬.৩ প্রকল্প থেকে ৬টি উপজেলায় ৫০ জন সুবিধাভোগীদেরকে সমিতি করে ডিম ফুটানোর জন্য ১টি (৩০০০ ডিম ধারণক্ষমতা সম্পন্ন) মোট ৬টি ইনকিউবেটর প্রদান করা হ য়। কিন্তু ৫০ জন খামারী থেকে একত্রে ৩০০০ ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে ইনকিউবেটরগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ইনকিউবেটর পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক বিল, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের লোড শেডিং-এর প্রাক্কালে জেনারেটর চালানোর জন্য জ্বালানী ব্যয়, দক্ষ কেয়ারটেকার দ্বারা ইনকিউবেটর পরিচালনা করতে পারছে না বিধায় বর্তমানে ইনকিউবেটরগুলো বন্ধ রয়েছে। এতে খামারীদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশী মুরগি উৎপাদন বাড়ানো যাচ্ছে না।

১৬.৪ পরিদর্শনকালে জানা যায় , এ প্রকল্পের আওতায় গ্রোয়ার সেড, লেয়ার সেড ও ব্রুডার সেড নির্মাণ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে সবগুলো সেডে মুরগি পালন করা হয়। কিন্তু জনবল না থাকায় সঠিকভাবে সেডগুলোতে মুরগি পালন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যাচ্ছে না। রাজস্ব বাজেটের ১ জন এবং অনিয়মিত ২ জন শ্রমিক দেশী মুরগি এসব সেডে দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্প পরিচালক জানান , প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুল অর্থ দিয়ে দেশী মুরগি পালন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত বাজেট এবং আরও জনবল পদায়ন করা হলে সাভারে অধিক পরিমাণ দেশী মুরগি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

১৬.৫ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২টি অডিট আপত্তি রয়েছে। সেগুলো নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপরদিকে, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে অডিট সম্পন্ন করা সমীচীন ছিল।

১৬.৬ সাভার বিএলআরআই-এ বর্তমানে যে হ্যাচারিটি রয়েছে সেটি অত্যন্ত পুরাতন। উক্ত সেডের ফ্লোর স্যাঁতস্যাঁতে, দেয়ালগুলো ড্যাম। হ্যাচারি সেডটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করা প্রয়োজন। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য প্রযুক্তিগতভাবে ইনকিউবেটর ব্যবহার করা হলেও পুরাতন হ্যাচারি সেডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নসহ হ্যাচারি সেডের সার্বিক পরিবেশ আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

১৬.৭ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত দেশী মুরগি পালন করে মহিলা খামারীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদাও মিটছে। উদ্ভাবিত দেশী জাতের মুরগির ডিম সংখ্যা ও দৈহিক ওজন বৃদ্ধি এবং মুরগির মাং স বেশি হয় বিধায় এ মুরগি পালনে প্রকল্প এলাকার খামারীদের আগ্রহ বাড়ছে। গ্রামী ণ দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী মুরগি পালন মডেলের উপযোগিতা মাঠ পর্যায়ে সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মা ধ্যমে সারা দেশে হস্তান্তর করা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী দেশী মুরগি পালন করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর

দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টির উন্নয়নে সহায়ক হবে। প্রকল্পটি একটি গবেষণাধর্মী। দেশী মুরগির একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করতে প্রায় ১ বছর সময় প্রয়োজন হয়। তাই দেশী মুরগির গবেষণা ও লালন-পালন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সারাদেশের জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয় , বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে;

১৭.২ জনবলের অভাবে সাভার বিএলআরআই-তে বিদ্যমান সেডগুলোতে যথাযথভাবে দেশী মুরগি পালন করা এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিদ্যমান সেডগুলো পুরোপুরি চালু রাখা এবং নিয়মিত পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিএলআরআই কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৩ মাঠ পর্যায়ে সরবরাহকৃত ইনকিউবেটরগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য বিএলআরআই প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সমিতিকে ইনকিউবেটর চালু রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে;

১৭.৪ প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পটি একটি গবেষণাধর্মী এবং দেশে এ প্রকল্পটি ১ম বার সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও ডিমের পুষ্টি চাহিদা পূরণে প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সারা দেশে দেশী মুরগি পালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ করবে;

১৭.৬ দেশী মুরগির উন্নয়ন , বংশ বৃদ্ধি , ডিমের যথাযথ ব্যবহার করে অধিক বাচ্চা উৎপাদন করার লক্ষ্যে সাভার বিএলআরআই-এ আধুনিক প্রযুক্তির হ্যাচারি স্থাপন ও হাউজ নির্মাণ করতে পারে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : **দেশের ১৪টি জেলার ১৪টি উপজেলা** [ভোলা সদর, বাগেরহাট সদর, পটুয়াখালী সদর, মাগুরা সদর, গোপালগঞ্জ (কোটালীপাড়া), বি-বাড়িয়া (নাসিরনগর), মাদারীপুর সদর, সিরাজগঞ্জ (বেলকুচি), ময়মনসিংহ সদর, নেত্রকোনা সদর, কিশোরগঞ্জ সদর, নীলফামারী সদর, কুড়িগ্রাম সদর, হবিগঞ্জ সদর]

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৬৩২৮.২১	২১৭৬০.০০	১৮৭৩৭.৩২	অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৮	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৮	২৪০৯.১১ (১৪.৭৫%)	৩ বছর ৯ মাস (১২৫%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশে অসংখ্য নদী-নালা খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ছাড়াও সকল আবাদি জমির প্রায় এক -তৃতীয়াংশ বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকে। ফলে দেশের বিরাট জলভূমি এলাকা হাঁস চাষের জন্য অনুকূল বিবেচনা করা হয়। দেশের নিম্নাঞ্চলের পশু -পাখির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। এলাকা ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় , প্রায় প্রতিটি পরিবা রেই কিছু সংখ্যক হাঁস লালন-পালন করা হয়। এক্ষেত্রে দেশের নিম্নাঞ্চলে হাঁসের খামার স্থাপন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ জলাভূমিতে বিদ্যমান হাঁসের খাদ্য, শামুক, ঝিনুক ও জলজ উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়। তুলনামূলকভাবে হাঁসের রোগ-বালাই কম হওয়ায় এবং প্রায় বিনা খরচে লালন -পালনের সুযোগ থাকায় দরিদ্র এবং বেকার জনগোষ্ঠির জন্য হাঁসের খামার স্থাপন বেশ লাভজনক। এ সকল প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সুযোগের কারণে বাংলাদেশে হাঁস পালনের মাধ্যমে আমিষ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, আত্ম -কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের সুযোগ রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে একদিকে আবাদযোগ্য জমি হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যদিকে জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ফলে পশু -পাখির চারণ ভূমি ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে হাঁস পালনে আবাদি জমির প্রয়োজন নেই এবং অপ্রচলিত খাদ্য ব্যবহার করে হাঁস লালন পালন করা সম্ভব। বসতবাড়ীতে, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস পালন করা ও মাছের সাথে সমন্বিত খামাররূপে হাঁস খামার দারিদ্র্য বিমোচনের একটি স্বীকৃত প্যাকেজ হিসেবে সমাদৃত, যা কৃষক/খামারী পর্যায়ে লাভজনক শিল্পে রূপান্তরিত করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যায়ে যেসকল হাঁস লালন পালন করা হয় তার বেশীরভাগ কম উৎপাদনশীল জাতের হওয়ায় আধুনিক পদ্ধতিতে লালন -পালন করেও সন্তোষজনক পর্যায়ে ডিম ও মাংস উৎপাদন সম্ভব নয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ প্রকল্পের ২টি পর্যায় বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উন্নত জাতের হাঁসের বাচ্চার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ৩য় পর্যায়ের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা;

২) প্রকল্পের আওতায় হাঁস প্রতিপালনের ওপর কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) হ্যাচারি থেকে উৎপাদিত ০১ দিনের বাচ্চা ও বাচ্চা ফুটানোর ডিম দরিদ্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয় করা;

৪) হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুর হার হ্রাসকল্পে হ্যাচারি হতে প্রাপ্ত বাচ্চা ২৮ দিন পর্যন্ত রিয়ারিং ইউনিটে পালন করা ;

৫) গ্রামীণ বেকার মহিলা/পুরুষদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) প্রশিক্ষণ- ৭০০০ জন;

(খ) হাসেঁর খাদ্য ক্রয়;

(গ) যানবাহন ক্রয়- ৩০টি;

(ঘ) মেশিনারিজ ক্রয়- ১৮৮৭১ টি;

(ঙ) ভূমি অধিগ্রহণ- ১২ একর;

(চ) ভূমি উন্নয়ন- ৩৮ একর;

(ছ) অফিস ভবন নির্মাণ- ১০টি;

(জ) আবাসিক ভবন নির্মাণ- ১০টি;

(ঝ) ফাংশনাল ভবন নির্মাণ- ১৩১টি।

(ঞ) অন্যান্য ভবন

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	অফিসারদের বেতন	জন	২৬	১৫৪.২৬	৬	৫৭.৭১
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	১৮৮	১১১৯.৪৬	১৪০	১০২৯.৫১
৩	ভাতাদি	জন	৪৮	২৫০.০০	১৯	৫৭.৩০
৪	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	-	২৫.০০	-	৬.৭২
৫	পৌর কর	থোক	-	১৩.৪০	-	১৩.০৭
৬	ভূমি কর	থোক	-	৩.৬০	-	১.৪৮
৭	অন্যান্য কর (ইউপিকর)	থোক	-	৫.০০	-	১.৮৫
৮	ডাক	থোক	-	০.১০	-	০.১০
৯	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	থোক	-	২.৪৩	-	০.৪৩
১০	রেজিষ্ট্রেশন ফি	থোক	-	৪.৬০	-	২.৬৪
১১	বিদ্যুৎ	থোক	-	৭৮.৩৫	-	৭৬.৫৬
১২	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	-	১৩৫.১৮	-	১২৩.৭৮
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-	১৮.০০	-	১৬.৪১
১৪	প্রশিক্ষণ ব্যয়	জন	৭০০০	৬৩.০০	৭০০০	৬৩.০০
১৫	ষ্ট্যাডি ট্যুর বৈদেশিক	জন	১০	৪০.০০	১০	৩৯.৭৮
১৬	বীজ উদ্ভিদ	থোক	-	৭.০০	-	৭.০০
১৭	টীকা ও ঔষধ	থোক	-	৫০.০০	-	৪৮.২৯
১৮	মৎস্য ও পশুর খাদ্য	থোক	-	২২২০.৪৯	-	৮১১.২৮
১৯	পিউর ব্রিড	থোক	-	২৩.৫৪	-	২৩.৫৪
২০	ডাকলিং	থোক	-	৯.৪৭	-	৫.৭৯
২১	মূল্যায়ন	থোক	-	৪.০০	-	০
২২	অন্যান্য ব্যয়	থোক	-	১৩৬.১০	-	১৩৬.০৯
২৩	মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্নবাসন	থোক	৩০	৪৫.২৮	২৩	৪৫.২৮
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৪৪০৮.২৬**		**২৫৬৭.৬১**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২৪	যানবাহন	সংখ্যা	৩০	৭৯৫.৩২	১৯	৫৩৬.০৮
২৫	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	১৮৮৭৯	১৮২৪.৭২	১৮৮৭৯	১৭২৭.১৭
২৬	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	১৬	৯.৭৭	১৬	৯.৭৬
২৭	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩২৬	৭৩.৯৩	১৩২৬	৫৯.৩৯
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ /ক্রয়	একর	১২.০০	৬৩০.০০	১২.০০	৪৫৭.৮৫
২৯	ভূমি উন্নয়ন	থোক	-	৫৮৩.০০	-	৫৮০.৮০
৩০	অফিস ভবন ও ডরমেটরী ভবন	সংখ্যা	১০	১৬০৭.৩৭	১০	১৫৬৭.৬১

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১	আবাসিক ভবন	সংখ্যা	১০	৯০৯.৫১	১০	৯০৮.৯৭
৩২	অবকাঠামো ও অন্যান্য ভবন	সংখ্যা	৪৭	১০০৭০.০০	৪৭	৯৮৮১.৪৬
৩৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	-	৪৩৫.২১	-	৩৪৪.৭২
৩৪	কনসালটেন্সি ফি	থোক	-	৯৫.৯১	-	৯৫.৯১
	উপ-মোট (মূলধন):			**১৭০৩৪.৭৪**		**১৬১৬৯.৭২**
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	১.৫%	৩১৭.০০		০
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**২১৭৬০.০০**		**১৮৭৩৭.৩৩**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ১৬৩২৮.২১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১/১১/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প সংশোধনঃ

- পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি;
- প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন স্থাপনার ড্রইং, ডিজাইন সংশোধন, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুরাতন স্থাপনা অপসারণে বিলম্ব;
- প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হাঁসের খামারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিলম্ব;
- গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার জন্য অধিক সময়ক্ষেপণ;
- নতুন অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি;
- নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইটেম অন্তর্ভুক্তকরণ।

□ ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ১০% বৃদ্ধি করে ১৭৭০৩.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১১ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯/০২/২০১৩ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

□ ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ২১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১১ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৬/০৫/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

□ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১১ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	ডা: সরদার আবুল বাসার সহকারী পরিচালক (লীভ রিজার্ভ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০১.১০.২০১১	০৩.১১.২০১২
০২	জনাব জহুরুল আলম সহকারী পরিচালক (লীভ রিজার্ভ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০৪.১১.২০১২	১৪.১২.২০১৫
০৩	ডা: মোঃ মাহবুব আলম সহকারী পরিচালক (লীভ রিজার্ভ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৫.১২.২০১৫	৩০.০৬.২০১৮

১২.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	১৯৯.০০	১৯৯.০০	-	১৯৯.০০	১৯৮.৬৯	১৯৮.৬৯	-
২০১২-২০১৩	১৪০০.০০	১৪০০.০০	-	১৪০০.০০	১৩৯৯.৯৮	১৩৯৯.৯৮	
২০১৩-২০১৪	২৬৮২.০০	২৬৮২.০০	-	২৬৮২.০০	২৬২০.০৩	২৬২০.০৩	-
২০১৪-২০১৫	৩২২৬.০০	৩২২৬.০০	-	৩২২৬.০০	৩২১৮.৪০	৩২১৮.৪০	-
২০১৫-২০১৬	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০	-	৩৫৫০.০০	৩৫২৪.২৬	৩৫২৪.২৬	-
২০১৬-২০১৭	৩৬৫০.০০	৩৬৫০.০০	-	৩৬৫০.০০	৩৬৪০.৬৬	৩৬৪০.৬৬	-
২০১৭-২০১৮	৪২৩৯.০০	৪২৩৯.০০	-	৪২৩৯.০০	৪১৩৫.৩২	৪১৩৫.৩২	-
মোটঃ	**১৮৯৪৬.০০**	**১৮৯৪৬.০০**	-	**১৮৯৪৬.০০**	**১৮৭৩৭.৩৩**	**১৮৭৩৭.৩৩**	**-**

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় হ্যাচারিগুলো নির্মাণের পর হাঁসের খাদ্য ক্রয় বাবদ আরডিপিপিতে ২২২০.৪৯ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। যেহেতু হ্যাচারি নির্মাণ করার পর হ্যাচারিতে হাঁস পালন শুরু ক রতে বিলম্ব হওয়ায় এ খাতে ব্যয় কম হয়েছে। উক্ত খাতে মোট ব্যয় হয় ৮১১.২৮ লক্ষ টাকা।

১৩.২ প্রকল্পের অর্থে ১টি জীপ , ১০টি পিক -আপ, ৮টি মটরসাইকেল ৫৩৬.০৮ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো মেরামত, সংরক্ষণ খাতে আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৪৫.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ নির্মিত ১৪টি হ্যাচারিতে ১৪টি ইনকিউবেটর, ৩২টি এ/সি, ১৫টি জেনারেটর, ১৪টি ফ্রিজ, ১৬টি কম্পিউটার, ১৬টি ফটোকপিয়ার, ১৫টি ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্যানার, ১৮৮৭৯টি হ্যাচারি যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৭২৭.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ হাঁস প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে মোট ১২.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং এ বাবদ ৪৫৭.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উক্ত ভূমি উন্নয়নের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৫৮০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ ১৪টি হাঁস হ্যাচারি এলাকায় ১০টি অফিস ভবন ও ডরমেটরী নির্মাণের জন্য জন্য ১৫৬৭.৬১ লক্ষ টাকায় ব্যয় হয়। হ্যাচারি এলাকায় ৪ তলা বিশিষ্ট ১টি করে আবাসিক ভবন নির্মাণ বাবদ ৯০৮.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ ১৪টি হাঁস হ্যাচারি এলাকায় লেয়ার সেড , গ্রোয়ার সেড, ব্রুডার সেড, হ্যাচারি বিল্ডিং, গোডাউন, পাম্প হাউজ, ডীপ টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন , সিকিউরিটি কক্ষ ও সেলস সেন্টার , জেনারেটর হাউজ, ড্রেন নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৯৮৮১.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ১৩/০৩/২০১৯ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা , ৩০/০৩/২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় এবং ১২/০৪/২০১৯ তারিখে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় প্রকল্প কা র্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক , সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা , সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারী সার্জনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার মাঝবাড়ি স্থানে প্রকল্পের আওতায় ৩ একর জমিতে হাঁস হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োজিত না করায় হাঁস খামারটি চালু করতে বিলম্ব হয়েছে। তবে গত এপ্রিল/২০১৯ মাসে রাজস্ব খাতের ও প্রকল্পে আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত (বর্তমানে বিনা বেতনে কর্মরত) ৩ জন কর্মচারী দিয়ে সীমিত আকারে খামারের হাঁস পালন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বাউন্ডারী ওয়ালের পাশে ভূমি উন্নয়ন যথাযথ হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে

কোনো কোনো জায়গায় মাটি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বাউন্ডারী ওয়ালের দুটি স্থানে কিছু ফাঁকা থাকায় বাহির থেকে খামার প্রাঙ্গণ দেখা যায়, যা দৃষ্টিকটু হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে এবং বাহির থেকে লোকজন প্রবেশ করতে পারবে । বাউন্ডারী ওয়ালের ওপর কাঁটা তাঁরের বেড়া মানসম্মত হয়নি ফলে বহিরাগত লোকজন তাঁরের বেড়ার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার আশঙ্কা রয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ কাজ আরো উন্নত মানের হওয়া প্রয়োজন ছিল। গ্যারেজের কলাপসবিল গেইট ফ্লোর থেকে কিছু উপরে স্থাপন করায় গ্যারেজে গাড়ি প্রবেশ করতে সমস্যা হতে পারে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.২ ময়মনসিংহ শহরের খাগডহর এলাকায় আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন করা হয়। উ ক্ত খামারে ৫টি লেয়ার সেড, ২য় তলা বিশিষ্ট ১টি ব্রুডার সেড নির্মাণ ও পুরাতন ১টি ব্রুডার সেড মেরামত, গ্রোয়ার সেড ১টি নির্মাণ ও ১টি মেরামত, হ্যাচারি ভবন ১টি, ২য় তলা বিশিষ্ট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার ১টি, ৪র্থ তলা ডরমিটরি ১টি, গোডাউন ১টি, গ্যারেজ ১টি, জেনারেটর কক্ষ ১টি, পাম্প হাউজ ১টি, গার্ড ও সেলস সেন্টার ১টি নির্মাণ করা হয়। খামারে ১টি করে হ্যাচারি মেশিন, জেনারেটর, হাওয়া মেশিন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোস্ট্যাট, প্রিন্টার, স্ক্যানার, সাবমার্সিবল পাম্প, চিলার মেশিন, ৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশান -২টি, প্রজেক্টর, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ২টি সরবরাহ করা হয়। খামারটিতে জুলাই ২০১৮ হতে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন শুরু করা হয়। জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে খামারটিতে হাঁস, ডিম ও বাচ্চা বিক্রয় বাবদ সর্বমোট ১৮,০২,৭১৫/- টাকা রাজস্ব আয় হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। বর্তমানে প্রকল্পের ৪ জন জনবল বিনা বেতনে শ্রম দিয়ে খামারটি চালু রেখেছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে খামারের সার্বিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৪.৩ পরিদর্শিত হাঁস হ্যাচারির স্থির চিত্রঃ





গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়ায় হাঁস হ্যাচারি ও বিভিন্ন সেড



কোটালীপাড়ায় বাউন্ডারী ওয়াল ফাঁকা



বাউন্ডারী ওয়ালের পাশে ভূমি উন্নয়ন যথাযথ হয়নি



ময়মনসিংহ হাঁস হ্যাচারিতে হাঁস পালন হচ্ছে


হ্যাচারিতে ইনকিউবেটরে ডিম

১৪.৪ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় শহরের প্রবেশ পথে মোরগ -মুরগী পালন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন করা হয়। উক্ত খামারে ৬টি লেয়ার সেড, ২য় তলা বিশিষ্ট ১টি ব্রুডার সেড, গ্রোয়ার সেড ১টি, হ্যাচারি ভবন ১টি, ২য় তলা বিশিষ্ট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার ১টি, ৪র্থ ডরমিটরি ১টি, গোডাউন ১টি, গ্যারেজ ১টি, জেনারেটর কক্ষ ১টি, পাম্প হাউজ ১টি, গার্ড ও সেলস সেন্টার ১টি নির্মাণ করা হয়। খামারে ১টি করে হ্যাচারি মেশিন, জেনারেটর, হাওয়া মেশিন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোস্ট্যাট, প্রিন্টার, স্ক্যানার, সাবমার্সিবল পাম্প, চিলার মেশিন, ৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশান-২টি, প্রজেক্টর, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ২টি সরবরাহ করা হয়। ফলে খামারটিতে জুলাই ২০১৮ হতে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন শুরু করা হয়। জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে খামারটিত হাঁস বিক্রয় ৯৯১০০/- টাকা, ডিম বিক্রয় ৫,১৪,৪৭১/- টাকা, বাচ্চা বিক্রয় ১২৪৭২০/- টাকা সর্বমোট ৭৩৮,২৯১/- টাকা রাজস্ব আয় হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। বর্তমানে প্রকল্পের ৪ জন জনবল বিনা বেতনে শ্রম দিয়ে খামার চালু রেখেছে।

১৪.৫ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও মালামাল ক্রয়ের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	আরডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
০১	ইনকিউবেটর ক্রয়	১২৬০.০০	১২৫৯.০০	১৬/১১/১৬	২২/০৫/১৭	২২/০৫/১৭
০২	জীপ ক্রয়-১টি	৫৯.০৫	৫৯.০৫	১৫/০২/১২	১৫/০৩/১২	০৫/০৩/১২
০৩	ডাবল কেবিন পিক-আপ-১৫টি	১৯২.০০ ৩০০.০০	১৭১.০০ ২৯৩.০০	১৬/০২/১৪ ১১/০৬/১৫	১৯/০৫/১৪ ১২/০৯/১৫	২০/০৩/১৪ ১৭/০৬/১৫
০৪	মটর সাইকেল ক্রয়-১৪টি	১২.২৪	১২.২৪	০৪/১১/১৩	১৬/০১/১৪	২৩/১২/১৩
০৫	অফিস ভবন ও ডরমেটরী ভবন- ১০টি	১৬০৭.৩৭	১৫৬৭.৬১	২০১৬	২০১৮	২০১৮
০৬	আবাসিক ভবন- ১০টি	৯০৯.৫১	৯০৮.৯৭	২০১৬	২০১৮	২০১৮
০৭	অবকাঠামো ও অন্যান্য ভবন- ৪৭টি	১০০৭০.০০	৯৮৮১.৪৬	২০১৩	২০১৮	২০১৮
০৮	ভূমি উন্নয়ন	৫৭৩.০০	৫৮০.৮০	২০১৩	২০১৮	২০১৮
০৯	আসবাবপত্র- ১৩২৬টি	৭৩.৯৩	৫৯.৩৯	২০১৭	২০১৮	২০১৮
১০	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়- ১৮৮৭৯টি	১৮২৪.৭২	১৭২৭.১৭	২০১৮	২০১৮	২৭/০৪/১৮
১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৪৩৫.২১	৩৪৪.৭২	২০১৬	২০১৮	২০১৮

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা;	প্রকল্পের আওতায় হাঁস পালন/চারণ এলাকা সনাক্তপূর্বক মোট ১৪টি জেলায় ১৪টি আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন করা হয়। হাঁস পালন করে গ্রামীণ গরীব মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে উচ্চ ফলনশীল Khaki Cambel, Jinding & Local Cross Breed) জাতের হাঁসের পালন করা হয়। প্রতিটি হাঁস বছরে ২২০-২৫০টি ডিম দেয়। এতে হাঁসের ডিম, বাচ্চা ও মাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২) প্রকল্পের আওতায় হাঁস প্রতিপালনের ওপর কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;	হাঁস প্রতিপালনের ওপর প্রকল্পভুক্ত ১৪টি খামার এলাকার ৭০০০ জন খামরীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি হাঁসের ভ্যাকসিন প্রয়োগ শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে খামারীগণ ছোট ছোট খামার তৈরি করে নিজেরাই হাঁস পালন করছে।
৩) হ্যাচারি থেকে উৎপাদিত ০১ দিনের বাচ্চা ও বাচ্চা ফুটানোর ডিম দরিদ্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	১৪টি হ্যাচারির মধ্যে ১৩টিতে হাঁস উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা হয়। উৎপাদিত ১ দিনের হাঁসের বাচ্চা ও ডিম দরিদ্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনগণকে সরকারি মূল্যে প্রায় ৮৫৭৮০টি হাঁসের বাচ্চা বিক্রয় করা হয়। হ্যাচারি থেকে ডিম ও বাচ্চা ক্রয় করে দরিদ্র জনগণ হাঁস পালন শুরু

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
জনগোষ্ঠির মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয় করা;	করেছে। প্রয়োজনীয় জনবল ও রাজস্ব বরাদ্দের অভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর হাঁস খামারে হাঁস পালন শুরু করা যায়নি।
৪) হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুর হার হ্রাসকল্পে হ্যাচারি হতে প্রাপ্ত বাচ্চা ২৮ দিন পর্যন্ত রিয়ারিং ইউনিটে পালন করা;	নির্মিত হাঁস হ্যাচারিতে উৎপাদিত হাঁসের বাচ্চা ও প্রকল্পের প্রশিক্ষণ পেয়ে দরিদ্র ও ভূমিহীন খামারী ও মহিলারা সরাসরি লাভবান হচ্ছে। এতে গ্রামীণ মহিলারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ফলে দারিদ্র বিমোচন অনেকটা হ্রাস পাবে। হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার হ্রাস ও রোগের প্রতিকারের জন্য হ্যাচারি থেকে প্রদানকৃত বাচ্চা নিয়ে খামারীগণ প্রায় ১ মাস রিয়ারিং ইউনিটে আলাদা খাঁচায় পালন করে।
৫) গ্রামীণ বেকার মহিলা/পুরুষদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে ও হ্যাচারি থেকে অল্প টাকায় প্রাপ্ত হাঁসের বাচ্চা পালন করে স্বল্প পুঁজিতে গ্রামীণ বেকার মহিলা ও পুরুষ কিভাবে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সে বিষয়ে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। খামারী ও সাধারণ জনগণ ইতোমধ্যে হ্যাচারিগুলো থেকে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করে হাঁস পালন কার্যক্রম শুরু করেছে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার হাঁস খামার এলাকায় বাউন্ডারী ওয়ালের পাশে কোনো কোনো জায়গায় ভূমি উন্নয়ন যথাযথ হয়নি। বাউন্ডারী ওয়ালের দুটি স্থানে কিছু ফাঁকা থাকায় বাহির থেকে খামারে লোকজন প্রবেশ করতে পারবে। বাউন্ডারী ওয়ালের ওপর কাঁটা তাঁরের বেড়া কিছুটা ফাঁকা বেশী হওয়ায় বাহিরের লোকজন প্রবেশ করার আশঙ্কা রয়েছে। খামারের ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ কাজ আরো উন্নত মানের হওয়া প্রয়োজন ছিল। গ্যারেজের কলাপসিবল গেইট ফ্লোর থেকে কিছু উপরে স্থাপন করায় গ্যারেজে গাড়ি প্রবেশ করতে সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয়।

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৪টি হাঁস প্রজনন খামারের মধ্যে ১৩টি হাঁস খামার চালু রয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় ১টি খামার চালু করা যাচ্ছে না। চালুকৃত খামারগুলোতে প্রকল্পের আউটসোর্সিং-এ নিয়োগপ্রাপ্ত জনবল পরবর্তী চাকুরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিনা বেতনে কাজ করছে। এসব জনবলের নিয়মিত ভাতা প্রদান করা সম্ভব হলে খামা রগুলোতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হবে।

১৬.৩ কুড়িগ্রাম আঞ্চলিক হাঁস খামারের অভ্যন্তরে ড্রেনের তলদেশ পৌরসভার ড্রেনের তলদেশ অপেক্ষা অনেক নীচু রাখা হয়েছে। ফলে খামারের ড্রেনগুলোতে সার্বক্ষণিক ময়লা পানি জমে থাকে। এতে চারপাশের আবাসিক এলাকা ও খামারের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ড্রেন নির্মাণের সময় ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য মাস্টার ড্রেন নির্মাণ করা হয়নি।

১৬.৪ কুড়িগ্রাম মোরগ-মুরগী পালন কেন্দ্রের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে বর্তমানে যে বরাদ্দ প্রদান করা হয় তা দিয়ে আঞ্চলিক হাঁস খামারটির ব্যয় পরিচালনা করা হয়। কুড়িগ্রামসহ সকল হাঁস খামারের চাহিদা অনুযায়ী হাঁস ক্রয়, খাদ্য সরবরাহ, প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন বরাদ্দ প্রদান করা হলে রাজস্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।

১৬.৫ হাঁস হ্যাচারিগুলোতে নির্মিত স্থাপনাগুলোর ছাদ থেকে চারদিকে পানি গড়িয়ে পড়ে দেয়ালগুলো নষ্ট হচ্ছে। কিছু খামারের পানিতে আয়রন থাকায় ছাদের টাংকির পানি পড়ে দেয়ালের রং নষ্ট হচ্ছে। প্রত্যেকটি স্থাপনার ছাদের চারদিকে ২/৩ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনি করে পানি পড়ার জন্য নির্ধারিত ২/৩টি আউটলেট রাখা হলে পানি পড়ে দেয়ালগুলো নষ্ট হবে না। একটি ডীপ টিউবওলেয়ের মাধ্যমে সকল ভবনে একত্রে পানি সরবরাহ করা হয়। ফলে কয়েকটি পানির ট্যাংকি অতি দ্রুত পরিপূর্ণ হয়ে পানি পড়তে থাকে এতে পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় হয়।

১৬.৬ প্রকল্পের অর্থে ১টি জীপ, ১০টি পিক-আপ, ৮টি মটরসাইকেল ক্রয় করা হয়। মটরসাইকেলগুলো সংশ্লিষ্ট হাঁস খামারে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু পিক -আপগুলো সংশ্লিষ্ট খামারে ব্যবহৃত হচ্ছে না। পিক -আপগুলো বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যবহার করছেন। পিক-আপগুলো সংশ্লিষ্ট খামারে ব্যবহৃত হলে খামারের মালামাল সরবরাহ, ডিম, বাচ্চা সরবরাহে সহায়ক হবে।

১৬.৭ পরিদর্শনকালে বিভিন্ন খামারে লক্ষ্য করা যায় , প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের নামকরণ করা নেই। কোন প্রকল্প হতে কি সামগ্রী পাওয়া যায় তা সনাক্তকরণের জন্য তার গায়ে প্র কল্পের নাম লিখে রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৬.৮ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু অর্থাৎ ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। অডিটে প্রকল্পের উক্ত সময়কালীন কিছু (৩১টি) আপত্তি উত্থাপন করা হয়। আপত্তিগুলো নিষ্পন্নের লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয়

কাগজপত্রাদি দাখিল করা হয়। কিন্তু আপত্তিগুলো নিষ্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০১৭-২০১৮ অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু অডিট প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ গোপালগঞ্জে হাঁস খামার নির্মাণ কাজের ত্রুটিসমূহ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত মেরামত ও সংস্কার সম্পাদন করতে হবে;

১৭.২ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাঁস হ্যাচারিগুলো ধারাবাহিকভাবে চালু রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অনিয়মিত জনবল নিয়োগ করা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৩ কুড়িগ্রাম আঞ্চলিক হাঁস খামারের ড্রেনের ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য পৌরসভার সাথে সমন্বয় করে একটি মাষ্টার ড্রেন নির্মাণের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হ্যাচারি ভবনের সম্মুখপাশের দেয়ালের প্লাস্টার মেরামত করতে হবে;

১৭.৪ প্রকল্পের ১৩টি হাঁস খামার বর্তমানে চালু রয়েছে। এসব খামার হতে প্রতি মাসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আয় আহরণ হচ্ছে। সকল হাঁস খামার পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা সম্ভব হলে অনেক রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। তাই সকল হাঁস খামার পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৫ হাঁস হ্যাচারিগুলোতে নির্মিত স্থাপনাগুলোর ছাদ থেকে চারদিকে পানি গড়িয়ে পড়ে দেয়ালগুলো নষ্ট হওয়া রোধকল্পে ছাদের চারদিকে ২/৩ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনি করা সমীচীন হবে। পানির অপচয় রোধকল্পে প্রতিটি পানির টাংকিতে চেক বাল্ব সংযোগ দিতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের ক্রয়কৃত জীপ গাড়ি পরিবহন পুলে জমা দেওয়া ও পিক-আপগুলো যথাযথভাবে ব্যবহারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৭ প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৮ প্রকল্পের ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত অডিটের আপত্তিগুলো নিষ্পন্ন করা এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৯ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মৎস্য অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : ৬১টি জেলা (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত)

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৬৪১.০০	৬২৪৭.১৩	৬১৪২.৪০	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮	৫০১.৪০ (৮.৮৯%)	১ বছর (২০%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** গলদা চিংড়ি উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম দেশ। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে গলদা চিংড়ির উৎপাদন অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি অত্যন্ত কম। পোনার অধিক মূল্য, গুণগত মানসম্পন্ন পোনার স্বল্পতা, হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের লাগসই প্রযুক্তির অভাব, চিংড়ি চাষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি খাদ্যের অভাব, হ্যাচারি ও নার্সারীতে পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যা এবং মূলধন ও বাজারজাতকরণের সমস্যাসহ নানাবিধ কারণে এ সেক্টর থেকে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না। উপর্যুক্ত সমস্যাসমূহ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে হেক্টর প্রতি গলদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। গলদা চিংড়ি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়সমূহ দূর করা গেলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১০ মেয়াদে ১ম পর্যায়ের একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে জুলাই ২০১২ হতে ২য় পর্যায়ের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) ইলার চর, সাতক্ষীরায় ১টি গলদা চিংড়ি 'র প্রদর্শনী খামার কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও খুলনা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;

২) মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য বীজ বহুমুখীকরণ খামারে বিদ্যমান ১৯টি ক্ষুদ্র হ্যাচারি ও নার্সারির সংস্কার এবং উৎপাদনক্ষম করা;

৩) ৮টি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপন;

৪) ৬১টি জেলার সমৃদ্ধ উপজেলাগুলোতে প্রদর্শনী নার্সারী পুকুর স্থাপন;

৫) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন;

৬) নিরাপদ গলদা চিংড়ি চাষ, মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন ও হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) গলদা চিংড়ি প্রদর্শনী হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপন- ৮টি;

(খ) ইলার চর, সাতক্ষীরায় গলদা চিংড়ির প্রদর্শনী খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ;

(গ) গোপালগঞ্জ ও বরিশালে গলদা চিংড়ির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ;

(ঘ) পুরাতন গলদা চিংড়ি হ্যাচারির সংস্কার- ১৯টি;

(ঙ) বেসরকারী পর্যায়ে গলদা চিংড়ির প্রদর্শনী নার্সারি স্থাপন- ১৮৩টি;

(চ) গলদা চিংড়ির নার্সারির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ- ৪৬২০০ জন;

(ছ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খামার ব্যবস্থাপক, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা অথবা মাঠ সহকারী, চিংড়ি খামারীদের গলদা চিংড়ি চাষ ও গলদার সঙ্গে ধান চাষ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১৩	১৩৫.১৫	১৩	১৩২.৮৬
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৪	৩৪.৪৬	৪	৩৪.৩৪
৩	ভাতাদি	জন	১৭	১১৫.১০	১৭	১১৫.০০
৪	চিংড়ি প্রদর্শনী নার্সারির পরিচালনা ব্যয়	সংখ্যা	১৮৫	৭৫.৮২	১৮৫	৭৫.৮২
৫	চিংড়ি নার্সারি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪৫৫৪০	৬৯৫.৯৫	৪৫৫৪০	৬৬৭.৪২
৬	প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মশালা	সংখ্যা	৭	২.৯৭	৭	২.৯৭
৭	সম্প্রসারণ সামগ্রী	থোক	-	১৫.০০	-	১৫.০০
৮	নাইট্রোফিউরান, ক্লোরামফেনিকল ও অন্যান্য হ্যাজার্ড সম্পর্কিত সচেতনতামূলক সভা সমাবেশ	সংখ্যা	৬০	১৫.০০	৬০	১৫.০০
৯	কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	সংখ্যা	১০	৫.০০	১০	৫.০০
১০	অডিও, ভিডিও এবং টিভি প্রোগ্রাম	সংখ্যা	৮	৩২.০০	৮	৩১.৯৭
১১	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	-	৮.০০	-	৮.০০
১২	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	-	৩৩.০০	-	৩৩.০০
১৩	লবণ পানি ক্রয়	থোক	-	৪৪.৪৫	-	৪৪.৪৫
১৪	মা চিংড়ি ক্রয়	থোক	-	৬০.০০	-	৫০.৫৩
১৫	আটিমিয়া ও খাদ্য ক্রয়	থোক	-	১১৭.০০	-	১০৯.৭১
১৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	-	৫০.০০	-	৪২.৭২
১৭	টেকনিশিয়ান/অনিয়মিত শ্রমিক ব্যয়	জন	১৬২৩০	৪৭.০০	১৬২৩০	৪৭.০০
১৮	গলদা ব্রুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা	সংখ্যা	১৮	১১২.৫০	১৮	১১২.৫০
১৯	ভ্রমণ ভাতা	থোক	-	৯৫.০০	-	৯৫.০০
২০	জ্বালানী	থোক	-	৬৭.০০	-	৬৬.৯৮
২১	বৃক্ষ রোপণ	সংখ্যা	৪০০০	২.০০	৪০০০	২.০০
২২	বিদ্যুৎ বিল	থোক	-	১৫.০০	-	১৪.৯০
২৩	টেলিফোন বিল	থোক	-	২.০০	-	০.৩৫
২৪	ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি	থোক	-	১৫.০০	-	১৫.০০
২৫	প্রশিক্ষণ, ব্রুড পরিবহণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের জন্য গাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য	থোক	-	৬০.৫৫	-	৫৮.৫১
২৬	আনুষঙ্গিক ব্যয়	থোক	-	৪৪.০০	-	৪৪.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১৮৯৮.৯৫**		**১৮৪০.০৩**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২৭	গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ও নার্সারি নির্মাণ	সংখ্যা	৬	৫১০.০০	৬	৫১০.০০
২৮	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	সংখ্যা	৪	২৯২৩.২৭	৪	২৯০৫.৫১
২৯	পুরাতন হ্যাচারি ও নার্সারি সংস্কার	সংখ্যা	১৯	২৯৮.০০	১৯	২৯৮.০০
৩০	বেসরকারি পর্যায়ে প্রদর্শনী নার্সারি স্থাপন	সংখ্যা	১৮৫	৭৫.৮২	১৮৫	৭৫.৮২
৩১	মটর সাইকেল	সংখ্যা	১০	১৪.৭৫	১০	১৪.৭৫
৩২	জীপ গাড়ী	সংখ্যা	১	৫৭.০৫	১	৫৭.০৫
৩৩	লবণ পানি পরিবহণ লরি	সংখ্যা	১	৫৯.১৮	১	৫৯.১৮
৩৪	মটর সাইকেলের রেজিষ্ট্রেশন ফি	সংখ্যা	২	০.৫০	২	০.৫০
৩৫	ফুল/হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	সংখ্যা	১৮০	৪০.০০	১৭৯	৩৯.৪৯
৩৬	চেয়ারসহ কম্পিউটার টেবিল	সংখ্যা	৩৫	৭.০০	২৯	৫.৮৫
৩৭	স্টিলের আলমারি	সংখ্যা	৪৬	১৮.০০	৪৬	১২.৭২
৩৮	হাতাওয়ালা চেয়ার	সংখ্যা	১৪০	৮.০০	১৩৩	৭.৯৯
৩৯	ট্রেনিং চেয়ার	সংখ্যা	৩০০	২৫.০০	৩০০	১৯.২০
৪০	টেবিলসহ সোফা সেট	সংখ্যা	৪	২.০০	২	১.০০
৪১	অন্যান্য আসবাবপত্র	থোক	-	৫০.০০	-	৪৯.৯৮
৪২	ডেস্কটপ কম্পিউটার (লেজার প্রিন্টারসহ)	সংখ্যা	৩৫	২৪.১০		২৪.০৭

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৩	ল্যাপটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩	৩.০০
৪৪	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	৬	৬.৫০	৬	৬.৪৯
৪৫	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩	৩.০০
৪৬	পানি পরীক্ষার কীট বক্স	সংখ্যা	২৬	৯.০২	২৬	৯.০২
৪৭	রেফ্রিজারেটর	সংখ্যা	১৫	৭.৫০	১৫	৭.৪৮
৪৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৬	৭৩.৬৭	২৬	৭০.৮৪
৪৯	তাপ নিরোধক হিটার	সংখ্যা	৫২	২১.৬৭	৫০	২০.৮২
৫০	জেনারেটর	সংখ্যা	৩০	৪৪.৮২	২৫	৩৭.৩৬
৫১	ব্লোয়ার	সংখ্যা	২৬	৪৩.৩৩	২৫	৪১.৪৫
৫২	সাবমার্জিবল পাম্প	সংখ্যা	২৬	৭.৮০	২৫	৭.৫০
৫৩	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	১১	১৩.২০	১১	১৩.২০
৫৪	টেলিফোন ও ফ্যাক্স সংযোগ ব্যয়	সংখ্যা	৬	২.০০	৫	১.১০
	উপ-মোট (মূলধন):			**৪৩৪৮.১৮**		**৪৩০২.৩৭**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৬২৪৭.১৩**		**৬১৪২.৪০**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ৫৬৪১.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প সংশোধনঃ

- নির্মাণ কাজে পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি;
- ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে জমি অধিগ্রহণসহ নতুন হ্যাচারি নির্মাণ;
- ৩টি গলদা হ্যাচারির অবস্থান পুকুর /নিচু স্থানে হওয়ায় মাটি /বালি দ্বারা ভরাট করে কমপ্যাকশন করে সাইট ডেভেলপমেন্ট করতে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়;
- জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুযায়ী জনবলের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- কিছু অংগ বাদ দিয়ে নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইটেম অন্তর্ভুক্তকরণ।

□ ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৭.৮১% বৃদ্ধি করে ৬০৮১.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৯/০৫/২০১৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

□ ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৬২৪৭.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৭/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

□ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১২-২০১৩	৩৪.৭২	৩৪.৭২	-	৩৪.৭২	৩৪.৭২	৩৪.৭২	
২০১৩-২০১৪	৪২৭.০৯	৪২৭.০৯	-	৪২৭.০৯	৪২৭.০৯	৪২৭.০৯	-
২০১৪-২০১৫	১৩৩৭.২৯	১৩৩৭.২৯	-	১৩৩৭.২৯	১৩৩৭.২৯	১৩৩৭.২৯	-
২০১৫-২০১৬	১২৪০.৪৬	১২৪০.৪৬	-	১২৪০.৪৬	১২৪০.৪৬	১২৪০.৪৬	-
২০১৬-২০১৭	১৯৭১.৯৩	১৯৭১.৯৩	-	১৯৭১.৯৩	১৯৭১.৯৩	১৯৭১.৯৩	-

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৭-২০১৮	১২৩৫.৬৪	১২৩৫.৬৪	-	১২৩৫.৬৪	১১৩০.৯১	১১৩০.৯১	-
মোটঃ	**৬২৪৭.১৩**	**৬২৪৭.১৩**	-	**৬২৪৭.১৩**	**৬১৪২.৪০**	**৬১৪২.৪০**	**-**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	২৫/০৩/২০১৩	৩০/০৬/২০১৮

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ **চিংড়ি প্রদর্শনী নার্সারির পরিচালনা ব্যয়ঃ** প্রকল্প এলাকায় খামারিদের চিংড়ি মাছের বিভিন্ন প্রদর্শনী নার্সারি খামার স্থাপনের জন্য ৭৫.৮২ লক্ষ টাকায় ব্যয় করা হয়।

১৩.২ **চিংড়ি নার্সারি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণঃ** বিভিন্ন প্যাকেজে খামারীগণকে প্রশিক্ষণ , চিংড়ি নার্সারি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ ৬৬৭.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৩ **আর্টিমিয়া ও খাদ্য ক্রয়ঃ** চিংড়ি হ্যাচারিগুলোতে মাছের খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০৯.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৪ **গলদা ব্রুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠাঃ** প্রকল্প এলাকার ১৮টি চিংড়ি হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির ব্রুড ব্যাংক স্থাপন বাবদ ১১২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৫ **গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ও নার্সারি নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ সদর, রাজশাহী সদর, মাগুরা সদর, সাতক্ষীরা ইলারচর, বাগেরহাট সদর ও বরিশাল উজিরপুর উপজেলায় ৬টি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ও নার্সারি নির্মাণ করা হয়। এ বাবদ ৫১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনঃ** সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও খুলনায় ৪টি প্রদর্শনী খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। এ বাবদ ২৯০৫.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **পুরাতন হ্যাচারি ও নার্সারি সংস্কারঃ** দেশের ১৯টি স্থানে পুরাতন হ্যাচারি ও নার্সারি মেরামত ও সংস্কার করা হয়। এ বাবদ ২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **বেসরকারি পর্যায়ে প্রদর্শনী নার্সারি স্থাপনঃ** প্রকল্পের অর্থে ৭৫.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৫টি স্থানে বেসরকারি পর্যায়ে প্রদর্শনী নার্সারী স্থাপন করা হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ১৩/০৩/২০১৯ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় জেলা মৎস্য কার্যালয়ের পাশে মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩০/০৩/২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহ সদর উপ জেলার শম্ভুগঞ্জ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি , ১২/০৪/২০১৯ তারিখে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দায়িত্বরত চিংড়ি হ্যাচারির ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ গোপালগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরের ক্যাম্পাসে ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা বিশিষ্ট স্বাদু পানির চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়। এ কেন্দ্রে গলদা চিংড়ি চাষী /খামারি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। নিরাপদ গলদা চিংড়ি চাষ, মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন ও হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে চিংড়ি খামারি ও চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৪.২ গোপালগঞ্জে নির্মিত ৪ তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নীচ তলায় কিচেন রুম, ২য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, কনফারেন্স রুম, ৩য় ও ৪র্থ তলায় ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় , নবনির্মিত প্রশিক্ষণ ভবনের ২য় তলার কনফারেন্স রুমের দেয়াল ড্যাম পড়েছে। কনফারেন্স রুমের এসি চালু হচ্ছে না। ডরমিটরিতে ১৫টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। আবাসনের জন্য খাটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হলেও বেড কভার সরবরাহ করা হয়নি। নীচ তলার কমনরুমে ও রান্নাঘরে কোন উপকরণ প্রদান করা হয়নি। ফলে এসব উপকরণ ব্যতীত কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে না। ডিজাইন ভুলের কারণে নীচ তলার একটি অফিস কক্ষের নীচে পানির রি জার্ভার নির্মাণ করা হয়। এতে কক্ষের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়েছে।

১৪.৩ গোপালগঞ্জে পুরাতন চিংড়ি হ্যাচারির ফিল্টার মেটারিয়াল সরবরাহ , পুরাতন হ্যাচারির ব্যবস্থাপকের দাপ্তরিক কক্ষ মেরামত, মাছের বীজের গুণগত মান রক্ষার জন্য শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপনসহ পানির লাইন সংযোগ , স্বাদু পানিতে চিংড়ি চাষের জন্য প্রদর্শনী নার্সারি স্থাপন করা হয়।

১৪.৪ গোপালগঞ্জ জেলা মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশে ২য় তলা বিশিষ্ট গ্যারেজ ও ড্রাইভার ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়। এ কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে ৩৩.৬৬ লক্ষ টাকা চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রেখে পুরো বিল ও জামানতের টাকা নিয়ে যায়। নওগাঁ , বরিশাল, কুড়িগ্রাম, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া পুরাতন গলদা হ্যাচারিতে মেরামত কাজ যথাযথ করা হয়নি এবং আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল উপকরণ মানসম্মত সরবরাহ করা হয়নি। নতুন উপকরণের স্থলে অনেকগুলো পুরাত ন উপকরণ সরবরাহ এবং কম ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ করা হয়। ফলে এসব মালামাল ব্যবহার করা যাচ্ছে।

১৪.৫ কুড়িগ্রাম সদরে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে ১০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেরামত সংস্কার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। হ্যাচারি ভবন নির্মাণ, আন্ডারগাউন্ড ব্রাইন ও য়াটার ট্যাংক নির্মাণ, ব্লোয়ার সরবরাহ, সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্রাইন ওয়াটার রাখার জন্য ভূ -উপরিস্থ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কুড়িগ্রামে আন্ডারগাউন্ড ব্রাইন ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত ট্যাংকটি ব্যবহৃত হচ্ছে না। হ্যাচারির প্রয়োজনে একটি ভূ -উপরিস্থ ট্যাংক নির্মাণ করে ব্রাইন ওয়াটার মজুদ করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে নির্মিত গলদা হ্যাচারির টিনের চালের অধিকাংশ টিন নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাচারির চালে সাধারণতঃ টিন ব্যবহার করা হয় না। ব্লোয়ার মেশিনটির হর্স পাওয়ার কম হওয়ায় সেটি দিয়ে হ্যাচারির কার্যক্রম চলছে না। ফলে সেটি ব্যবহৃত হচ্ছে না। অন্যান্য মাছের তুলনায় গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন খুবই স্পর্শকাতর। গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ভবনে কোন বাথরুম স্থাপন প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক নয়। কিন্তু এ হ্যাচারিতে বাথরুম স্থাপন করা হয়েছে।

১৪.৬ ময়মনসিংহ সদর উপজেলার শম্ভুগঞ্জে ১৫ একর জমিতে অবস্থিত পুরাতন গলদা হ্যাচারিতে ৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কিছু মেরামত ও সংস্কার করা হয়। হ্যাচারিতে টাইলস স্থাপন , কিছু স্থানে মোজাইক, পোনা রাখার ৮টি ট্যাংকিতে বিশেষ ধরনের রং করা হয়। ব্যবস্থাপকের যা তায়াতের সুবিধার্থে ১টি মটর সাইকেল দেয়া হয়। জলবায়ুজনিত কারণে প্রতিবছর এপ্রিল-মে মাসে নদী থেকে মা চিংড়ি সরবরাহ করে পোনা উৎপাদন করা হয়। কক্সবাজার হতে ট্রাকে করে সমুদ্রের লোনা পানি এনে হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন করা হয়। ব্যবস্থাপক জানান, এখানকার উৎপাদিত গলদা রেণু পোনা খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে উৎপাদন করা হচ্ছে।

১৪.৭ স্থির চিত্রসমূহঃ



গোপালগঞ্জ সদরে গলদা চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র



নতুন ভবনের দেয়ালে ড্যাম



গোপালগঞ্জ পুরাতন হ্যাচারি সংস্কার কাজের মান খারাপ



ময়মনসিংহ শম্ভুগঞ্জে পুরাতন গলদা হ্যাচারি সংস্কার কাজ মানসম্মত



গোপালগঞ্জে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কক্ষের নিচে পানি সংরক্ষণাগার



কুড়িগ্রাম গলদা হ্যাচারি ভবনে নতুন টিন নষ্ট হয়েছে, আন্ডার গ্রাউন্ড ব্রাইন ওয়াটার ট্যাংক ব্যবহার অনুপযোগী

১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) ইলার চর, সাতক্ষীরায় ১টি গলদা চিংড়ি'র প্রদর্শনী খামার কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও খুলনা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;	ইলার চর, সাতক্ষীরায় ১টি গলদা চিংড়ি 'র প্রদর্শনী খামার কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও খুলনা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে; ফলে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, মৎস্যজীবী ও খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজ হয়েছে;
২) মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য বীজ বহুমুখীকরণ খামারে বিদ্যমান ১৯টি ক্ষুদ্র হ্যাচারি ও নার্সারির সংস্কার এবং উৎপাদনক্ষম করা;	মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য বীজ বহুমুখীকরণ খামারে বিদ্যমান ১৯টি ক্ষুদ্র হ্যাচারি ও নার্সারির সংস্কার করা হয়েছে। ফলে এসব হ্যাচারিগুলোতে রেণু পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
৩) ৮টি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপন;	৮টি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে;
৪) ৬১টি জেলার সমৃদ্ধ উপজেলাগুলোতে প্রদর্শনী নার্সারী পুকুর স্থাপন;	প্রকল্পভুক্ত ৬১টি জেলার মৎস্য উৎপাদনশীল সমৃদ্ধ উপজেলাগুলোতে প্রদর্শনী নার্সারী পুকুর স্থাপন করা হয়েছে;
৫) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন;	মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে চিংড়ি চাষের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হয়েছে;
৬) নিরাপদ গলদা চিংড়ি চাষ, মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন ও হ্যাচারিতে পোনা	প্রকল্পের অর্থে পুরাতন গলদা চিংড়ি হ্যাচারিগুলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ফলে গলদা চিংড়ির রেণু

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
উৎপাদন বৃদ্ধি।	পোনা উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খামারীগণ সরকারী গলদা হ্যাচারি থেকে স্বল্পমূল্যে মানসম্মত চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করছে। নিরাপদভাবে গলদা চিংড়ি চাষ ও মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের অর্থে ৬টি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ও নার্সারি নির্মাণ, ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ১৯টি পুরাতন হ্যাচারি ও নার্সারি সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু জনবল না থাকায় ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা সম্ভব হয়নি। নতুন ও পুরাতন গলদা হ্যাচারির কয়েকটি স্বল্প পরিসরে চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও হ্যাচারিতে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল পদায়ন না করায় এসব প্রতিষ্ঠান চালু করা যাচ্ছে না এবং সরকার বিপু ল পরিমাণ রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৬.২ গোপালগঞ্জে নির্মিত মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২য় তলার কনফারেন্স রুমের দেয়াল ড্যাম পড়েছে। কনফারেন্স রুমের এসি চালু হচ্ছে না। ডরমিটরিতে বেড কভার সরবরাহ করা হয়নি। নীচ তলার কমনরুমে ও রান্নাঘরে কোন উপকরণ প্রদান করা হয়নি। ডিজাইন ভুলের কারণে নীচ তলার একটি অফিস কক্ষের নীচে পানির রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশে পুরাতন গলদা হ্যাচারির কাজ অসম্পন্ন রাখা , গ্যারেজসহ ২য় তলা ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রেখে পূর্ণাঙ্গ বিল ও জামানতের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৬.৩ কুড়িগ্রাম সদরে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে আন্ডারগাউন্ড ব্রাইন ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ , নিম্ন হর্স পাওয়ার ব্লোয়ার সরবরাহ, হ্যাচারি ভবনের ছাদে ফাইভার টিনের পরিবর্তে কম দামে সাধারণ টিন ব্যবহার করা হয়। যা বিজ্ঞানসম্মত নয়। হ্যা চারি ভবনের টিনের চালের অধিকাংশ টিন নষ্ট হয়ে গেছে , গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ভবনে বাথরুম স্থাপন প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক নয়। প্রকল্পের অর্থে কোন গবেষণা ছাড়াই গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে এসব কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। ফলে ব্লোয়ার, ব্রাইন ওয়াটার ট্যাংক, বাথরুম ব্যবহৃত হচ্ছে না।

১৬.৪ বিদ্যমান গলদা হাচারিগুলোতে প্রতি বছরের এপ্রিল মাসে গলদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের পূর্বে দক্ষিণাঞ্চলের নদী থেকে ডিমওয়ালা মা চিংড়ি সংগ্রহ করতে হয়। গলদা চিংড়ির রেণু পোনা উৎপাদন একটি স্পর্শকাতর প্রযুক্তি তাই খুবই সতর্কতার সাথে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গলদার পোনা চাষ করা হয়। হ্যাচারিগুলোতে কক্সবাজার হতে লোনা পানি আহরণ করা হয়। কিন্তু হ্যাচারিগুলোতে বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গলদা চিংড়ি উৎপাদন, সঠিকভাবে লোনা পানি সংগ্রহ, বিশেষভাবে নদী থেকে মা চিংড়ি সংগ্রহ করা হচ্ছে কিনা, ডিম থেকে শুরু করে ১ মাস বয়স পর্যন্ত সময়ে সঠিক পরিচর্যা করা হয় কিনা এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের মনিটরিং ব্যবস্থা খুবই দুর্বল পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে, হ্যাচারিগুলোতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও জনবল সমস্যা রয়েছে।

১৬.৫ প্রকল্পের অর্থে ১৯টি পুরাতন গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সংস্কার করা হয়। তাপ নিরোধক হিটার, জেনারেটর, ব্লোয়ার, সাবমার্জিবল পাম্প, ব্লেন্ডার, রিফ্রেক্টোমিটার, ব্যালেন্স, মাইক্রোস্কোপ, ক্লোরিন টেস্ট কীট সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পরিদর্শনকালে জানা যায়, অধিকাংশ স্থানে এসব যন্ত্রপাতি পুরাতন ও কম ক্ষমতাসম্পন্ন সরবরাহ করা হয়। ফলে এসব যন্ত্রপাতি কোন হ্যাচারিতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। নওগাঁ পুরাতন গলদা হ্যাচারিতে ১২.৪১ লক্ষ টাকায় সংস্কার কাজ, কুড়িগ্রাম হ্যাচারিতে ১০.৬২ লক্ষ টাকায় সংস্কার, গোপালগঞ্জ হ্যাচারিতে ১২.৪৪ লক্ষ টাকায় সংস্কার, কুষ্টিয়া সদর হ্যাচারিতে ১৭.১৩ লক্ষ টাকায় সংস্কার, বরিশাল হ্যাচারিতে ১৬.৪১ লক্ষ টাকায় সংস্কার, পিরোজপুর সদর হ্যাচারিতে ১২.৪০ লক্ষ টাকায় সংস্কার করা হয়। এসব হ্যাচারিতে যেসব সংস্কার করা হয় তা খুবই নিম্নমানের। ঠিকাদার যথাযথ কাজ না করেই বিল নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হ্যাচারির ম্যানেজার জানান, ঠিকাদার যথাযথভাবে কাজ না করায় ম্যানেজারগণ বিল পরিশোধে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়। তারা আরও জানান, হ্যাচারিগুলোতে যথাযথ সংস্কার করা হলে গলদা চিংড়ি উৎপাদনে অনেক সহায়ক হতো।

১৬.৬ বিদ্যমান গলদা চিংড়ি হ্যাচারিগুলোতে মাছের খাদ্য ক্রয় বাবদ প্রকল্প হতে ১০৯.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু হ্যাচারির ব্যবস্থাপকগণ জানান, প্রকল্প থেকে কয়েকটি হ্যাচারিতে কিছু সংখ্যক খাদ্য সরবরাহ করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বিদ্যমান সবগুলো হ্যাচারিতে লক্ষ্যমাত্রা অনু যায়ী মৎস্য খাদ্য সরবরাহ পরিচালনা করা হয়নি। ফলে এ অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন।

১৬.৭ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু অর্থাৎ ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। অডিটে প্রকল্পের উক্ত সময়কালীন কিছু আপত্তি উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ২টি আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে সাথে অডিট নিষ্পত্তি ও সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল।

১৬.৮ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্প থেকে যেসব আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলোর গায়ে প্রকল্পের নাম মার্কিং করা হয়নি। ফলে রাজস্ব খাত বা কোন প্রকল্প হতে উক্ত মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে তা সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ একই প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন প্রকল্প হতেও মালামাল সরবরাহ করা হয়।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরি , নতুন নির্মিত গলদা হ্যাচারিগুলো চালু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.২ গোপালগঞ্জে ২য় তলা বিশিষ্ট গ্যারেজ ও ড্রাইভার ডরমিটরির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে পূর্ণাঙ্গ বিল ও জামানতের অর্থ পরিশোধ করা আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে এবং কাজ অসম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও জামানতের অর্থ পরিশোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৩ গলদা হ্যাচারি ভবনে আন্ডারগ্রাউন্ড ব্রাইন ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন , বাথরুম রাখা, কম হর্স পাওয়ার ব্লোয়ার মেশিন সরবরাহ, হ্যাচারির ছাদে ফাইভার-এর পরিবর্তে নিম্নমানের সাধারণ টিন দিয়ে নির্মাণ করায় প্রকল্পে র উদ্দেশ্য অনুযায়ী হ্যাচারিগুলোতে যথাযথ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তিগতভাবে যথাযথ সমীক্ষা না করে গলদা হ্যাচারিগুলোতে সংস্কার কাজে ভুল করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া এবং কারণ দর্শানো যেতে পারে;

১৭.৪ গলদা হ্যাচারিগুলোতে বছরের লক্ষ্যমা ত্রা অনুযায়ী চিংড়ি চাষ , মানসম্মত মা চিংড়ি সংগ্রহ , সঠিকভাবে লোনা পানি সংগ্রহ, জনবলের যথাযথ দায়িত্ব পালনের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার করা প্রয়োজন;

১৭.৫ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৯টি পুরাতন গলদা চিংড়ি হ্যাচারির সংস্কা র কাজ যথাযথ সম্পন্ন না করা, কাজের মান নিম্নমানের, কাজ অসম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদারের বিল ও জামানতের অর্থ পরিশোধ করার জন্য মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে দায়ভার নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৬ মাছের খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০৯.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;

১৭.৭ প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা ও ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৮ প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৯ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)

৪.০ প্রকল্প এলাকা : কর্ণফুলী (সিএমপি), চট্টগ্রাম

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১২৬২.০০	৪২৭৮.০০	৪২৫২.৯৭	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৮	+ ২৯৯০.৯৭ (২৩৭%)	+ ৭ বছর (৩৫০%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বর্তমানে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের অত্যাধুনিক ফিশিং ট্রলার, জাহাজ আমদানী, নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ অঞ্চলে বার্জ, টাগবোট, অয়েল ট্যাংকার, ক্যারিয়ার ভেসেল ইত্যাদি জলযানের নির্মাণ ও ব্যবহার দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এ ধরনের জলযানের নির্মাণ, ডকিং-আনডকিং, মেরামত ইত্যাদি কাজের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানী অনেক বড় বড় ট্রলার আমদানী/তৈরী ক রছে। ট্রলার/জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ডকিং সুবিধাদি বৃদ্ধি না পাওয়া য় ট্রলার/ জাহাজগুলো সময়মত প্রয়োজনীয় ডকিং ও মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ফিশিংসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে বিঘ্ন ঘটছে। কর্ণফুলী নদীর পাড়ে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানায় নিজস্ব কোন জমি না থাকায় বেসরকারী বিনিয়োগকারী কর্তৃক ডকইয়ার্ড নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। মৎস্য বন্দরে বিএফডিসির ছোট আকারের স্লিপওয়ে ও ওয়ার্কশপ আছে। এ ওয়ার্কশপের ডকিং ও মেরামত সুবিধাদি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) অধিক ওজন সম্পন্ন ট্রলার/জাহাজ/বার্জের দ্রুত মেরামত ও ডকিং-এর সুবিধাদি প্রদান;
খ) দেশীয়ভাবে নতুন বার্জ ও পন্টুন তৈরীকরণের সুবিধাদি প্রদান;
গ) ডকিং, আনডকিং ও মেরামতের সুবিধাদি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধিকরণ; এবং
ঘ) বেকার, দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) ওয়্যার রোপ- ৫০০০ মিটার
(খ) গ্যানট্রি ক্রেন সংগ্রহ- ১টি, সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন- ১টি, প্লেট বেন্ডিং মেশিন- ১টি
(গ) কফার ড্যাম নির্মাণ- ১টি, উইঞ্চ হাউজ নির্মাণ- ১টি
(ঘ) মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ- ২টি
(ঙ) ডলফিন জেটি নির্মাণ- ৬টি
(চ) টি-হেড জেটি নির্মাণ- ১টি
(ছ) স্লিপওয়ে ও গ্যানটি ক্রেন রেলওয়ে স্থাপনার মধ্যকার নির্মাণ কাজ
(জ) স্লিপওয়ে ও নদীর তীর সংলগ্ন রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কনসালটেন্সি ফি	থোক	-	১১০.২৫	-	১১০.২৫
২	অন্যান্য ব্যয়	থোক	-	৩০.০০	-	২৯.৯৭
৩	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	-	২৫.০০	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১৬৫.২৫**		**১৪০.২২**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
৪	মোটরযান	সংখ্যা	১	২০.৯৩	১	২০.৯৩
৫	হয়েস্টিং উইঞ্চ ও সরঞ্জামাদি	সেট	১	১৭৫.০০	১	১৭৫.০০
৬	লেদ মেশিন	সেট	১	৩২.২৭	১	৩২.২৭
৭	ওয়্যার রোপ	মিটার	৫০০০	৪৯.৫০	৫০০০	৪৯.৫০
৮	স্যান্ড ব্লাসটিং মেশিন	সেট	১	৩৪.৯৮	১	৩৪.৯৮
৯	হাই প্রেসার পাম্প ও যন্ত্রাংশ	সেট	২	৭.৯০	২	৭.৯০
১০	ক্যাপস্টেন এন্ড বোলার্ড	সংখ্যা	১৮	১০৬.৪৪	১৮	১০৬.৪৪
১১	কপিকল (Pully)	সংখ্যা	১৬	১৫.০০	১৬	১৫.০০
১২	কম্পিউটার	সংখ্যা	২	১.৯৮	২	১.৯৮
১৩	ফ্যাক্স মেশিন	সেট	১	০.৪৮	১	০.৪৮
১৪	টেলিফোন	সেট	৫	০.২৪	৫	০.২৪
১৫	ওয়েল্ডিং সেট	সেট	২০	১৪.০০	২০	১৪.০০
১৬	ডিজেল অপারেটেড ওয়েল্ডিং সেট	থোক	-	১৮.০০	-	১৮.০০
১৭	ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবল	থোক	-	৪৭.৯১	-	৪৭.৯১
১৮	চলমান ক্রেন	সেট	১	৩৫.০৭	১	৩৫.০৭
১৯	এয়ারলেস স্প্রে পেইন্টিং সেট	-	-	৪.৫৭	-	৪.৫৭
২০	গ্যানট্রি ক্রেন সংগ্রহ	সংখ্যা	১	৩৭৫.৯০	১	৩৭৫.৯০
২১	সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন	সংখ্যা	১	১৩০.৫০	১	১৩০.৫০
২২	প্লেট বেন্ডিং মেশিন	সংখ্যা	১	১০৮.৯০	১	১০৮.৯০
২৩	হেভি কার্ট টোয়ার	সংখ্যা	১	৫০.০০	১	৫০.০০
২৪	কফার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	১	১৮৭.০০	১	১৮৭.০০
২৫	মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ	সংখ্যা	২	১৪৪৭.৭৫	২	১৪৪৭.৭৫
২৬	উইঞ্চ হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	২০.৭০	১	২০.৭০
২৭	ক্রাডল/ট্রলি নির্মাণ	থোক	২৪	১৩৭.৪৭	২৪	১৩৭.৪৭
২৮	ডলফিন জেটি নির্মাণ	সংখ্যা	৬	১৫০.০০	৬	১৫০.০০
২৯	টি-হেড জেটি নির্মাণ	সংখ্যা	১	১৩৫.৭২	১	১৩৫.৭২
৩০	স্লিপওয়ে ও গ্যানটি ক্রেন রেলওয়ে স্থাপনার মধ্যকার নির্মাণ কাজ	থোক	-	৩৭৭.০০	-	৩৭৭.০০
৩১	স্লিপওয়ে ও নদীর তীর সংলগ্ন রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	থোক	-	৩৭০.৫২	-	৩৭০.৫২
৩২	ইলেকট্রিক ওয়্যারিং, ইলেক্ট্রিক মোটর, ট্রান্সফর্মার, প্যানেল বোর্ড, ম্যাগনেটিক স্টার্টার, সার্কিট ব্রেকারস, বিভিন্ন ল্যাম্প, কন্ট্রোল ও অন্যান্য, সাব-স্টেশন হাউজ নির্মাণ	থোক	-	৫৭.০২	-	৫৭.০২
	উপ-মোট (মূলধন):			**৪১১২.৭৫**		**৪১১২.৭৫**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৪২৭৮.০০**		**৪২৫২.৯৭**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ১২৬২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯/১০/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২৬/১০/২০০৯ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

প্রকল্প ১ম সংশোধনঃ

- প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ড্রইং , ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য একাধিকবার দরপত্র আহবান করেও পরামর্শক পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বুয়েট-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়;
- নির্মাণ সামগ্রীর বাজারমূল্য বৃদ্ধি , স্লিপওয়ের দৈর্ঘ্য ১২০ মিটার থেকে ২১০ মিটার উন্নিতকরণের ফলে প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭৯০.০০ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে ২৪/০৪/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়;
- ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী স্লিপওয়ের প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা সর্বনিম্ন দরপত্রের মূল্য ৫৬% বেশি হওয়ায় প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ২৭৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৩/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ৩য় সংশোধিত প্রকল্পে কিছু নতুন অংগ অন্তর্ভুক্ত করে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি ৪২৭৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়।
- ক্যাপস্টেন এন্ড বোলার্ড, ইলেকট্রিক ক্যাবল, ওয়েল্ডিং সেট, গ্যান্ট্রি ক্রেন, প্লেট কাটিং মেশিন, ক্রাডল ট্রলি, ডলফিন জেটি, টি-হেড জেটি, রেলওয়ে স্থাপন, রিটেইনিং ওয়াল, বিবিধ খরচ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং হয়েস্টিং উইঞ্চ , কপার ড্যাম, স্লিপওয়ে খাতে ব্যয় হ্রাস করে ০৮/১০/২০১৭ তারিখে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় অনুমোদন করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	৪৫.০০	৪৫.০০	-	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	-
২০১০-২০১১	২৫০.০০	২৫০.০০	-	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	-
২০১১-২০১২	১০০.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	-
২০১২-২০১৩	১০.০০	১০.০০	-	১০.০০	১০.০০	১০.০০	
২০১৩-২০১৪	১২০০.০০	১২০০.০০	-	১২০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	-
২০১৪-২০১৫	৪১১.২৫	৪১১.২৫	-	৪১১.২৫	৪১১.২৫	৪১১.২৫	-
২০১৫-২০১৬	-	-	-	-	-	-	-
২০১৬-২০১৭	১৬৭৪.০০	১৬৭৪.০০	-	১৬৭৪.০০	১৬৭৪.০০	১৬৭৪.০০	-
২০১৭-২০১৮	৫৮৭.৭৫	৫৮৭.৭৫	-	৫৬২.৭২	৫৬২.৭২	৫৬২.৭২	-
মোটঃ	**৪২৭৮.০০**	**৪২৭৮.০০**	-	**৪২৫২.৯৭**	**৪২৫২.৯৭**	**৪২৫২.৯৭**	**-**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	কমান্ডার এম আব্দুল কাদের	২২.১০.২০১০	২০.০৩.২০১৪

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০২	কমান্ডার ইফতেখারুল হাই চৌধুরী	২০.০৩.২০১৪	১৩.০৮.২০১৪
০৩	কমান্ডার জামাল আশরাফ	১৩.০৮.২০১৪	২৭.০৬.২০১৬
০৪	কমান্ডার এম আকতারুজ্জামান	২৭.০৬.২০১৬	০১.০২.২০১৭
০৫	কমান্ডার এম মনিরুল ইসলাম	০১.০২.২০১৭	৩০.০৬.২০১৮

১৩.০ <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ</u>

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় ১ সেট হয়েস্টিং উইঞ্চ ও সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ কর্ণফুলী নদীর তীরে বিএফডিসি 'র ২টি মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ বাবদ ১৪৪৭.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ ১৮টি ক্যাপস্টেন এন্ড বোলার্ড ও ১টি গ্যানট্রি ক্রেন ক্রয় বাবদ যথাক্রমে ১০৬.৪৪ লক্ষ টাকা ও ৩৭৫.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ ১টি সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন ও টি প্লেট বেন্ডিং মেশিন ক্রয় বাবদ যথাক্রমে ১৩০.৫০ লক্ষ টাকা ও ১০৮.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ ১টি কফার ড্যাম নির্মাণ, ২৪টি ক্রাডল/ট্রলি নির্মাণ বাবদ যথাক্রমে ১৮৭.০০ লক্ষ টাকা ও ১৩৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ ৬টি ডলফিন জেটি নির্মাণ ও ১টি টি-হেড জেটি নির্মাণ বাবদ যথাক্রমে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ও ১৩৫.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ স্লিপওয়ে ও গ্যানটি ক্রেন রেলওয়ে নির্মাণ এবং কর্ণফুলী নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে স্লিপওয়ে ও নদীর পাশে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ বাবদ যথাক্রমে ৩৭৭.০০ লক্ষ টাকা ও ৩৭০.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

আইএমইডি কর্তৃক ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে চট্টগ্রাম কর্ণফুলী উপজে লায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের মৎস্য বন্দরে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ের ডকইয়ার্ডে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ের মহাব্যবস্থাপক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় অধিক ওজন সম্পন্ন ট্রলার , জাহাজ, বার্জ ও অন্যান্য জলযান ডকিং , আনডকিং ও মেরামত করা , পল্টুন, টাগ, বার্জ, ট্রলার ইত্যাদি তৈরি করা , ডকিং, আনডকিং ও মেরামতের সুবিধাদি সম্প্রসারণের মা ধ্যমে মৎস্য বন্দরের আয় বৃদ্ধি করা, দেশের বেকার, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তীরে ইছানগর বিএফডিসি'র মৎস্য বন্দরের নিজস্ব জমিতে কর্ণফুলী নদীর সাথে সংযুক্ত করে ২টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হয়।

১৪.২ ২টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য মেশিনারিজ স্থাপন করা হয়। যেমন - লেদ মেশিন, স্যান্ড বাস্টিং মেশিন, হাই প্রেসার পাম্পসহ মটর , ক্যাপস্টেন ও বোলার্ড, পুলি, ওয়েল্ডিং সেট, মুভেবল ক্রেন, গেন্ট্রি ক্রেন, সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন, প্লেট বেন্ডিং মেশিন, হেভি কার্ট টাওয়ার, কপার ড্যাম, উইঞ্চ হাউজ নির্মাণ, ডলফিন জেটি নির্মাণ, টি-হেড জেটি নির্মাণ, স্লিপওয়ে রেল স্থাপন, রিটেইনিং ওয়াল, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়। বিএফডিসি চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ক্যাম্পাসে অভ্যন্তরীণ রাস্তা আরসিসি ঢালাই করা হয়। ফলে হেভি ট্রলার/জাহাজ তৈরি ও মেরামত করা, টি-হেড জেটিতে জাহাজ নোঙ্গর করা, জাহাজ মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ ও টি -হেড জেটি স্থাপন করায় সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৪.৭ স্থির চিত্রসমূহঃ



জাহাজ ওঠানোর জন্য ক্যাপস্টেন ও বোলার্ড





জাহাজ নোঙ্গর করার ডলফিন জেটি



জাহাজ টেনে ওঠানোর উইঞ্চ হাউজ ও উইঞ্চ মেশিন



জাহাজে মেরামতের নির্মাণ সামগ্রী উঠানামার জন্য গ্যান্ট্রি ক্রেন



রিটেইনিং ওয়াল দুর্বলভাবে নির্মাণ করা হয়



স্যান্ড ব্লাস্টিং মেশিন



টি-হেড জেটি নির্মাণ

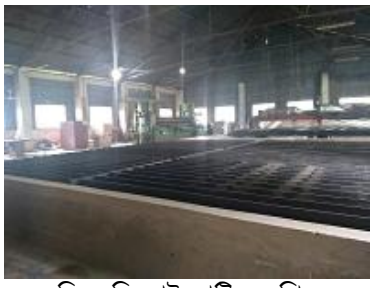

সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন



২টি স্লিপওয়েতে ২টি জাহাজ মেরামত করা হচ্ছে



বিএফডিসি'র সেডে জাল তৈরির জন্য ভাড়া দেয়া হয়



অব্যবহৃত পাম্প



সিএনসি প্লেট বেন্ডিং মেশিন



মুভেবল ক্রেন

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) অধিক ওজন সম্পন্ন ট্রলার/জাহাজ/ বার্জের দ্রুত মেরামত ও ডকিং -এর সুবিধাদি প্রদান;	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের নিজস্ব জমিতে বর্তমান মেরিন ওয়ার্কশপের পশ্চিম পাশে কর্ণফুলী নদীর সাথে সংযুক্ত করে ২টি চ্যানেল বিশিষ্ট মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হয়। উক্ত স্লিপওয়েতে অধিক ওজনসম্পন্ন ট্রলার, জাহাজ, বার্জ মেরামত ও ডকিং-এর সুবিধা রাখা হয়। ফলে প্রায় ১২০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ ডকিং করা যাবে।
২) দেশীয়ভাবে নতুন বার্জ ও পল্টুন তৈরীকরণের সুবিধাদি প্রদান;	কর্ণফুলী নদীর পানির স্রোত ও নাব্যতা বিবেচনা করে এ.এস. সীট পাইলিং করে কপার ড্যাম্প, টি-হেড জেটি, ডলফিন জেটি নির্মাণ করা হয়।
৩) ডকিং, আনডকিং ও মেরামতের সুবিধাদি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধিকরণ; এবং	নতুন ট্রলার তৈরি এবং পুরাতন ট্রলার/জাহাজ মেরামতের উদ্দেশ্যে স্লিপওয়ে, সিডব্লক নির্মাণ, উইঞ্চ হাউজ নির্মাণ, লেদ মেশিন, মুভেবল ক্রেন, গ্যান্ট্রি ক্রেন, কপার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। এতে চ্যানেল স্লিপওয়েতে ট্রলার ও জাহাজ ডকিং, আনডকিং ও মেরামত করে প্রচুর রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে।
৪) বেকার, দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	বিএফডিসি'র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের পাশে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ করায় বর্তমানে একত্রে ২টি ট্রলার/জাহাজ মেরামত ও তৈরি করা সম্ভব হবে। জাহাজ মেরামত, নতুন জাহাজ নির্মাণ, লেদ মেশিন, হোস্টিং উইঞ্চ, স্যান্ড ব্লাস্টিং মেশিন ও অন্যান্য মেশিন স্থাপন করায় এসব কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মেশিন পরিচালনায় অনেক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক সম্পৃক্ত রয়েছে। এতে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ সরকারীভাবে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নি র্মাণ বাংলাদেশে প্রথম উদ্যোগ। কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী বিএফডিসির নিজস্ব সম্পত্তি এবং ওয়েটলেন্ডসহ নদীর মালিকানা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বিধায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (বুয়েট) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নকশা অনুমোদনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ -এর নিকট প্রেরণ করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ স্লিপওয়ের দৈর্ঘ্য ১৯৯ মিটার করার জন্য অনুমোদন প্রদান করে। এছাড়া কর্ণফুলী নদীর স্রোত, জোয়ার-ভাটা ও জোয়ারের পানির উচ্চতা বিবেচনায় পানির অংশের কাজ করার জন্য শীত মৌসু ম উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে নির্মাণ কাজ বিলম্ব করা হয়। মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণের ড্রয়িং ও ডিজাইন প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুয়েটের প্রকৌশলীদের নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু বুয়েটের ডিজাইনে স্লিপওয়ে স্থাপন , লাইটিং সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত না করা, রিটেইনিং ওয়াল, ডলফিন জেটির ডিজাইন, ইলেকট্রিক ওয়ারিং কাজে বার বার ডি জাইন পরিবর্তন করায় প্রকল্পটি ৩ বার সংশোধন, ১ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি, ১ বার আন্তঃখাত সমন্বয় করে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। মূল প্রকল্পে বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল ২ বছর অর্থাৎ জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্য য় ১২৬২.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তিতে মেয়াদকাল ৯ বছরে (৩৫০%) শেষ হয় এবং ব্যয় ২৯৯০.৯৭ লক্ষ টাকা (২৩৭%) অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়।

১৬.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণের সংস্থান ছিল। অর্থাৎ মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হলে একত্রে কয়েকটি জাহাজ মেরামত ও তৈরি করা সম্ভব ছিল। পরিদর্শনকালে উপস্থিত প্রকৌশলীগণ জানান , প্রকল্পের অর্থে মাত্র ২টি স্লিপওয়ে স্থাপন করা হয়। স্লিপওয়ের স্লোপ যথাযথভাবে ঢালু না হওয়ায় একত্রে একাধিক জাহাজ স্লিপওয়েতে রাখা সম্ভব নয়। বিদ্যমান স্লিপওয়েতে একই সময়ে মাত্র ২টি জাহাজ মেরামতের জন্য রাখা সম্ভব

হবে। ফলে স্লিপওয়ের অধিকাংশ স্থান অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে ডকইয়ার্ডের প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং জাহাজ নির্মাণ/মেরামতে প্রচুর রাজস্ব আয় সম্ভব। ফলশ্রুতিতে বিএফডিসি প্রচুর রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৬.৩ প্রকল্পটি ৯ বছরে বাস্তবায়িত হয়। এ মেয়াদকালে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মহাব্যবস্থাপক পদে পদায়নরত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৫ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে পিডি'র দায়িত্ব পালন করেন। কোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন হলে প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ কিছুটা ব্যাহত হয় এবং প্রকল্প মেয়াদকাল ও ব্যয় দীর্ঘায়িত হয়।

১৬.৪ মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ইউনিটে প্রকল্পের সংগ্রহকৃত যন্ত্রপাতি ও মেশিন রাখার জন্য কোন সেড নেই। ফলে অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি বিএফডিসি 'র পুরাতন সেডে রাখা হয়। যেমন - সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন , লেদ মেশিন, স্যান্ড ব্লাস্টিং মেশিন, হাই প্রেসার পাম্প, জেনারেটর, প্লেট বেন্ডিং মেশিন, ইত্যাদি। এসব যন্ত্রপাতিগুলো অধিকাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন , লেদ মেশিন, স্যান্ড ব্লাস্টিং মেশিন বিএফডিসি 'র সেডে রাখায় এসব মেশিন থেকে আহরণকৃত অর্থ বিএফডিসি 'র মৎস্য ব ন্দরের খাতে জমা করা হয়। মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ইউনিটের ফান্ডে জমা করা হয় না। যদিও দুটি প্রতিষ্ঠানই বিএফডিসি 'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তদাপিও প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত সম্পদ থেকে আহরণকৃত অর্থ মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ইউনিটে জমা করা সমীচীন হবে।

১৬.৫ প্রকল্পের অর্থে চট্টগ্রাম বিএফডিসি মৎস্য বন্দরের অভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়ন করা হয়। এতে মৎস্য বন্দরের অভ্যন্তরে জনগণ ও যানবাহন চলাচলে উপকৃত হয়েছে। তবে স্লিপওয়ের পাশে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ কিছু দুর্বল হয়েছে প্রতীয়মান হয়।

১৬.৬ বিএফডিসি মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ের অনুকূলে কিছু জায়গা বরাদ্দ করেছে। লক্ষ্য করা যায়, উক্ত জায়গাগুলোর কিছু মৎস্য বন্দর বর্তমানে ব্যবহার করছে এবং সেখানে মৎস্য বন্দর জাহাজ মেরামত কাজ করছে। মাল্টি চ্যানেলের বিদ্যুৎ লাইন মৎস্য বন্দর ব্যবহার করছে কিন্তু কোন বিল প্রদান করছে না। এ বিষয়ে বিএফডিসি'র দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৭ বর্তমানে বিএফডিসি চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কিছু সেড ও স্থান যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে জাহাজ /ট্রলার নোঙ্গার বাবদ ভাড়া আদায় , জাহাজ মেরামত, নতুন পল্টুন নির্মাণ , জাল তৈরি, মৎস্য ট্রলার অবস্থান করা বাবদ প্রচুর রাজস্ব আয় করা সম্ভব। পরিদর্শনকালে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান, মৎস্য সংগ্রহের মৌসুমে প্রচুর জাহাজ /ট্রলার ঘাটে ভিড় জমায় এবং চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে যথেষ্ট স্থান রয়েছে। এসব জাহাজ /ট্রলার হতে খাতভিত্তিক প্রতিদিন নির্ধারিত হারে অর্থ আহরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের সকল স্থান যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে সরকারের প্রচুর রাজস্ব আয় হবে। বিভিন্ন মহলের হাত হতে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের সকল স্থান রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৭.১ প্রকল্পটি ২ বছরের স্থলে ৯ বছরে সমাপ্ত হয় এতে মেয়াদকাল ৭ বছর (৩৫০%) অতিক্রান্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৭% বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পটি বিলম্বে বাস্তবায়নের ফলে জনগণ প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব হয় ও প্রকল্পের কার্যক্রম হতে রাজস্ব আহরণও বিলম্ব হয়। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার বার সংশোধন পরিহার করতে হবে;

১৭.২ বার বার সংশোধন করেও প্রকল্পের অর্থে ২টি স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হয়। স্লিপওয়েতে স্লোপ কম রাখায় একত্রে ২/৩টি জাহাজ মেরামত করা যাচ্ছে না। এতে প্রচুর রাজস্ব আয় হতে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ইউনিট বঞ্চিত হচ্ছে। স্লিপওয়েতে স্লোপ কম রাখার ব্যর্থতার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৩ প্রকল্পের অর্থে সংগৃহীত সকল মেশিনারী থেকে আয় মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ইউনিটের অনুকূলে জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে বিএফডিসি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৪ মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জায়গায় মৎস্য বন্দরের জাহাজ/পল্টুন মেরামত কার্যক্রম অন্যত্র সরিয়ে নেয়া এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের আলাদা বিদ্যুৎ সংযোগ রাখা সমীচীন হবে;

১৭.৫ বিএফডিসি'র মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সকল স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭.৬ বিএফডিসি'র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মূল্যবান সম্পদ ও সেডগুলো যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিএফডিসি মৎস্য বন্দরের স্থানগুলো যেন বহিরাগত কোন দখলদার কর্তৃক অবৈধভাবে দখল না হয় সেজন্য স্থানগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৭ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে এবং ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে;

১৭.৮ প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৯ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৭৮৫.৩২	৪৫৬৪.১৭	৪৩৭২.২৭	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮	১৫৮৬.৯৫ (৫৭%)	৩ বছর (১০০%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং প্রাণিসম্পদ খাত কৃষি খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ২.৭৯%। সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি খাতে বিপুল সংখ্যক হাঁস-মুরগী, ছাগল, ভেড়ার জন্য মাঝারি এবং ছোট আকারের ডেইরী ফার্ম স্থাপিত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ পালন ও পোল্ট্রি পালন ব্যবস্থাপনা করা, উদ্যোক্তা উন্নয়নকারীদের ডেইরী, বীফ ফেটেনিং, পোল্ট্রি, গোট, শিপ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ডেইরী এবং পোল্ট্রি প্রোডাক্ট প্রসেসিং, গবাদিপশু জাত দ্রব্যাদি (হাড়, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের) প্রসেসিং, কৃত্রিম প্রজননকর্মী, টিকা প্রদানকারী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রাণিসম্পদের চাহিদা পূরণের জন্য দেশের কৃষকদের গবাদিপ্রাণি হাঁস-মুরগী প্রতিপালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন, প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে খামার স্থাপন কর্মকান্ডকে জোরদার ও গতিশীল করার জন্য দেশে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) প্রাণিসম্পদ শিল্প উদ্যোক্তা, টিকা প্রদানকারী, কৃত্রিম প্রজননকারী কর্মী/স্বেচ্ছাসেবীদেরকে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে সনদ বিতরণ;
২) প্রাণিসম্পদ বিভাগে দক্ষ এবং মানসম্পন্ন জনশক্তির বর্ধিতা চাহিদা পূরণ করা;
৩) প্রাণিসম্পদ এবং পোল্ট্রির রোগ অনুসন্ধান, প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) যানবাহন ক্রয়- জীপ ১টি, ডাবল কেবিন পিক-আপ ১টি, মিনি বাস ১টি, মোটর সাইকেল ৬টি;
(খ) এফডিআইএল-এর যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও ভেটেরিনারী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
(গ) অফিস ভবন ও আবাসিক ভবনের জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ;
(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন ৫ একর;
(ঙ) প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা)- ২০২০৭ ব:মি:;
(চ) ছাত্র হোস্টেল ও ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ (৪ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা)- ১৫৪১ ও ১২৮২ ব:মি:;
(ছ) মসজিদ নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)- ১০০ ব:মি:;

(জ) এফডিআইএল ভবন নির্মাণ (৪ তলা ভিতের ওপর ২ তলা)- ৫৫৫ ব:মি:;

(ঝ) ভেটেরিনারী ক্লিনিক নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)- ১২০ ব:মি:;

(ঞ) অফিসার্স ডরমিটরি ভবন নির্মাণ- ৬১৫ ব:মি:;

(ট) স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ- ৮২৫ ব::মি:;

(ঠ) প্রিন্সিপাল কাম পিএসও কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ- ৩১৫ ব:মি:;

(ড) গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ-৫৭৪ ব:মি:;

(ঢ) ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক, ডিপ টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ লাইন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ;

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	২	১৫.৯৩	-	০
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	১	৪.৪১	১	৪.৪১
৩	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাতাদি	জন	৩	২০.০৩	৩	৩.৬১
৪	টিএ/ডিএ	থোক	৩	২.৮০	৩	২.৮০
৫	পৌর কর	থোক	-	০	-	০
৬	ভূমি কর	থোক	-	১.০০	-	০
৭	ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	১০	১.০০	১০	০.৯৬
৮	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	৫	০.৫০	৫	০.০০
৯	যানবাহনের ফিটনেস	সংখ্যা	৯	০.২০	৯	০.০৮
১০	যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি	সংখ্যা	৯	৫.২০	-	০
১১	বিদ্যুৎ বিল	থোক	-	৪.০০	-	০.৪৭
১২	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	-	১৭.৯৬	-	১৭.৬৬
১৩	ফুয়েল (জেনারেটর)	সংখ্যা	১	১.৫০	১	১.০০
১৪	প্রিন্টিং ও ট্রেনিং মডিউল ও অন্যান্য	সংখ্যা	৫০০০	১০.৫০	৫০০০	১০.৫০
১৫	অফিস ষ্টেশনারী, সিল ও ষ্ট্যাম্পস	থোক	-	৫.০০	-	৫.০০
১৬	বিজ্ঞাপন ইত্যাদি	থোক	-	৭.০০	-	৭.০০
১৭	উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ	থোক	-	৪০.০০	-	১২.২২
১৮	বৈদেশিক শিক্ষা সফর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১০	৩০.০০	১০	৩০.০০
১৯	অনিয়মিত শ্রমিক	সংখ্যা	১৬	১০.০০	১০	১০.০০
২০	কেমিক্যালস ও রি-এজেন্ট	থোক	-	১৫.০০	-	১৪.৯৮
২১	ফডার সিড ও কাটিং	থোক	-	১.৫০	-	১.৫০
২২	সার ও গোবর ইত্যাদি	থোক	-	১.০০	-	১.০০
২৩	টিকা ও ওষুধ (প্রদর্শনী প্রাণী)	থোক	-	২.০০	-	২.০০
২৪	ডেইরী ফার্মের জন্য দানাদার খাদ্য	থোক	-	৫.০০	-	৪.৯৫
২৫	ছাগলের দানাদার খাদ্য	থোক	-	২.০০	-	২.০০
২৬	দানাদার খাদ্য (বিফ প্রদর্শনী)	থোক	-	৪.০০	-	৩.৯৬
২৭	দানাদার খাদ্য (শিপ প্রদর্শনী)	থোক	-	২.০০	-	২.০০
২৮	দানাদার খাদ্য (পোল্ট্রি ফার্ম প্রদর্শনী)	থোক	-	২.০০	-	২.০০
২৯	ইঞ্জিনিয়ার কনসাল্টিং ফি	থোক	-	৩০.০০	-	৩০.০০
৩০	মডিউল তৈরির জন্য সম্মানী ফি	থোক	-	৪.১৩	-	৪.১৩
৩১	সম্মানী	থোক	-	৫.০০	-	৪.৯৯
৩২	বিশেষ ব্যয়/প্রকল্প মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	-	৩.৮১	-	৩.৮১
৩৩	অন্যান্য আনুষঙ্গিক	থোক	-	৫০.০০	-	৪৯.৯৩
৩৪	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	১০.০০	-	১০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৩১৪.৪৭**		**২৪২.৯৬**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
৩৫	জীপ গাড়ী ক্রয়	সংখ্যা	১	৭২.০০	১	৪৩.০৫
৩৬	ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	১	৪৫.১৯	১	৪৫.১৯
৩৭	মিনি বাস ক্রয়	সংখ্যা	১	৮০.০০	১	৭২.৩০
৩৮	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	সংখ্যা	৬	৯.০০	৬	৮.৫৫

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯	মাল্টিমিডিয়া সেট	সংখ্যা	১	১.৫০	১	১.৫০
৪০	এফ ডি আই এল-এর যন্ত্রপাতি	থোক	-	২০০.৯২	-	২০০.৪০
৪১	ট্রেনিং সেন্টারের যন্ত্রপাতি	থোক	-	৩১.৬২	-	৩০.৯৭
৪২	ভেটেরিনারী হাসপাতালের যন্ত্রপাতি	থোক	-	১০৭.০৮	-	১০৫.৩৪
৪৩	ফার্মের যন্ত্রপাতি	থোক	-	৫১.২০	-	৪.৯৫
৪৪	ইনসিনারেটর মেশিন	সংখ্যা	১	৩০.০০	১	২৯.৮৯
৪৫	ডেস্কটপ কম্পিউটার-৯টি, ল্যাপটপ কম্পিউটার-১টি (প্রিন্টার ও এক্সেসরিজ)	সংখ্যা	১০	৭.০০	১০	৭.০০
৪৬	স্ক্যানার	সংখ্যা	৩	১.০০	৩	১.০০
৪৭	প্রকল্প অফিসের আসবাবপত্র	থোক	-	৪.৩৫	-	৪.৩১
৪৮	এফডিআইএল এবং ট্রেনিং সেন্টারের আসবাবপত্র	থোক	-	৪৬.৬২	-	৪৩.৩০
৪৯	ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেলের আসবাবপত্র	থোক	-	৩৮.৯৩	-	৩৮.৯০
৫০	৫টি টেলিফোন স্থাপন (মডেমসহ)	সংখ্যা	৫	৬.৫০	৫	৬.৫০
৫১	১০টি মডেমসহ ইন্টারনেট লাইন সংযোগ	সংখ্যা	১০	০.৩৫	১০	০.৩৫
৫২	ইনষ্টিটিউটের জন্য জেনারেটর (৫০ কেভিএ)	সংখ্যা	১	২০.০০	১	১৮.৯০
৫৩	গরু ক্রয়	সংখ্যা	১০	৫.০০	১০	৫.০০
৫৪	বিফ ক্যাটল ক্রয়	সংখ্যা	১০	৫.০০	১০	৫.০০
৫৫	ছাগল ক্রয়	সংখ্যা	৩০	৩.৬০	৩০	৩.৬০
৫৬	ভেড়া ক্রয়	সংখ্যা	৩০	৩.৬০	৩০	৩.৬০
৫৭	মুরগী ক্রয়	সংখ্যা	২০০	০.৬০	২০০	০.৬০
৫৮	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৫	১১৫.৭৫	৫	১১৫.৭৫
৫৯	ভূমি উন্নয়ন	একর	৫	২৫৩.২০	৫	২৫৩.২০
৬০	প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা)	বঃমিঃ	২০২০৭	৬৭১.০০	২০২০৭	৬৭০.০৮
৬১	ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ (৪ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা)	বঃমিঃ	১৫৪১	৫৩৩.৪০	১৫৪১	৫৩৩.৪০
৬২	ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ (৪ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা)	বঃমিঃ	১২৮২	৪৪৯.৮৮	১২৮২	৪৪৯.৮৮
৬৩	মসজিদ নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	১০০	৪৯.৮৯	১০০	৪৯.৮৪
৬৪	ইনসিনারেটর হাউস নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	৫০	২০.০০	৫০	১৯.৯২
৬৫	এফডিআইএল ভবন নির্মাণ (৪ তলা ভিতের ওপর ২ তলা)	বঃমিঃ	৫৫৫	২০৯.৮৮	৫৫৫	২০১.০৮
৬৬	ভেটেরিনারী ক্লিনিক নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	১২০	৫০.৮৫	১২০	৪১.৯৭
৬৭	ক্যাটল সেড নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	১০০	৩৮.৫৮	১০০	৩৮.৫৩
৬৮	পোল্ট্রি সেড নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	৫০	২০.৩৬	৫০	২০.৩৩
৬৯	গোট সেড নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	৫০	২০.৩৬	৫০	২০.৩৪
৭০	শিপ সেড নির্মাণ (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	৫০	২০.৩৬	৫০	২০.২৮
৭১	অফিসার্স ডরমিটরি ভবন নির্মাণ	বঃমিঃ	৬১৫	১৯৩.৬৭	৬১৫	১৯২.৪০
৭২	স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ	বঃমিঃ	৮২৫	২৫৭.৪৮	৮২৫	২৪৯.৩৬
৭৩	প্রিন্সিপাল কাম পিএসও কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বঃমিঃ	৩১৫	১২৩.৪২	৩১৫	১২৩.৩২
৭৪	গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	বঃমিঃ	৫৭৪	১৬০.০০	৫৭৪	১৫৯.৯৯
৭৫	ওভারহেড বিদ্যুতায়নের কাজ ৩০০ কেভিএ সাবস্টেশন	থোক	-	১০১.০০	-	১০১.০০
৭৬	ছাত্রী হোস্টেলের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	রাঃমিঃ	৯২	৮.১৬	৯২	৮.১৫
৭৭	গার্ড হাউস (১ তলা ভিতের ওপর ১ তলা)	বঃমিঃ	১৪	৬.৩৯	১৪	৬.৩৫
৭৮	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক, ডিপ টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ লাইন ও পাম্প হাউজ	থোক	-	৭০.০০	-	৬৯.৮১
৭৯	ড্রেন ও এপ্রোন	থোক	-	৩৫.০০	-	৩৪.৯৪
৮০	অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও এপ্রোচ রোড	থোক	-	৬০.০০	-	৫৯.৯৩
৮১	বায়োগ্যাস প্লান্টসহ লাইন সংযোগ	থোক	-	১০.০০	-	১০.০০
	উপ-মোট (মূলধন):			**৪২৪৯.৬৯**		**৪১২৯.৩১**
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি:			০		০
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি:			০		০
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৪৫৬৪.১৭**		**৪৩৭২.২৭**

৯.০ **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

মূল প্রকল্পটি ২ ৭৮৫.৩২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প সংশোধনঃ

- প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তন এবং নির্মাণ সামগ্রীর বাজারমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী প্রাক্কলন করার ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি। নির্মাণ কাজে পাইলিং ফাউন্ডেশন করা;
- ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল ৩য় তলার পরিবর্তে ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা;
- প্রিন্সিপাল/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার বাসভবন নির্মাণ অঙ্গ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বৈদেশিক শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ ও ফিড এডিটিভস ক্রয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- জীপ গাড়ী ক্রয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
- প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

- মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে জমি অধিগ্রহণ মূল্য বৃদ্ধি, যানবাহন মূল্য সাশ্রয়, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে সমন্বয়ের কারণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ২১/০৪/২০১৪ তারিখে ১মবার আন্তঃখাত সমন্বয় অনুমোদন করা হয়।
- ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৩০৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০১/০৩/২০১৫ তারিখে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৪৫৬৪.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৯/০২/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে প্রধান গেট নির্মাণে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলের খাট, বিছানা, তৈজসপত্র ক্রয় খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ কার্যকর হওয়ায় প্রকল্পের জনবলের বেতন -ভাতাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ক্যাম্পাসে সবুজায়নে র জন্য বিবিধ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৬/২০১৮ তারিখে ২য়বার আন্তঃখাত সমন্বয় অনুমোদন করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১২-২০১৩	৬০.০৮	৬০.০৮	-	৬০.০৮	৬০.০৮	৬০.০৮	-
২০১৩-২০১৪	১২১.৭২	১২১.৭২	-	১২১.৭২	১২১.৭২	১২১.৭২	-
২০১৪-২০১৫	১৪৫.৭০	১৪৫.৭০	-	১৪৫.৭০	১৪৫.৭০	১৪৫.৭০	-
২০১৫-২০১৬	৯৭৭.৪৬	৯৭৭.৪৬	-	৯৭৭.৪৩	৯৭৭.৪৩	৯৭৭.৪৩	-
২০১৬-২০১৭	১৬৩৬.৫৩	১৬৩৬.৫৩	-	১৬৩৬.৫৩	১৬৩৬.৫৩	১৬৩৬.৫৩	-
২০১৭-২০১৮	১৪৩০.৮১	১৪৩০.৮১	-	১৪৩০.৮১	১৪৩০.৮১	১৪৩০.৮১	-
মোটঃ	**৪৩৭২.৩০**	**৪৩৭২.৩০**	-	**৪৩৭২.২৭**	**৪৩৭২.২৭**	**৪৩৭২.২৭**	-

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	ডা: মোঃ মিজানুর রহমান সহকারী পরিচালক (লীভ রিজার্ভ)	০১.০৩.২০১৩	৩০.০৬.২০১৮

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ **ভূমি অধিগ্রহণঃ** প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১১৫.৭০ লক্ষ টাকায় ৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

১৩.২ **ভূমি উন্নয়নঃ** অধিগ্রহণকৃত ৫ একর জমি নীচু হওয়ায় মাটি ভরাট করে ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন বাবদ ২৫৩.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৩ **প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণঃ** ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন (২২০৭ বঃমিঃ) নির্মাণের জন্য ৬৭১.০০ লক্ষ টাকা আরডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে। ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণে ব্যয় হয় ৬৭০.০৮ লক্ষ টাকা।

১৩.৪ **ছাত্রী হোস্টেলঃ** ১২৮২ বর্গমিটার বিশিষ্ট ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা ছাত্রী হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ৪৪৯.৮৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪৪৯.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ হোস্টেলে ১০০ জন ছাত্রী বসবাস করতে পারবে।

১৩.৫ **অফিসার্স ডরমিটরি ভবন নির্মাণঃ** ১০ ইউনিট বিশিষ্ট ৬১৫ বর্গমিটার আয়তনের ৫ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৫ তলা অফিসার্স ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ১৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৯২.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণঃ** ২০ ইউনিট বিশিষ্ট ৮২৫ বর্গমিটার আয়তনের ৫ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৫ তলা স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ২৫৭.৪৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৪৯.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **প্রিন্সিপাল কাম পিএসও কোয়ার্টার ভবন নির্মাণঃ** ৩১৫ বর্গমিটার আয়তনের ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ১২৩.৩২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১২৩.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **মসজিদ নির্মাণঃ** ১০০ বর্গমিটার আয়তনের ১ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১ তলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৯.৮৪ লক্ষ টাকা। মসজিদের বারান্দায় সামনের দিকে গ্রিল ও থাই গ্লাস স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.৯ **ছাত্র হোস্টেল নির্মাণঃ** ১৫৪১ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা ছাত্র হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ছাত্র হোস্টেল নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে সংস্থা ন অনুযায়ী ৫৩৩.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ হোস্টেলে ১৫০ জন ছাত্র বসবাস করতে পারবে।

১৩.১০ **এফডিআইএল নির্মাণঃ** ৫৫৫ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা ফিল্ড ডিজেজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি (এফডিআইএল) ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এফডিআইএল ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপি তে ২০৯.৮৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২০১.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১১ **ভেটেরিনারী ক্লিনিক নির্মাণঃ** ১২০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ১ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা ভেটেরিনারী ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। ভেটেরিনারী ক্লিনিক নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ৫০.৮৫ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪১.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১২ **ইনসিনারেটর হাউস নির্মাণঃ** মৃত প্রাণি ও বর্জ্য পোড়ানো র জন্য ১ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা ইনসিনারেটর হাউস ১৯.৯২ লক্ষ টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯.৯২ লক্ষ টাকায় ইনসিনারেটর মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

১৩.১৩ **ছাগল সেডঃ** ৫০ বর্গমিটার আয়তনের ১ তলা বিশিষ্ট ছাগল সেড ২০.৩৪ লক্ষ টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। ছাগল সেডের ফ্লোরে ছাগলের বর্জ্য নিচে পড়ার জন্য ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের ম্যাট বসানো হয়েছে। উক্ত ম্যাটগুলো নিম্নমানের প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.১৪ **ক্যাটল সেডঃ** ১০০ বর্গমিটার আয়তনের ১ তলা ক্যাটল সেড নির্মাণে ৩৮.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ক্যাটল সেডে ১০টি ক্যাটল রাখা হয়েছে।

১৩.১৫ **গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণঃ** ৫৭৪ বর্গমিটার বাউন্ডারী ওয়ালসহ গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ১৬০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৫৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ১৪/০১/২০১৯ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বড় গোপীনাথপুর নামক স্থানে নির্মিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউটে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি পালন ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা উন্নয়নকারীদের ডেইরী, বীফ ফেটেনিং, পোল্ট্রি, ছাগল, ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারে ডেইরী এবং পোল্ট্রি প্রোডাক্ট প্রসেসিং, গবাদি পশুজাত দ্রব্যাদি (হাড়, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের) প্রসেসিং, কৃত্রিম প্রজননকর্মী, টিকা প্রদানকারী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রাণিসম্পদের চাহিদা পূরণের জন্য দেশের কৃষকদের গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন, প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে খামার স্থাপন কর্মকান্ডকে জোরদার ও গতিশীল করার জন্য দেশে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে এ প্রতিষ্ঠানটি সহায়ক হবে।

১৪.২ পরিদর্শনকালে দেখা যায় , ইনস্টিটিউটে কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য নির্মিত ভবনগুলো তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ চালু করার পরিকল্পনা ছিল। জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে ১ জন অধ্যক্ষ ও ১ জন ইউএলও পদায়ন করা হয়েছে। কিন্তু রাজস্ব থেকে এবং আউটসোর্সিং থেকে কোন জনবল পদায়ন করা হয়নি। জনবল পদায়ন না করায় ও ইনস্টিটিউট চালু না হওয়ায় যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রসহ ভবনগুলো অরক্ষিতভাবে অবহেলায় পড়ে আছে।

১৪.৩ জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য গবাদি পশু ক্রয় করা হয়েছে। প্রত্যেক গবাদি পশুকে প্রতিদিন খাবারের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত ঘাস খেতে দিতে হয়। অথচ এ ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে ঘাস চাষের কোন খালি জায়গা রাখা হয়নি। জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কালে এ বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল।

১৪.৪ ক্যাটল সেডে ক্রয়কৃত গরু পালন করা হচ্ছে। কিন্তু জনবল না থাকায় যথারীতি সেড পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যাচ্ছে না। পাশের ড্রেনগুলোও অপরিচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। অধ্যক্ষ জানান, মৌখিকভাবে কিছু শ্রমিককে মাঝে মাঝে এনে সেডগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

১৪.৪ স্থিরচিত্রঃ



ইনস্টিটিউটের মূল গেইট



প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন



ছাত্র হোস্টেল অফিসার্স ডরমেটরী, স্টাফ ডরমেটরী



আলাদা বাউন্ডারী ওয়ালসহ মহিলা হোস্টেল







নির্মিত সেডে প্রকল্প থেকে ক্রয়কৃত ভেড়া, ছাগল ও গরু





প্রকল্পের ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী, ক্লিনিক যন্ত্রপাতি, কেমিকেল, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি বক্সে সংরক্ষিত আছে



ক্রয়কৃত জীপ গাড়ী



ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্রয়কৃত মিনিবাস



নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্ট

১৪.৫ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	আরডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ব্যয়িত অর্থ
০১	প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৬৭১.০০	৬৬৯.৬৮	১৫/০৪/১৫	২৭/০৮/১৬	৬৭০.০৮
০২	ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ	৫৩৩.৪০	৫৩১.৩৬	১৬/২/১৭	২৫/০৮/১৭	৫৩৩.৪০
০৩	ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ	৪৪৯.৮৮	৪৪৬.৫৪	১৭/১১/১৬	২৫/০৮/১৭	৪৪৯.৮৮
০৪	এফডিআইএল ভবন নির্মাণ	২০৯.৮৮	২০২.৯৪	০৪/০৪/১৬	০৩/০৮/১৭	২০১.০৮
০৫	অফিসার্স ডরমিটরি ভবন নির্মাণ	১৯৩.৬৭	১৯২.৪১	১৫/০৪/১৫	২৭/০৮/১৬	১৯২.৪০
০৬	স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ	২৫৭.৪৮	২৫৪.৫১	০৪/০৪/১৬	০৩/০৮/১৭	২৪৯.৩৬
০৭	প্রিন্সিপাল কাম পিএসও কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	১২৩.৪২	১২৩.৩৮	৩১/০৫/১৬	০৭/০৬/১৭	১২৩.৩২
০৮	গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১৬০.০০	১৪৯.৯৯	১৫/০৪/১৫	২৭/০৮/১৬	১৫৯.৯৯
০৯	৩০০ কেভিএ সাবস্টেশনসহ ওভারহেড বিদ্যুতায়নের কাজ	১০১.০০	১০১.০০	১৬/০২/১৭	২৫/০৮/১৭	১০১.০০
১০	ভূমি উন্নয়ন	২৫৩.২০	২৫৩.২০	০৪/০৪/১৬	১৩/০৭/১৬	২৫৩.২০
১১	ফিল্ড ডিজেজ ইনভেস্টেগেশন ল্যাবের যন্ত্রপাতি	২০০.৯২	২০০.৪৩	০৪/০৪/১৮	০৫/০৬/১৮	২০০.৪০

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) প্রাণিসম্পদ শিল্প উদ্যোক্তা, টিকা প্রদানকারী, কৃত্রিম প্রজননকারী কর্মী/ স্বেচ্ছাসেবীদেরকে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে সনদ বিতরণ;	প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বড় গোপীনাথপুর স্থানে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, ভেটেরিনারী হাসপাতাল, ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল, ইনসিনারেটর হাউস, অফিসার্স ডরমেটরী, স্টাফ কোয়ার্টার, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগীর সেড নির্মাণ করা হয়। এফডিআইএল ল্যাবরেটরি নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি ব্যাচে ২৫০ জন করে বছরে ৩টি ব্যাচে মোট ৭৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসিক ও অনাবাসিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে;
২) প্রাণিসম্পদ বিভাগে দক্ষ এবং মানসম্পন্ন জনবল তৈরি করা;	এ ইনস্টিটিউটে বছরে ৭৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ গবাদিপশু পালন, চিকিৎসা, কৃত্রিম প্রজনন, প্রাণি রোগের প্রতিকার, গবাদি পশু পালন করে স্বাবলম্বী হওয়া, টিকা প্রদানের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে নিজেরা খামার তৈরি করতে সক্ষম হবে। ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন পদে ৫২ জন কর্মরত থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে;
৩) প্রাণিসম্পদ এবং হাঁস-মুরগীর রোগ অনুসন্ধান প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করা।	প্রকল্পের আওতায় এ ইনস্টিটিউটে একটি ল্যাবরেটরী ও ভেটেরিনারী ক্লিনিক স্থাপন করা হয় এবং সেখানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীগণ গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রাণি রোগের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। ভেটেরিনারী ক্লিনিকে বহির্বিভাগে বছরে প্রায় ১০,০০০ গরু, ৬০টি ছাগল ও ভেড়া, ২০০ পোল্ট্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া কৃষক/খামারী থেকে আগত প্রায় ১১,০০০ নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইনস্টি টিউটের সম্মুখে দৃষ্টি নন্দন গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন , ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল, অফিসার্স ডরমেটরী, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, স্টাফ ডরমেটরী , ভেটেরিনারী ক্লিনিক তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন না থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়। এ ইনস্টিটিউটে এপ্রিল ২০১৮ থেকে ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে ইতোপূর্বে নির্দেশনা প্রদান করে। ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন পদে ৬৯টি জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেলেও এখনো জনবল নিয়োগের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে জানুয়ারি ২০১৯ মাস পর্যন্তও কোন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া ইনস্টিটিউট এলাকা অরক্ষিত অবহেলায় পড়ে রয়েছে।

১৬.২ ক্যাম্পাসে ভূমি উন্নয়নের জন্ য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী বালি ফেলা হলেও বালির উপর সামান্য মাটি ফেলা হয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত বালি উড়ছে ও বালি থাকায় ঘাস জন্মাচ্ছে না। ক্যাম্পাসে কিছু গাছ রোপন করা হয়েছে। তবে সবুজায়নের জন্য আরও গাছ রোপন করা প্রয়োজন।

১৬.৩ প্রকল্পের অর্থে ২০টি গরু, ৩০টি ছাগল, ৩০টি ভেড়া ও ২০০টি মোরগ-মুরগী ক্রয় করা হয়েছে এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট সেডে পালন করা হচ্ছে। তবে এসব গবাদি পশু পালনের জন্য সাময়িকভাবে অনিয়মিত শ্রমিক রাখা হয়েছে। ছাগল সেডে ১টি ছাগল অসুস্থ পাওয়া যায়। গবাদি পশুগুলোকে প্রতিদিন নিয়মিত মাঠে আরও বেশিক্ষণ চারণ করা প্রয়োজ ন।

১৬.৪ প্রকল্পের অর্থে ১টি মিনিবাস, ১টি জীপ, ১টি পিক আপ ও ৬টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। ১টি পিক আপ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকিগুলো ইনস্টিটিউটে সংরক্ষণ করা আছে। কিন্তু জীপ গাড়ী ও মিনি বাস রাখার জন্য সেড নির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সেজন্য গাড়ী রাখার জন্য কোন সেড নির্মাণ করা হয়নি। ফলে জীপ গাড়ী ও মিনিবাস খোলা স্থানে রাখা হচ্ছে। ক্রয়কৃত গাড়ীগুলো প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে ক্রয় করা হয় তাই রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। রেজিস্ট্রেশন খাতের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়।

১৬.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনু যায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্নের সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ বিভাগে দক্ষ এবং মানসম্পন্ন জনবল তৈরিসহ প্রাণিসম্পদ এবং হাঁস-মুরগীর রোগ অনুসন্ধান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে টিকা প্রদানকারী, কৃত্রিম প্রজননকারী কর্মী/ স্বেচ্ছাসেবীদেরকে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কিন্তু প্রকল্পের সকল নির্মাণ কাজ, এফডিআইএল ল্যাবরেটরি নির্মাণ, ভেটেরিনারী যন্ত্রপাতি সরবরাহ, আসবাবপত্র ক্রয়, গবাদি পশু/পাখি ক্রয় সম্পন্ন হলেও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন না হওয়ায় ইনস্টিটিউট চালু করা যাচ্ছে না। ফলে সরকারের রাজস্ব ব্যয়ে নির্মিত একটি ইনস্টিটিউট ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি অবহেলায় পড়ে রয়েছে।

১৬.৬ ক্রয়কৃত এফডিআইএল-এর যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও ভেটেরিনারী যন্ত্রপাতিগুলো বাক্সে বন্দী হয়ে পড়ে আছে। যন্ত্রপাতির গ্যারান্টির মেয়াদ ও প্রশিক্ষণের কেমিকেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এসব যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকল্পের নাম লিখা হয়নি।

১৬.৭ জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য গবাদি পশু ক্রয় করা হয়েছে। গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য ঘাস। প্রতিদিন প্রত্যেক গরু-ছাগলকে খাবারের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত ঘাস খেতে দিতে হয়। অথচ এ ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে ঘাস চাষের কোন খালি জায়গা রাখা হয়নি। জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কালে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বিবেচনায় ঘাস চাষের জন্য চারণভূমি রাখা প্রয়োজন ছিল।

১৬.৮ জনবল নিয়োগ না করায় ক্যাটল সেড, ছাগল সেডগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে না। সেডের পাশের ড্রেনগুলোতে ময়লা পানি জমে থাকতে দেখা যায়। এতে গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, জরুরি ভিত্তিতে অনিয়মিত কিছু শ্রমিককে পদায়ন করে সেডগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন।

১৬.৯ এ প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ বছর মেয়াদী। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করে ৩ বছরের স্থলে ৬ বছরে অর্থাৎ জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। মূ ল বাস্তবায়নকাল অপেক্ষা ৩ বছর (১০০%) বেশি সময় অতিক্রান্ত হ য়। ফলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্পের সফলতা প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হ য়। অপরদিকে, মূল প্রকল্প ব্যয় ছিল ২৭৮৫.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধনের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকৃত ব্যয় হয় ৪৩৭২.২৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ কষ্ট ওভার রান হয় ১৫৮৬.৯৫ লক্ষ টাকা (৫৭%)।

১৬.১০ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের শেষ অর্থ বছরের (২০১৭-২০১৮) অডিট সম্পন্ন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে সাথে অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গোপালগঞ্জে নির্মিত প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউটে জনবল নিয়োগসহ অবিলম্বে চালু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.২ ক্যাম্পাসে যথাযথ ভূমি উন্নয়নসহ বালির ওপর আরও মাটি ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ পালিত গবাদি পশুগুলোকে সঠিক পরিচর্যার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত মাঠে চারণ করতে হবে;

১৭.৪ ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো দ্রুত রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্মিত প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউটে দ্রুত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৭ এ ইনস্টিটিউটে গবাদি পশুর নিয়মিত খাবার হিসেবে ঘাস চাষের জন্য ইনস্টিটিউটের পূর্ব পাশে খালি জায়গা অধিগ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.৮ ইনস্টিটিউটের ক্যাটল সেড, ছাগল সেড, মুরগীর সেডগুলো ও ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে জনবল পদায়ন করতে হবে;

১৭.৯ প্রকল্পটি ৩ বছরের স্থলে ৬ বছরে সমাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে ২ বার সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তাই প্রকল্পের সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি পরিহার/নিরুৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়;

১৭.১০ প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.১১ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষে প প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৪২০.০১	৮০১২.৭০	৭৯৪৯.৯৪	জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	২৫২৯.৯৩ (৪৬.৬৮%)	২ বছর ৬ মাস (৮৩.৩৩%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** প্রাণিসম্পদ খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ২.৭৯%। সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি খাতে বিপুল সংখ্যক হাঁস-মুরগী, ছাগল, ভেড়ার জন্য মাঝারি এবং ছোট আকারের ডেইরী ফার্ম স্থাপিত হচ্ছে। এ সকল কাজ সম্পাদনে বিপুল সংখ্যক পশুপালন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। অধিকন্তু, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী, ব্যাংক এবং এনজিওসমূহের প্রাণি চিকিৎসক ও পশুপালন বিশেষজ্ঞের চাহিদাও রয়েছে বিপুল পরিমাণ। এ চাহিদা পূরণের জন্য দেশে মাত্র ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেগুলো- ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর, রাজশাহী, গাজীপুর, ঢাকা এবং বরিশালে অবস্থিত। এছাড়া ঝিনাইদহ জেলায় একটি সরকারি ভেটেরিনারী কলেজ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তবে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ ও পাবনা অঞ্চলটি দেশের সর্বাধিক গবাদিপ্রাণি সমৃদ্ধ অঞ্চল হলেও প্রাণি সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য এ এলাকাতে কোন ভেটেরিনারী সায়েন্স এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। দেশের কৃষকদের গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন, প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে খামার স্থাপন কর্মকান্ডকে জোরদার ও গতিশীল করার জন্য দেশে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে সমন্বিত ভেটেরিনারী সায়েন্স ও এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
- প্রাণিসম্পদ সেবা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- যোগ্য জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি ত্বরান্বিত করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) জমি অধিগ্রহণ- ১০ একর;
(খ) জমি উন্নয়ন- ৬.৮১ একর;
(গ) একাডেমিক ভবন নির্মাণ- ৬৯০০ ব:মি:;
(ঘ) ভেটেরিনারী হসপিটাল ও ডায়াগনস্টিক ল্যাব নির্মাণ- ২৫০ ব:মি:;
(ঙ) ক্যাফেটেরিয়া, শিক্ষক ডরমেটরি এবং গেস্ট হাউজ নির্মাণ- ১৪০০ ব:মি:;
(চ) ছাত্র হোস্টেল হোস্টেল নির্মাণ-১৭১২.৪৯ ব:মি:;
(ছ) ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ- ১৭১২.৪৯ ব:মি:;
(জ) শিক্ষকদের বাসভবন নির্মাণ- ৮৯৬ ব:মি:;

(ঝ) গ্যারেজ ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডরমেটরি নির্মাণ- ৩২০ ব:মি:;

(ঞ) ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ- ৮৭৫ ব:মি:;

(ট) ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ- ৮৭৫ ব::মি:;

(ঠ) এ্যানিমেল সেড নির্মাণ- ৪৫০ ব:মি:;

(ড) অডিটরিয়াম নির্মাণ- ১৫৩০.২০ ব:মি:;

(ঢ) ব্যায়ামাগার স্থাপন- ২টি (ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেলের সাথে)- ১১৪১.৬৬ ব:মি:।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১	২০.১২	১	১১.৪৫
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৪	২৮.০০	৪	২২.১৮
৩	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাতাদি	জন	৫	৩০.৩৩	৫	২৯.৮২
৪	টিএ/ডিএ	থোক	-	৯.০০	-	৮.৯৯
৫	টিএ/ডিএ (বৈদেশিক শিক্ষা সফর)	জন	৯	৯০.০০	৯	৮৯.৩৩
৬	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	১৯	০.২০	১৯	০.১৯
৭	ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	২	০.৫২	২	০.৫২
৮	যানবাহনের ফিটনেস	সংখ্যা	২	০.৫০	২	০.৪৮
৯	যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি	সংখ্যা	২	০.৯৩	২	০.৯৩
১০	বিদ্যুৎ বিল	থোক	-	৫.৪৪	-	৫.২৪
১১	জ্বালানী	লিটার	৪৪০০০	২৭.০০	৪৪০০০	২৬.৯৮
১২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-	৫.৫০	-	৫.১৭
১৩	অনিয়মিত শ্রমিক	জন	৮	২৪.৯১	৮	২৪.৯১
১৪	কেমিকেল ও রিএজেন্ট	থোক	-	৪৫.০০	-	৪৪.৬৮
১৫	ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শক ফি (নির্মাণ ব্যায়ের ২%)	থোক	-	৯৫.৩২	-	৯১.৩২
১৬	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	২	৩.০০	২	৩.০০
১৭	ওসিসি (অফিস কন্টিনজেন্সি ও অধিককাল ভাতা ব্যয়)	থোক	-	৮২.০০	-	৮০.৩১
১৮	মটর যানবাহন মেরামত	সংখ্যা	৩	৮.০০	৩	৮.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৪৭৫.৭৭**		**৪৫৩.৫১**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
১৯	জীপ গাড়ী	সংখ্যা	১	৭২.২৬	১	৭২.২৬
২০	ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	১	৪৯.৬১	১	৪৯.৬১
২১	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	১	৪০.০০	১	৩৭.৫০
২২	অডিটরিয়ামের সাউন্ড সিস্টেম, ফলস সিলিং, স্টেজ ডেকোরেশন, লাইটিং, কার্পেটিং ইত্যাদি)	থোক	-	১৬০.০০	-	১৫৯.৮৯
২৩	মেডিকেল সেন্টারের যন্ত্রপাতি	থোক	-	১৪.৭০	-	১৪.৬৯
২৪	ল্যাপটপ (মাল্টি মিডিয়াসহ ১টি এবং ডেস্কটপ-২টি) প্রিন্টার সহ	সংখ্যা	৪	২.০০	৪	২.০০
২৫	কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১০.৬৩	১৫	১০.৬২
২৬	(কম্পিউটার সামগ্রী) কম্পিউটার, ইউপিএসসহ-১৫ টি, লেজার প্রিন্টার-৫টি, স্ক্যানার-৩টি, মাল্টিমিডিয়া- ১টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি)	সংখ্যা	২৫	১২.২৮	২৫	৫.০০
২৭	শ্রেণীকক্ষের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	৫	৫.০০	৫	১২.২৭
২৮	ইন্টারনেট সংযোগ (Broad Band) পিডি অফিসের জন্য	সংখ্যা	১	০.৫০	১	০.৪৮
২৯	এসি (প্রকল্প পরিচালকের অফিসের জন্য)	সংখ্যা	১	১.০০	১	১.০০
৩০	আইপিএস (১৫০০ ওয়াট)	সংখ্যা	১	০.৮০	১	০.৮০
৩১	ফ্যাক্স	সংখ্যা	১	০.৩৩	১	০.৩৩
৩২	ফটোকপিয়ার (প্রকল্প পরিচালকের অফিস ও লাইব্রেরীর জন্য)	সংখ্যা	১	৩.৯৯	১	৩.৯৯
৩৩	এসি (লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরির জন্য ১.৫ টন করে)	সংখ্যা	৪৮	৫৪.৪১	৪৮	৫১.৪০
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩৪৩.৮২	থোক	৩৪৩.৭৮
৩৫	সংযোগসহ টেলিফোন	সংখ্যা	১৯	১০.০০	১৯	১০.০০
৩৬	ইন্টারনেট সংযোগসহ মডেম	সংখ্যা	২	০.১০	২	০.১০
৩৭	ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি (১২টি ল্যাবের জন্য)	থোক	-	৩৬৭.৭৩	-	৩৬৭.৬৩
৩৮	বই,সাময়িকী এবং লাইব্রেরী সামগ্রী	থোক	-	৮১.৫১	-	৮১.৪৫

ক্রঃ নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৯.৯২	৫৭০.২১	৯.৯২	৫৭০.২০
৪০	ভূমি উন্নয়ন	থোক	-	১৫২.৬০	-	১৫০.৯১
৪১	৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরি)	বঃমি	৬৯০০	১৭৩৩.৫১	৬৯০০	১৭৩৩.৪৮
৪২	মসজিদ নির্মাণ	বঃমি	২০০	৬২.৪১	২০০	৬২.২৫
৪৩	ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক ল্যাবরেটরি স্থাপন	বঃমি	২৫০	৭৬.৮২	২৫০	৭৬.৮১
৪৪	৪ তলা ক্যাফেটেরিয়া, শিক্ষক ডরমেটরি ও গেস্ট হাউজ	বঃমি	১৪০০	৪০০.০৮	১৪০০	৩৯৯.৯০
৪৫	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরী (৪ তলা) কাম গ্যারেজ	বঃমি	২৪০	৭৪.৬৮	২৪০	৭৪.৬৫
৪৬	অডিটরিয়াম (২ তলা ভিতের উপর ২ তলা)	বঃমিঃ	৮০০	৪৯৩.৮৫	৮০০	৪৯৩.৩৭
৪৭	মেডিকেল সেন্টার	বঃমিঃ	১৬৫.৪০	৫০.২৬	১৬৫.৪০	৫০.২৬
৪৮	৩ তলা ছাত্র হোস্টেল	বঃমি	১৭১২.৪৯	৫০১.১০	১৭১২.৪৯	৫০১.০৩
৪৯	জিমনেসিয়াম নির্মাণের জন্য ৩ তলা ছাত্র হোস্টেলের অতিরিক্ত ১ তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ	বঃমি	৫৭০.৮৩	১১৬.৭৩	৫৭০.৮৩	১১৬.৬১
৫০	৩ তলা ছাত্রী হোস্টেল	বঃমি	২২৮৩.৩২	৪৮১.৮১	২২৮৩.৩২	৪৮০.০৭
৫১	জিমনেসিয়াম নির্মাণের জন্য ৩ তলা ছাত্রী হোস্টেলের অতিরিক্ত ১ তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ	বঃমি	৫৭০.৮৩	১১৯.৫৮	৫৭০.৮৩	১১৯.৫০
৫২	শিক্ষকদের বাসভবন (৪ তলা)	বঃমি	৮৯৬	২৫৯.৬১	৮৯৬	২৫৯.৬০
৫৩	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসভবন (৪ তলা)	বঃমি	৮৭৫	১৮০.৭৫	৮৭৫	১৭৫.৭২
৫৪	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসভবন (৪ তলা)	বঃমি	৮৭৫	১৭৯.৯৩	৮৭৫	১৭৯.৯১
৫৫	ফার্ম বিল্ডিং/অ্যানিমেল শেড,অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সিস্টেম এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা	বঃমি	৪৫০	১১৯.৮৩	৪৫০	১১৯.৮৩
৫৬	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	বঃমি	২৫০০	৮২.০০	২৫০০	৮১.৯৫
৫৭	সীমানা প্রাচীর	মিটার	৮১০	২২২.১১	৮১০	২২১.৬৪
৫৮	মেইন গের্ট নির্মাণ	থোক	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৪.৯৭
৫৯	গার্লস হোস্টেল বাউন্ডারি ওয়াল ও গেট	মিটার	১৭০	১৭.৫৫	১৭০	১৭.৫৫
৬০	বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, সাব-ষ্টেশন, ট্রান্সফরমার	থোক	-	১৭২.০০	-	১৭০.৪৮
৬১	ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	থোক	-	৮০.১২	-	৮০.১১
৬২	একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের জন্য লিফট	সংখ্যা	১টি	৫৫.০০	১টি	৫৪.৯৭
৬৩	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	সংখ্যা	১	১০.০০	১	১০.০০
৬৪	প্রকল্প পরিচালকের অফিস ও লিয়াজো অফিস সংস্কার ও নির্মাণ	থোক	-	১৫.০০	-	১৪.৯২
৬৫	ঘাটসহ পুকুর খনন (৯০X১৩০X১৫) ঘনফুট	থোক	-	১১.০০	-	১০.৯৩
	মূলধন):			**৭৫১৪.২১**		**৭৪৯৬.৪৩**
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি:		১%	২২.৭২		০
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৮০১২.৭০**		**৭৯৪৯.৯৪**

৯.০ **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

মূল প্রকল্পটি ৫৪২০.০১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৭/০৫/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

- মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে জমি অধিগ্রহণ মূল্য বৃদ্ধি , জীপ গাড়ী ক্রয়ে মূল্য সাশ্রয় ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে অর্থ সাশ্রয় সমন্বয় করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ০৯/০৬/২০১৪ তারিখে ১মবার আন্তঃখাত সমন্বয় অনুমোদন করা হয়।
- প্রকল্প চলমান কালে অধিগ্রহণকৃত জমি দখল পেতে মামলাজনিত কারণে দখল পেতে ১ বছর বিলম্ব হয়। এছাড়া পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রীর বাজার দর বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ১ম বার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৫৯৬১.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৭/০১/২০১৫ তারিখে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- মূল ডিপিপিতে ভূমি উন্নয়নের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে মাটি ভরাটের জন্য অর্থ সংস্থান ছিল। কিন্তু অধিগ্রহণকৃত জমি অত্যধিক নীচু হওয়ায় ভূমি উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মূল ডিপিপিতে একাডেমিক ভবন নির্মাণে পাইল ফাউন্ডেশনের সংস্থান ছিল না। কিন্তু মাটি পরীক্ষার রিপোর্টে নির্মিতব্য ভবনসমূহের জন্য পাইল ফাউন্ডেশনের সুপারিশ করা হয় । সে মোতাবেক নির্মাণ কাজের ড্রয়িং ডিজাইন করে নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৮০১২.৭০ লক্ষ

টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২২/০৯/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি বা স্তবায়নকালে জনবলের বেতন -ভাতা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি , আসবাবপত্র, জিমনেসিয়াম যন্ত্রপাতি, টেলিফোন সংযোগ, কম্পাউন্ডের প্রবেশ মুখে কানেকটিং রোড পাকাকরণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে ২য়বার আন্তঃখাত সমন্বয় অনুমোদন করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৩-২০১৪	৬৮৮.০০	৬৮৮.০০	-	৬৮৭.৬১	৬৮৩.১১	৬৮৩.১১	-
২০১৪-২০১৫	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০	-	৯৮৫.০০	৯৮৪.৯৮	৯৮৪.৯৮	-
২০১৫-২০১৬	২৪০০.০০	২৪০০.০০	-	২৪০০.০০	২২৯৯.৯৩	২২৯৯.৯৩	-
২০১৬-২০১৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০	-	২৪০০.০০	২২৯৭.১১	২২৯৭.১১	-
২০১৭-২০১৮	১৭০০.০০	১৭০০.০০	-	১৭০০.০০	১৬৮৪.৮১	১৬৮৪.৮১	-
মোটঃ	**৮১৭৩.০০**	**৮১৭৩.০০**	-	**৮১৭২.৬১**	**৭৯৪৯.৯৪**	**৭৯৪৯.৯৪**	-

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	ডা: মোঃ আজিজুল ইসলাম অধ্যক্ষ কাম প্রকল্প পরিচালক	০৬.০৬.২০১৩	৩০.০৬.২০১৬
০২	ডা: মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহজাদা	৩০.০৬.২০১৬	২৫.০৯.২০১৬
০৩	ডা: মোঃ এমদাদুল হক অধ্যক্ষ কাম প্রকল্প পরিচালক	২৫.০৯.২০১৬	৩০.০৬.২০১৮

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ **ভূমি অধিগ্রহণঃ** প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারী কলেজ নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৫৭০.২০ লক্ষ টাকায় ৯.৯২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

১৩.২ **ভূমি উন্নয়নঃ** অধিগ্রহণকৃত ৯.৯২ একর জমি নীচু হওয়ায় বালি ভরাট করে ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন বাবদ ১৫০.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৩ **প্রশাসনিক কাম ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণঃ** ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন (৬৯০০ বঃমিঃ) নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৭৩৩.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **ছাত্রী হোস্টেলঃ** ২২৮৩.৩২ বর্গমিটার বিশিষ্ট নিচ তলায় জিমনেশিয়ামসহ ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা ছাত্রী হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুয়ায়ী ৫৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ **শিক্ষক ডরমিটরি ও গেস্ট হাউজ নির্মাণঃ** ৪ তলা বিশিষ্ট ১৪০০ বর্গমিটার আয়তনের শিক্ষক ডরমিটরি ও গেস্ট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে সংস্থান অনুযায়ী ৩৯৯.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **৪র্থ শ্রেণির স্টাফ ডরমেটরি কাম গ্যারেজ নির্মাণঃ**২৪০ বর্গমিটার আয়তনের ৪ তলা স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণঃ** ৮০০ বর্গমিটার আয়তনের ২ তলা উচ্চতা সমান অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৪৯৩.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **মসজিদ নির্মাণঃ** ২০০ বর্গমিটার আয়তনের ১ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১ তলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬২.২৫ লক্ষ টাকা।

১৩.৯ **ছাত্র হোস্টেল নির্মাণঃ** ১৭১২.৪৯ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট নিচ তলায় জিমনেশিয়ামসহ ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা ছাত্র হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ছাত্র হোস্টেল নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে সংস্থান অনুযায়ী ৬১৭.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ হোস্টেলে ৭৫ জন ছাত্র বসবাস করতে পারবে।

১৩.১০ **শিক্ষকদের জন্য বাসভবন নির্মাণঃ** ৮৯৬ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা শিক্ষক বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ২৫৯.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১১ **ভেটেরিনারী হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নির্মাণঃ** ২৫০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ১ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা ভেটেরি নারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। ভেটেরিনারী হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৭৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১২ **৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণঃ** ৮৭৫ বর্গমিটার আয়তনের ৪ তলা বিশিষ্ট ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১৭৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১৩ **ফার্ম বিল্ডিং/এ্যানিমেল সেড নির্মাণঃ** ৪৫০ বর্গমিটার আয়তনের ১ তলা বিশিষ্ট ফার্ম বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। এ সেড নির্মাণে ব্যয় হয় ১১৯.৮৩ লক্ষ টাকা। ফার্ম সেডে এক পাশে ৩৬টি গরুর জন্য আলাদা ও মুরগীসহ অন্যান্য পাখির রাখার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৩.১৪ **সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ** চারিদিকে ৮১০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ২২১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.১৫ **মেইন গেইট নির্মাণঃ** সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারী কলেজের সম্মুখে দক্ষিণমুখী দৃষ্টিনন্দন মেইন গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। মেইন গেইট নির্মাণে ৪৪.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১৬ **বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, সাব-স্টেশন, ট্রান্সফরমারঃ** ভেটেরিনারী কলেজের সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হয়ে ছে। একাডেমিক ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য ১৭০.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

আইএমইডি কর্তৃক ০১/০২/২০১৯ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় নির্মিত ভেটেরিনারী কলেজের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কলেজের সম্মুখে দৃষ্টি নন্দন গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত একাডেমিক ভবন , ছাত্র হো স্টেল, ছাত্রী হোস্টেল, শিক্ষক ডরমিটরি, স্টাফ ডরমেটরী, ভেটেরিনারী ক্লিনিক, অডিটরিয়াম তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন না করায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না।

১৪.২ প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়। এ কলেজ পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন পদে ১০৮টি জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেলেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে এখনো জনবল নিয়োগের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে জুন ২০১৮ এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলেও জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসের মূল্যবান মালামাল ও ভবনগুলো অরক্ষিত অবহেলায় নিরাপত্তাহীনভাবে পড়ে রয়েছে।

১৪.৩ স্থিরচিত্রঃ



সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারী কলেজের দৃষ্টিনন্দন গেট

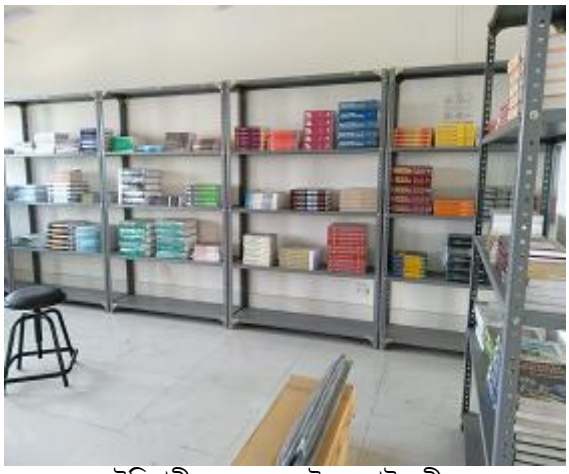

ভেটেরিনারী কলেজের বইসহ লাইব্রেরী কক্ষ





প্রকল্প থেকে ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি ও ল্যাবে ব্যবহারের জন্য কেমিকেল। কেমিকেলগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে চলেছে।





একাডেমিক ভবনের ২য় তলায় কনফারেন্স কক্ষসহ বাথরুমের দেয়াল খসে পড়ছে ও অপরিস্কার বাথরুম



চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্রসহ শ্রেণিকক্ষ



বাথরুমের দরজায় উচু বীট ও ছোট দরজা স্থাপন



অসামঞ্জস্যভাবে ভিমের পাশে সিলিং ফ্যান স্থাপন



অডিটরিয়াম ভবনের ভেতরের আসন বিন্যাস

১৪.৫ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	আরডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
০১	৬ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন (উত্তর ব্লক)	৭৮০.৮৯		০৫/১১/১৪	১৪/০৮/১৬	১০/০৮/১৬
০২	৬ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন (দক্ষিণ ব্লক)	৯৫২.৬২		০৫/১১/১৪	৩১/১২/১৬	২৬/১২/১৬
০৩	ক্যাফেটেরিয়া, শিক্ষক ডরমেটরি ও অতিথি ভবন	৪০০.০৮		০১/১১/১৫	১৫/০৬/১৭	৩০/০৫/১৭
০৪	অডিটরিয়াম ভবন-২ তলা বিশিষ্ট	৪৯৩.৮৫		০১/১১/১৫	১৪/০৩/১৭	০৮/০৩/১৭
০৫	বয়েজ হোস্টেল	৫০১.১০		০৫/১১/১৪	৩০/১১/১৬	২০/১১/১৬
০৬	ছাত্রী হোস্টেল	৪৮১.৮১		০১/১১/১৫	১৪/০৬/১৭	০৮/০৬/১৭
০৭	শিক্ষক কোয়ার্টার	২৫৯.৬১		০১/১১/১৫	১৬/১২/১৬	০৮/১২/১৬
০৮	ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি	৩৬৭.৭৩		১৫/১১/১৭	৮/০৫/১৮	১০/০৬/১৮
০৯	প্রকল্প কার্যালয়, কলেজ ও অডিটরিয়ামের আসবাবপত্র	৩৪৩.৮২		০৮/১১/১৭ ২৬/০৪/১৮	০৭/১২/১৭ ১৪/০৫/১৮	০৪/০৩/১৮ ১৩/০৬/১৮

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) প্রাণিসম্পদ সেক্টরে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;	দেশের আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে গ্র্যাজুয়েটের মাধ্যমে পশুস্বাস্থ্য ও পশু উৎপাদন বিষয়ে জনগণকে সেবাদান এবং ভেটেরিনারী সায়েন্স ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন করা হয়। কলেজে একাডেমিক ভবন, ভেটেরিনারী হাসপাতাল ও

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
	ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি, শিক্ষক ডরমিটরি ও গেস্ট হাউজ, ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল, অডিটরিয়াম, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য বাসভবন, ফার্ম বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। কলেজটিতে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি, ভেটেরিনারী সায়েন্স ও এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ফ্যাকাল্টির সেশন ও কারিকুলাম অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
২) প্রাণিসম্পদ সেবা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা;	এ ভেটেরিনারী কলেজ হতে ৫ বছর মেয়াদী (১ বছর ইন্টার্ণশীপসহ) প্রতি বছর ৫০ জন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা সেবা, রোগ প্রতিরোধ ও খামার গবেষণার উন্নয়ন হবে।
৩) যোগ্য জনশক্তি র সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণিসম্প দ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি ত্বরান্বিত করা।	ভেটেরিনারী কলেজ চালু হলে মোট ১০৮ জনবল বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে। একাডেমিক কার্যক্রম চালু হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, ল্যাব টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে। প্রশিক্ষিত জনগণ প্রাণিসম্পদ সেক্টরে নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কলেজের সম্মুখে দৃষ্টি নন্দন গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত একাডেমিক ভবন , ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল, শিক্ষক ডরমিটরি, স্টাফ ডরমেটরী, ভেটেরিনারী ক্লিনিক, অডিটরিয়াম তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রয়োজ নীয় জনবল পদায়ন না থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়। এ কলেজ পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন পদে ১০৮টি জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেলেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে এখনো জনবল নিয়োগের কোন ব্যবস্থা নে য়া হয়নি। ফলে জুন ২০১৮ এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলেও জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্তও একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসের মূল্যবান মালামাল ও ভবনগুলো অরক্ষিত অবহেলায় নিরাপত্তাহীনভাবে পড়ে রয়েছে।

১৬.২ একাডেমিক ভবন, ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হো স্টেল, অডিটরিয়াম, মেডিকেল সেন্টার, শিক্ষক বাসভবন ও ডরমেটরি , কর্মচারীদের বাসভবনের দরজায় হালকা নিম্নমানের হাতল ও ছিটকিনি ব্যবহার করা হয়েছে। জনগণ ও ছাত্র -ছাত্রীদের ব্যাপক ব্যবহারের একটি প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলোতে উন্নতমানের ফিটিংস ব্যবহার করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচা লকের নিবিড় মনিটরিং করা প্রয়োজন ছিল।

১৬.৩ একাডেমিক ভবনের ২য় তলায় কনফারেন্স রুমের সংলগ্ন বাথরুমের দেয়ালে ভেতরে ও বাহিরে ড্যাম /স্যাঁতস্যাঁতে পরিলক্ষিত হয়। দেয়ালের ভেতরে পানির লাইনে কোন লিকেজ থাকায় দেয়াল ড্যাম হচ্ছে।

১৬.৪ অডিটরিয়াম ভবনের বাথরুমের দরজা গুলোর নীচে অনেক উঁচু করে বীট বসানো হয়েছে ব্যবহারকারীগণ হোঁচট খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া অধিকাংশ বাথরুমের দরজা উচ্চতায় ছোট রাখা হয়েছে। নির্মিত প্রতিটি ভবনের বাথরুমের ওপর পয়:নিষ্কাশন পাইপ ঢেকে দেয়া হয়নি। এতে সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।

১৬.৫ ভেটেরিনারী কলেজ ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ঘাট নির্মাণসহ ১০.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুকুর খনন করা হয়। পুকুরের তলায় বালি থাকায় পুকুরের পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়। এ অবস্থায় পুকুরের পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। পানি না থাকায় পুকুরটি খননের কোন উপকারীতা পাওয়া যাচ্ছে না এবং মাছ চাষ করা হয় না।

১৬.৬ প্রকল্পের অর্থে ১টি জীপ গাড়ী , ১টি ডাবল কেবিন পিক আপ ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। ১টি পিক আপ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। জীপ গাড়ী ও পিক আপ ক্রয়ের পর রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হলেও ক্রয়কৃত মাইক্রোবাস প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে ক্রয় করা হয় তাই রেজিস্ট্রে শন করা হয়নি। সংশোধিত প্রকল্পে ২টি গাড়ী রেজিস্ট্রেশন বাবদ টাকা সংস্থান রাখলেও মাইক্রোবাস রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কোন অর্থ সংস্থান ছিল না।

১৬.৭ ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, কেমিকেল, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও ভেটেরিনারী যন্ত্রপাতিগুলো বাক্সে বন্দী হয়ে পড়ে আছে। যন্ত্রপাতি ও কেমিকেলের গ্যারান্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এসব যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকল্পের নাম লিখা হয়নি।

১৬.৮ জনবল নিয়োগ না করায় নির্মিত একাডেমিক ভবন, ভেটেরিনারী হসপিটাল, শিক্ষক ডরমেটরি ও গেস্ট হাউজ, ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল, শিক্ষকদের বাসভবন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবন, এ্যানিমেল সেড, অডিটরিয়াম অপরিষ্কারভাবে পড়ে রয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, জরুরি ভিত্তিতে অনিয়মিত কিছু শ্রমিককে পদায়ন করে কলেজ ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন।

১৬.৯ এ প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ বছর মেয়াদী। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন ও ২ বার আন্তঃঅংগ সমন্বয় করে ৩ বছরের স্থলে সাড়ে ৫ বছরে অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। মূল বাস্ত বায়নকাল অপেক্ষা আড়াই বছর (৮৩.৩৩%) বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়। ফলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্পের সফলতা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। অপরদিকে , মূল প্রকল্প ব্যয় ছিল ৫৪২০.০১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধনের ফলে প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকৃত ব্যয় হয় ৭৯৪৯.৯৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ কষ্ট ওভার রান হয় ২৫২৯.৯৩ লক্ষ টাকা (৪৬.৬৮%)।

১৬.১০ ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন করার সংস্থান থাকলেও ডীপ টিউবওয়েলের স্থলে কম গভীরতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করা হয়। ফলে ভেটেরিনারী কলেজের সকল ভবনে সরবরাহকৃত পানিতে প্রচুর আয়রন পরিলক্ষিত হয়। একটি ভেটেরিনারী কলেজে কর্মরত জনবল ও ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিকভাবে বসবাসের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা কর্তৃপক্ষের একটি নৈতিক দায়িত্ব।

১৬.১১ একাডেমিক ও আবাসিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়নি। এতে কক্ষের ভেতরে সমমানে বাতাস প্রবাহিত হয় না। তাছাড়া সেমিনার কক্ষসহ কোন কক্ষের সিলিং-এ ওপরে ভিমের পাশে ফ্যান স্থাপন করায় কক্ষের সৌন্দর্য্য নষ্ট হচ্ছে। কক্ষগুলো নির্মাণের ডিজাইনে ভুল থাকায় ফ্যান স্থাপন যথাযথ হয়নি।

১৬.১২ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের অডিট যথাসময়ে সম্পন্ন না করা সমীচীন হয়নি।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারী কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চালু ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.২ ভেটেরিনারী কলেজের একাডেমিক ভবন ও আবাসিক ভবনগুলোতে নিম্নমানের ফিটিংস ব্যবহারের জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক আরডিপিপি 'র প্রাক্কলন ও সিডিউল পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৩ একাডেমিক ভবনের ২য় তলার কনফারেন্স হল সংলগ্ন বাথরুমের স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল দ্রুত মেরামত করতে হবে;

১৭.৪ অডিটরিয়াম ভবনের বাথরুমের দরজার নিচে অনেক উঁচু করে বীট বসানো হয়েছে ব্যবহারকারীগণ হোঁচট খেয়ে দুর্ঘটনা রোধকল্পে দরজার নিচের বীটের উচ্চতা কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিটি ভবনের বাথরুমের ওপর কাঠের বা পারটেক্স বোর্ড দিয়ে স্টোরের দরজা বন্ধ করতে হবে;

১৭.৫ যথাযথ বালির স্তর পরীক্ষা না করে ভেটেরিনারী কলেজ ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ১০.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঘাট নির্মাণসহ পুকুর খনন করা সমীচীন হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে;

১৭.৬ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো দ্রুত রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা এবং বিধিসম্মতভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট যানবাহন হস্তান্তর সম্পন্ন করতে হবে;

১৭.৭ প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৮ ভেটেরিনারী কলেজের একাডেমিক ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা, ল্যাব যন্ত্রপাতি, শ্রেণিকক্ষ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাস্তবায়নকারী সংস্থা জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৯ প্রকল্পটি ৩ বছরের স্থলে ৫ বছরে সমাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে ২ বার সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তাই প্রকল্পের সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি পরিহার/নিরুৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়;

১৭.১০ সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারী কলেজের নির্মাণকালীন সুপেয় পানির স্তর পরীক্ষা করে ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে কি-না অথবা কত গভীরতায় টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তা খতিয়ে দেখবে;

১৭.১১ একাডেমিক ভবন ও বাসভবনের কক্ষে বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান যথাযথভাবে স্থাপন না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাখ্যা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করা যেতে পারে;

১৭.১২ প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.১৩ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবে দন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : **দেশের ৪৭টি জেলার ৮৬টি উপজেলা** (ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, ফেনী, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুহাট, নাটোর, পাবনা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠী, পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ জেলা)

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭৩৫৭.৭৬	১৩১১৫.০০	১১৫৮২.৩৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৮	৪২২৪.৫৮ (৫৭.৪১%)	২ বছর (৪০%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** দেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ দিনে দিনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জিডিপি 'র ১.৭৮% এবং দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ১৫% প্রাণিসম্পদের অবদান। দেশের উপজেলাসমূহে প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলায় প্রাণিসম্পদ অফিস রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ মোট ৪৫৫৮.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়িত "উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন (২য় পর্যায়) " প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৬৬টি ইউএলডিসি নির্মাণ করা হয়েছে। নব সৃষ্ট ২৪টি উপজেলায় নতুন ইউএলডিসি এবং ৬২টি উপজেলায় পুরাতন ও জরাজীর্ণ ইউএলডিসি ভবনের স্থলে নতুন ইউএলডিসিসহ মোট ৮৬টি ইউএলডিসি নির্মাণ করার লক্ষ্যে ৩য় পর্যায়ের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ দমন, চিকিৎসা, লালন-পালন, জাত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা;

২) দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারীদের মধ্যে গবাদি পশু প্রতিপালনের আধুনিক কলা-কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের মৃত্যুহার হ্রাস এবং প্রাণীজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি;

৩) পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ।

৬.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) ১৮টি নবসৃষ্ট উপজেলার জন্যে মোট ৫.৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ৮১টি ইউএলডিসি-এর ভূমি উন্নয়ন;
(খ) ৮৬টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ;
(গ) ৮৬টি প্রাণি চিকিৎসা সেড নির্মাণ;
(ঘ) ২৫টি ইউএলডিসি'র সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
(ঙ) ৮৬টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কেন্দ্রের প্রবেশ তোরণ নির্মাণ;
(চ) ৬১টি ইউএলডিসি'র সীমানা প্রাচীর মেরামত ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
(ছ) ৮৬টি ইউএলডিসি'র প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা স্থাপন;

(জ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিউট্রিশন ভবনের ৫ম তলা সম্প্রসারণ;

(ঝ) নিউট্রিশন ভবনে লিফট স্থাপন।

৭.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১	২৫.৮৯	১	২৫.৩৯
২	কর্মচারিদের বেতন	জন	৪	১৯.১১	-	-
৩	ভাতাদি	জন	৫	৪৮.৬৬	৫	২২.৪৮
৪	টিএ/ডিএ, প্রকল্প পরিচালক ও স্টাফ	থোক	-	১২.০০	-	৮.৩৮
৫	পোস্টেজ	থোক	-	১.০০	-	০.১০
৬	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	২	২.০০	২	০.৮০
৭	ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	২	১.০০	২	০.৮৭
৮	যানবাহনের ফিটনেস	সংখ্যা	৪	১.৫০	৪	০.৪৭
৯	জ্বালানি ও গ্যাস	সংখ্যা	২	২৩.৯৬	২	৯.৩৭
১০	পেট্রোল, তৈল ও লুব্রিকেন্ট	সংখ্যা	৪	৫৬.০৪	৪	৫৫.২৩
১১	ব্যাংক চার্জ	থোক	-	০.১০	-	-
১২	প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং	থোক	-	১.০০	-	০.৬৯
১৩	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	-	৩.৯০	-	৩.৯০
১৪	বিজ্ঞাপন প্রকাশনা	থোক	-	৭.০০	-	৬.৫১
১৫	পরিবহন খরচ	থোক	-	১০.০০	-	২.১২
১৬	অফিসের আনুষঙ্গিক ব্যয়	থোক	-	৮.০০	-	৮.০০
১৭	ভেটেরিনারি চিকিৎসা উপকরণ	থোক	-	৩৩৩.০০	-	৩১১.৯১
১৮	সম্মানী	থোক	-	৫.৪৫	-	৫.৪২
১৯	কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক ব্যয়	থোক	-	১.০০	-	১.০০
২০	কৃষক সমাবেশ	সংখ্যা	৮৬	৪৩.০০	৮৬	৪২.৫০
২১	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	৬.০০	১	৫.২১
২২	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	সংখ্যা	৪	১১.০৯	৪	১১.০৯
২৩	জিপ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	১৫.০০	-	১৫.০০
২৪	পিআইইউ অফিস মেরামত	থোক	-	২.০০	-	১.৯৮
২৫	গ্যারেজ মেরামত	থোক	-	২.০০	-	২.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৬৩৯.৭০**		**৫৪০.৩৯**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২৬	জিপ		১টি	৫৯.০৫	১টি	৫৯.০৫
২৭	বড় প্রাণি নিয়ন্ত্রণ খাঁচা (ট্রাভিস)		৮৬টি	৩২.২৫	৮৬টি	৩০.৯৬
২৮	ছোট প্রাণি নিয়ন্ত্রণ খাঁচা		৮৬টি	১২.৯৯	৮৬টি	১২.৮২
২৯	স্প্রে মেশিন (সেমি অটোমেটিক)		৮৬টি	৪.৩০	৮৬টি	৪.২৮
৩০	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (পিআইইউ'র জন্য)		থোক	২.৫৪	থোক	২.৫৪
৩১	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ		২৫টি	২০.০০	২৫টি	১৯.৯৭
৩২	প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম		৮৬ সেট	৬৪.৫০	৮৬ সেট	৩৯.১৩
৩৩	ফ্যাক্স মেশিন		১টি	০.২০	১টি	০.২০
৩৪	ফটোকপিয়ার		১টি	২.০০	১টি	২.০০
৩৫	ফার্নিচার (পিআইইউ'র জন্য)		১ সেট	০.৯৪	১ সেট	০.৯৪
৩৬	ফার্নিচার (ইউএলডিসি'র জন্য)		৮৬ সেট	৫২৮.৬৬	৮৬ সেট	৫২১.০৮
৩৭	দরজা ও জানালার পর্দা		১৪৫ সেট	৬১.০০	১৪৫ সেট	৬০.২০
৩৮	পিডি'র আবাসিক টেলিফোন সংযোগ		১টি	০.০৫	১টি	০.০৫
৩৯	মডেমসহ ইন্টারনেট সংযোগ		১টি	০.১০	১টি	০.০৫
৪০	ভূমি অধিগ্রহণ (প্রতিটিতে ৩০ শতাংশ)		২৪টি	১১৮৭.৫২	২৪টি	৯৪৬.৪২

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১	৮৬টি ইউএলডিসি ভবন নির্মাণ		৮৬টি	১০১৯৯.২০	৮৬টি	৯৩৪২.২৫
	উপ-মোট (মূলধন):			**১২১৭৫.০০**		**১১০৪১.৯৭**
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	-	২০০.০০	-	-
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	-	১০০.০০	-	-
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**১৩১১৫.০০**		**১১৫৮২.৩৪**

৮.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u> বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটি ৭৩৫৭.৭৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩১/০১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

<u>প্রকল্প সংশোধনঃ</u>

- পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি;
- ৬টি নতুন উপজেলা (বরগুনা জেলার তালতলী , পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী , ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা , সিলেট জেলার ওসমানীনগর , খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা , নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলা) অন্তর্ভুক্তি ও ১টি উপজেলা (গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা) প্রকল্প এলাকা থেকে বাদ দেয়া;
- নতুন ৬টিসহ অবশিষ্ট ৫৯টি ইউএলডিসি ভবনে প্রশিক্ষণ কক্ষ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার ইউএলডিসি'র সংযোগ সড়কের জন্য জমি অধিগ্রহণ;
- নতুন অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি;
- নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইটেম অন্তর্ভুক্তকরণ।

□ ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ১০% বৃদ্ধি করে ৮০৯৩.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৬/০২/২০১৩ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

□ ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ১৩১১৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৯/০৬/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

□ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১০.০ <u>বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ</u>

<u>(লক্ষ টাকায়)</u>

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৬৬.০০	৬৬.০০	-	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	-
২০১২-২০১৩	৪৭০.০০	৪৭০.০০	-	৪৭০.০০	৪৬২.৫৯	৪৬২.৫৯	
২০১৩-২০১৪	১৭০০.০০	১৭০০.০০	-	১৭০০.০০	১৬৯৮.০০	১৬৯৮.০০	-
২০১৪-২০১৫	৮৭০.০০	৮৭০.০০	-	৮৭০.০০	৮৬৯.৫৮	৮৬৯.৫৮	-
২০১৫-২০১৬	২৮০০.০০	২৮০০.০০	-	২৮০০.০০	২৭৮১.৯০	২৭৮১.৯০	-
২০১৬-২০১৭	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	-	৩৭৫০.০০	৩৭৩৮.৮৮	৩৭৩৮.৮৮	-
২০১৭-২০১৮	২০২০.০০	২০২০.০০	-	২০২০.০০	১৯৬৫.৭২	১৯৬৫.৭২	-
মোটঃ	**১১৬৭৬.০০**	**১১৬৭৬.০০**	-	**১১৬৭৬.০০**	**১১৫৮২.৩৩**	**১১৫৮২.৩৩**	**-**

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব এ. কে. এম. আরিফুল ইসলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০১.০৭.২০১১	৩০.০৬.২০১৮

১২.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১২.১ এ প্রকল্পের আওতায় ২৩টি নতুন উপজেলা ও ৬২টি পুরাতন উপজেলা দপ্তরের ভূমি উন্নয়ন , ৮৫টি অফিস ভবন কাম হসপিটাল ভবন, ৮৫টি ডরমেটরি ও প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ, ৮৫টি প্রাণি চিকিৎসা সেড, ৫৯টি প্রাণি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্রাম সেড নির্মাণ, পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন, এপ্রোচ রোড, মটর পাম্পসহ টিউবওয়েল স্থাপন , গ্যাস সংযোগসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য আরডিপিপিতে ১০১৯৯.২০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৯৩৪২.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.২ নতুন নির্মিত উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবনে ফার্নিচার সরবরাহের লক্ষ্যে আরডিপিপিতে ৫২৮.৬৬ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৫২১.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৩ নতুন নির্মিত ও পুরাতন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোতে ভেটেরিনারি চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ করা হ য়। এ খাতে আরডিপিপিতে ৩৩৩.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩১১.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৪ উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবন নির্মা ণের জন্য ২৩টি উপজেলায় (প্রতিটিতে ৩০ শতাংশ করে) ভূমি অধিগ্রহণ করা র সংস্থান ছিল। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ আরডি পিপিতে ১১৮৭.৫২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৯৪৬.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৫ বড় প্রাণি নিয়ন্ত্রণ খাঁচা (ট্রাভিস) ৮৬টি নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ৩২.২৫ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে মোট ৩০.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। বড় জাতের প্রাণি যেমন - গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি প্রা ণির প্রজনন কাজে এ খাঁচা ব্যবহার করা হয়।

১২.৬ ছোট প্রাণি নিয়ন্ত্রণ খাঁচা ৮৬টি নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ১২.৯৯ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন ১২.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ছোট প্রাণি যেমন - ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়ালসহ অন্যান্য ছোট প্রাণির প্রজনন কাজে এ খাঁচা ব্য বহার করা হয়।

১২.৭ প্রকল্প এলাকার ৮৫টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম ও গবাদি পশু পালন লাভজনক বিষয়ে কৃষকদের সাথে সভা /র্যা লী আয়োজন করা হয়। এ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৪২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২৪/১১/২০১৮ তারিখে গাজীপুর কালিয়াকৈর উপজেলা , ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া ও মুক্তাগাছা উপজেলা, টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলা , ০৭-০৮/০২/২০১৯ তারিখে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ , দক্ষিণ সুরমা ও জৈন্তাপুর উপজেলা এবং ০১/০৩/২০১৯ তারিখে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরি দর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক , সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা , সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারী সার্জন সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৬টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ করার সংস্থান ছিল। কুমিল্লা তিতাস উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ কাজ বিলম্ব হওয়ায় ১টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

১৩.২ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় নির্মিত স্থানে ভূমি উন্নয়ন, ২য় তলায় প্রশিক্ষণ হল নির্মাণ, ২য় তলায় ডরমেটরি নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত, প্রাণি চিকিৎসা সেড নির্মাণ, প্রাণি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্রাম সেড , প্রবেশ গেট, আরসিসি এপ্রোচ রোড, অফিস ভবনের অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ , অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন , টিউবওয়েল স্থাপন , আরবরিকালচার, প্যারাপেট ওয়ালসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১৩.৩ প্রতিটি প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ভেটেরিনা রি চিকিৎসা যন্ত্রপাতি , আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে ভবনের সকল ফিনিসিং কাজ, টাইলস স্থাপন, দরজা ও জানালা স্থাপন , থাই এ্যালুমিনিয়ামের কাজ ; রং করা, স্যানিটারি, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়েছে।



নবনির্মিত কালিয়াকৈর উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবন



ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ নবনির্মিত উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবন



মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ প্রাণিসম্পদ দপ্তরের নতুন ভবন



মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষ



কালিহাতি, টাঙ্গাইল প্রাণিসম্পদ দপ্তরের নতুন ভবন

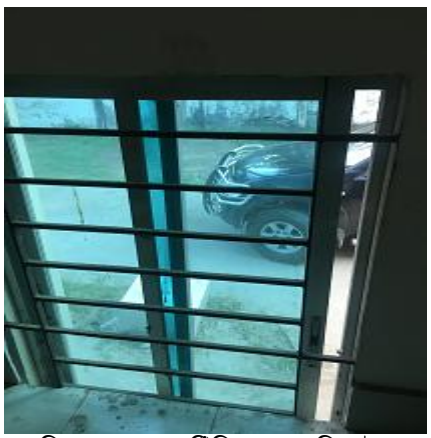

নির্মিত প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সিঁড়িতে লম্বালম্বি থাই গ্লাস স্থাপন

১৪.০ পরিদর্শনকৃত উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ ও মালামাল ক্রয়ের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	আরডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
০১	কালিয়াকৈর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ (৩য় তলা ফাউন্ডেশনসহ ২য় তলা ভবন , ডরমেটরি নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন , বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ , প্রাণি চিকিৎসা সেড নির্মাণ , প্রাণি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্রাম সেড , ভবনের প্রবেশ গেট , আরসিসি এপ্রোচ রোড, ভবনের অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ , অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন , টিউবওয়েল স্থাপন, প্যারাপেট ওয়াল)	১২৬.১০	১১২.৭০	২০/০৮/১৫	০২/০৮/১৬	১৪/০৬/১৬
০২	ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ	৮৭.৭০	৮০.০০	২৫/০৩/১৩	২৩/০১/১৪	১৯/১২/১৩
০৩	মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ	১১৫.৪০	১১০.৮০	২০/০৮/১৫	০২/০৮/১৬	১৬/০৬/১৬
০৪	কালিহাতী (টাঙ্গাইল) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ	৮৭.৭০	৮৪.৯০	১৩/১০/১৩	১২/০৮/১৪	১২/০৬/১৪
০৫	দক্ষিণ সুরমা (সিলেট) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ	১৩৯.৭০	১৩০.৯০	০১/০৯/১৫	২২/০৮/১৬	১৬/০৮/১৬
০৬	গোলাপগঞ্জ (সিলেট) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ	১১৫.৪০	১০৪.৫০	২০/০৮/১৫	০২/০৮/১৬	৩১/০৭/১৬
০৭	জৈন্তাপুর (সিলেট) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ	১১৫.৪০	১০৬.৭০	১০/০৩/১৬	০৯/০১/১৭	০১/০১/১৭
০৮	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়	৬৪.৫০	৩৯.১৩	৩০/০১/১৭	২৯/০৩/১৭	২৮/০৩/১৭
০৯	ভেটেরিনারি চিকিৎসা উপকরণ	৩৩৩.০০	৩১১.৯০	৩১/০১/১৭	৩১/০৭/১৭	২৬/০৬/১৭
১০	স্প্রে মেশিন	৪২.৮০	৪২.৮০	৩০/০১/১৭	২৯/০২/১৭	২৬/০২/১৭
১১	বড় প্রাণি নিয়ন্ত্রণ খাঁচা (ট্রাভিস)	৩২.২৫	৩০.৯৫	৩০/০১/১৭	২৯/০৪/১৭	০২/০৪/১৭

১৫.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ দমন, চিকিৎসা, লালন-পালন, জাত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা;	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ দমন, চিকিৎসা, লালন-পালন, জাত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ৮৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নবনির্মিত উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবনগুলোতে প্রাণিসম্পদের দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু হয়েছে।
২) দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারীদের মধ্যে গবাদি পশু প্রতিপালনের আধুনিক কলা-কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের মৃত্যুহার হ্রাস এবং প্রাণীজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি;	এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাভার কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরীসহ নবনির্মিত ৮৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ভেটেরিনারী চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি দপ্তরে কৃত্রিম প্রজনন সেড নির্মাণ ও কৃত্রিম প্রজনন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এতে খামারীদের গবাদি পশুর চিকিৎসায় অনেক সহায়ক হয়েছে। কোন গবাদি পশুর রোগ প্রতীয়মান হলে খামারীগণ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যোগাযোগ করলে ভেটেরিনারী সার্জন অথবা কৃত্রিম প্রজনন কর্মী দ্রুত সহযোগীতা করে থাকে। ফলশ্রুতিতে গবাদি পশু ও পাখির মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে।
৩) পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অধিকাংশ ভবনে প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তিতে গবাদি পশু-পাখি পালন ও রোগ বালাই সম্পর্কে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি নিয়মিত কার্যক্রম। গ্রামীণ বেকার যুবকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে গবাদি পশু-পাখি পালন ও পোল্ট্রি খামার পরিচালনার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার বিষয়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ পেয়ে বেকার যুবসমাজ আধুনিক প্রযুক্তিতে গবাদি পশু পালন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হলেও কিছু দপ্তরের গেইট সাধারণভাবে লোহার গ্রীল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। একটি অফিস ভবনের গেইট দুপাশে উচু করে উপরে দাপ্তরিক নামকরণসহ গেইট করা প্রয়োজন ছিল।

১৬.২ এ প্রকল্পের ১ম দফায় নির্মিত কিছু ভবনের নীচ তলায় দাপ্তরিক কক্ষ ও ২য় তলায় ডরমেটরি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কোন প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়নি। ২য় দফায় নির্মিত ভবনগুলোর ২য় তলায় ডরমেটরি কক্ষসহ ১টি প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কক্ষটি ৩০ আসন বিশিষ্ট করা হলেও কক্ষটি খুবই ছোট হয়েছে। ফলে অধিকাংশ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে স্বল্প জায়গায় ৩০টি চেয়ার বসানো হলেও প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ টেবি লগুলো প্রশিক্ষণ কক্ষে বসানো সম্ভব হয়নি।

১৬.৩ পরিদর্শনকালে দেখা যায় , এ প্রকল্পের ১ম দফায় যেসব দপ্তর নির্মাণ করা হয় সেগুলোর অফিস ভবনের পাশেই প্রাণিসেড নির্মাণ করা হয়। যা পরিবেশগতভাবে সঠিক হয়নি। প্রাণিসেড দাপ্তরিক ভবন থেকে কিছুটা আলাদা থাকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সহজ ও পরিবেশ ভাল থাকবে।

১৬.৪ প্রকল্পের আওতায় ৮৫টি নতুন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ করা হয়। নির্মিত ভবনে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু আসবাবপত্র ও উপকরণ সনাক্তকরণের জন্য আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নামকরণ করা হয়নি। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায়, সম্প্রতি অন্য প্রকল্প থেকেও আসবাবপত্র/উপকরণ সরবরাহ করা হয়। কোন প্রকল্প হতে কি সামগ্রী পাওয়া যায়, তার গায়ে প্রকল্পের নাম লিখাসহ সনাক্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৬.৫ কিছু কিছু উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণে দেখা যায়, সিঁড়িতে থাই গ্লাস স্থাপন করা হলেও ডিজাইনগত কারণে গ্লাস যথাযথভাবে স্থাপন না করায় গ্লাস খোলা যাচ্ছে না। এতে সিঁড়িতে বাতাস প্রবাহ ও পরিষ্কার করা দুস্কর। সিঁড়ির থাই গ্লাস সিঁড়ির মাঝখান বরাবর স্থাপন করে স্লাইড সিস্টেম করলে অনায়াসে গ্লাস খোলা যেত ও বাতাস প্রবেশ করত।

১৬.৬ সিলেট দক্ষিণ সুরমা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ২য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষের সম্মুখে ফাঁকা স্থান বারান্দার চেয়ে উঁচু করা হয়। এতে বৃষ্টির সময় বাতাসে পানি প্রশিক্ষণ কক্ষের সামনের বারান্দায় প্রবেশ করে। তাছাড়া ২য় তলার উক্ত ফাঁকা স্থান ঢালু কম থাকায় বৃষ্টির পানি জমে থাকে।

১৬.৭ প্রকল্পের শুরুতে অর্থাৎ ২০১২-১৩ সালের দিকে যেসব উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ করা হয়, সেগুলোতে দাপ্তরিক কার্যক্রম যথারীতি চালু রয়েছে। কিন্তু প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত এসব ভবনগুলো নির্মাণের পর আর কোন রং করা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। ফলে ভবনগুলোর বাহিরে ও ভেতরে রং কিছুটা নষ্ট হয়েছে।

১৬.৮ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের শেষ অর্থ বছরের (২০১৭-২০১৮) অডিট সম্পন্ন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে সাথে অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল।

১৬.৯ পরিদর্শনকালে দেখা যা য়, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোতে প্রতিদিন চিকিৎসা /কৃত্রিম প্রজননের জন্য যেসব প্রাণি আনা হয় সেগুলো সাময়িকভাবে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সেড নেই ও আগত খামারীদের সাময়িক বসার কোন স্থান নেই। বিভিন্ন বৈরি/প্রতিকূল আবহাওয়ায় আগত খামারী/কৃষক এবং গবাদি পশু সাময়িকভাবে বসা র জন্য ভবনের নীচ তলায় বিশ্রামাগার/সেড নির্মাণ করার সংস্থান প্রকল্পে রাখা প্রয়োজন ছিল।

১৬.১০ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় দেশের সকল উপজেলায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর/পশু হাসপাতাল ভবন রয়েছে। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ৭০টি ও ২য় পর্যায়ে ৯৮টি এবং ৩য় পর্যায়ের এ প্রকল্পের ৮৫টি নতুন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনো অধিকাংশ উপজেলায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর /পশু হাসপাতাল ভবন পুরাতন জরাজীর্ণ অবস্থায় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দ্রুত এসব জরাজীর্ণ পুরাতন ভবনগুলো নির্মাণ করা প্রয়োজন।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ ভবিষ্যতে নির্মিতব্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের গেইটগুলো আধুনিক ও দাপ্তরিক কাঠামো অনুযায়ী নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে;

১৭.২ ভবিষ্যতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ প্রাক্কালে প্রশিক্ষণ বড় করে নির্মাণ করা সমীচীন হবে;

১৭.৩ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৪ ভবিষ্যতে নির্মাণ কাজ করার সময় দাপ্তরিক ভবন ও প্রাণিসেড আলাদাভাবে নির্মাণ করতে হবে।

১৭.৫ ভবিষ্যতে উপজেলা দাপ্তরিক কার্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে সিঁড়িতে প্রতি তলায় আলাদাভাবে থাই গ্লাস স্লাইড আকারে স্থাপন করতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের নির্মিত উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ভবনগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.৭ প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৮ ভবিষ্যতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণকালে প্রাণি সেড /ট্রাভিস দাপ্তরিক ভবন থেকে কিছুটা আলাদা এবং পেছনের দিকে নির্মাণ করতে হবে। খামারীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে গবাদি পশুর গর্ভবতী অবস্থা নিরূপণের জন্য প্রতিটি উপজেলা দপ্তরে ভবিষ্যতে আলট্রাসনোগ্রাফ মেশিন স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৯ ভবিষ্যতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণকালে সাময়িকভাবে কিছু সংখ্যক প্রাণি রাখার প্রয়োজনীয় সেড এবং প্রতিকূল আবহাও য়ায় আগত খামারী /কৃষকদের সাময়িকভাবে বসার জন্য নির্মিতব্য ভবনের নীচ তলায় বিশ্রামাগার/সেড নির্মাণ করা সমীচীন হবে;

১৭.১০ এ প্রকল্পে এবং ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত ২টি পর্যায়ে নির্মিত উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ২য় তলায় একটি মিনি ল্যাব নির্মাণের জন্য ভবিষ্যতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.১১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পুরাতন জরাজীর্ণ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ করা খুবই প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি স্থাপন করে প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোকে উন্নয়ন করা একান্ত অপরিহার্য । এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পুরাতন ভবনের স্থলে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.১২ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৭)

১.০ প্রকল্পের নাম : প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : দেশের ৬১টি জেলার ১২২টি উপজেলা (৩ পার্বত্য জেলা ব্যতীত)

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২২০২.৬৮	-	১৫৮১.৫৮	জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	-	জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	-	-

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের দেশে সংখ্যাগত দিক দিয়ে গবাদি পশুর সংখ্যা উন্নত বিশ্বের তুলনায় অধিক হলেও উন্নত জাত ও প্রয়োজনীয় প্রাণি খাদ্যের তীব্র সংকট ও লাগসই আধুনিক প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রয়োগে সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের বিপুল সংখ্যক প্রাণিসম্পদ থেকে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে প্রাণিসম্পদের অন্যতম প্রধান খাদ্য সবুজ ঘাসের অভাবে দেশের মূল্যবান প্রাণিসম্পদ অপুষ্টিতে ভুগছে আর ফলশ্রুতিতে দেশে প্রয়োজনীয় দুধ ও মাংশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে অনেক পিছিয়ে আছে। প্রাণিসম্পদ তথা প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে জাত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিপুষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে শুধু সুষম খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন প্রায় ৩০-৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী কৃষক ও খামার পর্যায়ে উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) উচ্চফলনশীল ঘাস চাষের মাধ্যমে গবাদি প্রাণির পুষ্টির উন্নয়ন;
২) প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে খামার পর্যায়ে প্রাণি পুষ্টির উন্নয়ন; এবং
৩) প্রাণি পুষ্টি বিষয়ে কৃষক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) উচ্চ ফলনশীল স্থায়ী ঘাস চাষ প্রদর্শনী;
(খ) সবুজ খড় সংরক্ষণ প্রদর্শনী;
(গ) সবুজ ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরি প্রদর্শনী;
(ঘ) এলাকা ভিত্তিক অপ্রচলিত ঘাস চাষ ও শস্য উপজাত-এর ব্যবহার বিষয়ক প্রদর্শনী;
(ঙ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ;
(চ) বৈদেশিক শিক্ষা সফর;
(ছ) ওয়ার্কশপ;
(জ) জেলা ও উপজেলা অফিস প্রাঙ্গন এবং সরকারি ডেইরি ফার্মসমূহে ঘাসের নার্সারি প্লট স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা;
(ঝ) নার্সারি প্লট ফেন্সিং;
(ঞ) যানবাহন সংগ্রহ;
(ট) ল্যাবের যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার সংগ্রহ ও যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১	৪২.৪৮	১	-
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৫	১৪.৯০	৫	৫.৩৩
৩	ভাতাদি	জন	৬	৫০.৮০	৬	১.৭৭
৪	কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট (সিইএ)দের ভাতা	জন	১২২	২১৯.৬০	১২২	১২১.৫৯
৫	ভ্রমণ ভাতা	থোক	-	১০.০০	-	০.৬৩
৬	ওভারটাইম ভাতা	থোক	-	২.০০	-	০.৯২
৭	ডাকটিকেট/স্ট্যাম্প	থোক	-	১.০০	-	০.০৫
৮	টেলিফোন, ইন্টারনেট বিল	থোক	-	৩.২০	-	০.৪১
৯	জ্বালানী তেল	লিটার	৩০০০০	২৫.০০	৩০০০০	২৪.২৯
১০	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	সংখ্যা	৩২০০০	৩৮.০০	৩২০০০	৩৭.০৮
১১	গবেষণা ব্যয়	থোক	-	৫.০০	-	-
১২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-	১০.০০	-	৯.৭৩
১৩	ইউনিফর্ম (সিইএদের)	সেট	১২২	৩.৬৬	১২২	৩.৬৬
১৪	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের ToT কোর্স	জন	১২২	৬.৩৭	১২২	৬.৩০
১৫	কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্টদের প্রশিক্ষণ	জন	১২২	৬.০৬	১২২	৪.৫০
১৬	কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ	জন	১২২০০	১৮৫.৪৪	১২২০০	১৮৫.১৭
১৭	বৈদেশিক শিক্ষা সফর	জন	৮	৩০.০০	৮	৩০.০০
১৮	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	১	৪.০০	১	-
১৯	পুরস্কার/প্রণোদনা	সংখ্যা	৬০	১০.০০	৬০	-
২০	উপজেলা, জেলা ও সরকারী ডেইরী খামারে বিদ্যমান ফডার নার্সারি প্লটকে কার্যকরিকরণে সহায়তা	ইউনিট	১৯১	৫০.০০	১৯১	৩৯.১৫
২১	স্থানীয় পরামর্শক (প্রাণিপুষ্টি)	জনমাস	১২	১৮.০০	১২	-
২২	সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	-	৮.০০	-	৬.২৯
২৩	কমিটি মিটিং	থোক	-	৩.০০	-	০.৭৬
২৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	৪.০০	১	৩.৬৩
২৫	ToT মডিউল ও কৃষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন	সংখ্যা	২	৩.০০	২	২.৯১
২৬	কৃষক পর্যায়ে HYV ফডার চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন	সংখ্যা	১৮৩০	১৮৩.০০	১৮৩০	১৮৩.০০
২৭	কৃষক পর্যায়ে খড় প্রক্রিয়াকরণ প্রদর্শনী	সংখ্যা	১৮৩০	১১৮.৯৫	১৮৩০	১১৮.৯৫
২৮	কৃষক পর্যায়ে সবুজ ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুতকরণ প্রদর্শনী	সংখ্যা	১৮৩০	১৫৫.৫৫	১৮৩০	১৫৫.৫৫
২৯	উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ সরকারি দপ্তরে ফডার প্লট ফেন্সিং ব্যয়	থোক	-	১৫.০০	-	৬.১০
৩০	অফিস কন্টিনজেন্সি	থোক	-	১৫.০০	-	১৪.৩২
৩১	অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি (কেন্দ্রিয় ফডার জার্মপ্লাজম নার্সারির জন্য)	থোক	-	৪০.০০	-	৩৯.৯৯
৩২	কেমিক্যালস ও রিএজেন্টস	থোক	-	৩.০০	-	৩.০০
৩৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় (সার, মোলাসেস, কনসেনট্রেটস ইত্যাদি)	থোক	-	২০.০০	-	১৪.৮২
৩৪	কৃমিনাশক ও ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	থোক	-	৪৮.০০	-	৪৩.০৭
৩৫	হায়ারিং চার্জ	বছর	২	২০.০০	২	১০.৫৩
৩৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৫.০০	-	১.৩৭
৩৭	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ (১টি জিপ , ১টি পিকআপ , ১টি ট্রাক্টর)	থোক	-	৫.০০	-	৪.৯৪
৩৮	কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৩.০০	-	১.২৬
৩৯	অফিস ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৩.০০	-	২.৯৯
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১৩৮৮.০১**		**১০৮৪.০৬**
	(খ) মূলধন খাতঃ					

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০	জিপ গাড়ি	সংখ্যা	১	৭২.০০	১	৭১.৫৭
৪১	ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১	৫৭.০০	১	৪৮.৩৪
৪২	ট্রাক্টর, স্পেয়ার পার্টস ও এক্সেসরিজসহ	সংখ্যা	১	৩৫.০০	১	৩৪.৯৫
৪৩	যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	২৪১৬	৬১৯.৯৭	২৪১৬	৩১৩.৭০
৪৪	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার-৫টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১টি, ল্যাপটপ-২টি	সংখ্যা	৮	৫.৯০	৮	৫.৮৬
৪৫	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৮	৬.১০	৮	৫.১০
৪৬	প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৬	৪.৭০	৩৬	৬.৬৪
৪৭	প্রকল্প পরিচালকের দাপ্তরিক টেলিফোন	সংখ্যা	১	০.৫০	১	০.২৩
৪৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	-	১.০০	-	০.৬৪
৪৯	বাই সাইকেল	সংখ্যা	১২২	১২.৫০	১২২	১২.৪৯
	উপ-মোট (মূলধন):			**৮১৪.৬৭**		**৪৯৭.৫২**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**২২০২.৬৮**		**১৫৮১.৫৮**

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ২২০২.৬৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫/০১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৫-২০১৬	২৫৮.০০	২৫৮.০০	-	২৫৮.০০	২৫২.৪৪	২৫২.৪৪	-
২০১৬-২০১৭	১১৮৬.০০	১১৮৬.০০	-	১১৮৬.০০	১১৫১.১২	১১৫১.১২	-
২০১৭-২০১৮	৫৩৫.০০	৫৩৫.০০	-	৫৩৫.০০	১৭৮.০২	১৭৮.০২	-
মোটঃ	**১৯৭৯.০০**	**১৯৭৯.০০**	-	**১৯৭৯.০০**	**১৫৮১.৫৮**	**১৫৮১.৫৮**	-

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	ড. মোঃ সাহেব আলী, সহকারী পরিচালক (লীভ রিজার্ভ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০২.০২.২০১৬	৩১.১২.২০১৭

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ ৬১ জন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ১২২ জন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের ToT কোর্স, ১২২ জন কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়। তাছাড়া ১২২০০ জন নির্বাচিত কৃষককে উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৩.২ কৃষক পর্যায়ে ১৮৩০টি HYV ফডার চাষ প্রদর্শনী , ১৮৩০টি খড় প্রক্রিয়াকরণ প্রদর্শনী , ১৮৩০টি সবুজ ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুতকরণ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.৩ ১টি জীপ গাড়ি, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি ট্রাক্টর, ১২২টি বাই সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।

১৩.৪ প্রকল্প চলমানকালে গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও উন্নত ঘাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় ও খামারীদের প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল , সার, মোলাসেস, কনসেনট্রেটস, কৃমিনাশক ও ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স সরবরাহ করা হয়েছে। এতে খামারীরা উপকৃত হয়েছে।

১৩.৪ ডিপ টিউবওয়েল ১টি, ইরিগেশন এক্সেসরিজ ৩৮০টি, ফডার হারভেষ্টার ১টি, পাওয়ার টিলার ১টি, ফাইবার ক্যাপ ক্যাপসুল ২০০০টি Mufle Furnace ১টি, Near Infrared Feed Analyzer ১টিসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মোট ২৪১৬টি ক্রয় করা হয়েছে।

১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

আইএমইডি কর্তৃক ১৫/১১/২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা (উল্লাপাড়া ও সদর উপজেলা), টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা, ১০/১১/২০১৮ তারিখে নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার , সোনারগাঁও উপজেলা , গাইবান্ধা (সদর ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা), নীলফামারী (সৈয়দপুর উপজেলা) প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকতাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৬.১ **<u>নেপিয়ার পাকচং-১ ঘাস চাষঃ</u>** এ প্রক ল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল স্থায়ী ঘাস চাষ প্রদর্শনী একটি। নেপিয়ার পাকচং-১ ঘাসটির উৎপত্তি থাইল্যান্ডের পাকচং জেলায়। এটি নেপিয়ারের সাথে পারল মিলেটের শংকরায়নের ফলে সৃষ্ট একই উচ্চ ফলনশীল ঘাস। এ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার-এ ৮৬ একর জমিতে নেপিয়ার পাকচং-১ জাতের ঘাস চাষ করে খামারস্থ গবাদি পশুর চাহিদা মেটানো হচ্ছে এবং সারা দেশের আগ্রহী খামারীদের মাঝে ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ৩০ শতাংশ জায়গা নিয়ে নেপিয়ার পাকচং ঘাসের চাষ চালু করা হয়। যাতে এখান থেকে খামারীদের ঘাসের প্রযুক্তি ও আপদকালীন ঘাস বিতরণ করা সম্ভব হয়।

১২.২ **<u>খামারী প্রশিক্ষণঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে খামারীদের HYV ফডার চাষ, খড় প্রক্রিয়াকরণ, সবুজ ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক খামারীকে প্রশিক্ষণে আসা -যাওয়া বাবদ দৈনিক ২০০/- টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়া খামারীদেরকে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হ য়। মোট ১২২০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং এ বাবদ ১৮৫.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৩ **<u>কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট (সিইএ)-দের ইনসেনটিভ প্রদা নঃ</u>** প্রকল্প থেকে মোট ১২২ জন সিইএকে মাসিক ৫০০০/- টাকা করে ইনসেনটিভ প্রদান করা হয় এবং এ বাবদ মোট ১২১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাছাড়া সিইএ 'র প্রশিক্ষণ বাবদ মোট ৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্প থেকে প্রত্যেক সিইএ-কে একটি করে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

১২.৪ **<u>প্রযুক্তি প্রদর্শনঃ</u>** প্রকল্প চলমানকালে প্রতি উপজেলায় ৪ জন নির্বাচিত সংযোগ খামারীকে ৮,৫০০/- টাকা সমমূল্যের সামগ্রী প্রদান করা হয়। উপকরণের মধ্যে নেপিয়ার /পাকচং কাঁচা ঘাস ৫০০ কেজি, খড়- ২৫ কেজি, মোলাসেস- ১৫ কেজি, পলিথিন- ২০০ বঃফুট, উপকরণ পরিবহন ব্যয়- ১১২৫/- টাকা এবং মজুরি বাবদ নগদ ১২০০/- টাকা রয়েছে। প্রকল্পের এসব সহায়তা পেয়ে দরিদ্র খামারীগণ তাদের পালিত গবাদি পশুর জন্য ঘাস উৎপাদন করা অনেক সহজ হয়েছে মর্মে খামারীরা জানিয়েছেন।




উৎপাদিত উচ্চফলনশীল পাকচং ও নেপিয়ার ঘাস



উল্লাপাড়া ভদ্রকোল গ্রামে প্রকল্প থেকে ঘাসের প্রযুক্তি দেয়া হয়, কিন্তু খামারী পুনরায় নতুনভাবে ঘাস চাষ করেনি।



উল্লাপাড়ায় সলপ গ্রামে বাদশা মিয়ার নেপিয়ার ঘাসের প্রদর্শনী প্লট



উল্লাপাড়া ভদ্রকোল গ্রামে ইউসুফ আলীর পাকচং ঘাস প্লট



সাভার ডেইরি ফার্মে প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত হেভি ট্রাক্টর

১২.৪ **<u>প্রযুক্তি হস্তান্তর (ইউএম</u>**এস)**<u>:</u>** খামারীদের Urea Mollases Straw (UMS) অর্থাৎ খড় প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে ১৮৩০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১১৮.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১২.৫ **<u>প্রযুক্তি হস্তান্তর (সাইলেজ):</u>** খামারীদের সবুজ ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুতকরণ বিষয়ে ১৮৩০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ মোট ১৫৫.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) উচ্চফলনশীল ঘাস চাষের মাধ্যমে গবাদি প্রাণির পুষ্টির উন্নয়ন;	উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ সম্প্রসারণ সফলতার সাথে অর্জিত হয়েছে। ৬১টি জেলার ১২২টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রতিটি উপজেলায় ১৫টি করে মোট ১৮৩০টি উচ্চফলনশীল ঘাষ চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
২) প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে খামার পর্যায়ে প্রাণি পুষ্টির উন্নয়ন; এবং	৬১টি জেলার ১২২টি উপজেলার প্রতিটি উপজেলায় ১৫টি করে মোট ১৮৩০টি খামারে Urea Molasses Straw (UMS) ও Silage জাতের ঘাষ উৎপাদনের প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩) প্রাণি পুষ্টি বিষয়ে কৃষক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রকল্পভুক্ত ৬১টি জেলার জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ১২২টি উপজেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের ToT প্রশিক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ, ব্যবস্থাপনা ও প্রাণিপুষ্টি প্রযুক্তি বিষয়ে ১২২ জন কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট (সিইএ) এবং ১২২০০ জন নির্বাচিত কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্প চলমানকালে খামারীদের উন্নতমানের ঘাস চাষের জন্য প্রশিক্ষণ, ঘাসের প্রযুক্তি প্রদান, ঘাস উৎপাদনের জন্য উপকরণ বিতরণ, নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের প্রযুক্তি ও ঘাসের চারা সহায়তা পেয়ে খামারীগণ পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণ ঘাস উৎপাদন করতে পারছে। বর্ষা মৌসুমে ও আপদকালীন ঘাস প্রাপ্তির লক্ষ্যে শুকনো ঘাস কাটিং করে পলিথিন দিয়ে মাটির নিচে রাখা সম্ভব হয়। এসব ঘাসের গুণগত মান আরো ভাল থাকে। আবার অনেকে উৎপাদিত ঘাস বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। লক্ষ্য করা যায়, প্রকল্প সমাপ্তির পর খামারী/কৃষকগণ নিজস্ব উদ্যোগে ঘাস চাষ অব্যাহত রেখেছে। তবে জেলা/উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সহায়তা প্রাপ্তি অব্যাহত রাখার জন্য খামারীগণ দাবি করেন।

১৬.২ এ প্রকল্প চলমানকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি। ০২/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযা য়ী গবেষণা ব্যয় অঙ্গ বাদ দেয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান, কোন প্রকার সংশোধন ও সময় বৃদ্ধি ব্যতীত এ প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। প্রকল্পের সফল উপকারভোগী /ঘাস চাষীদের তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে যথাসময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বিধায় খামারীদের পুরস্কার প্রদান করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া স্বল্প সময়ের জন্য স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ প্রয়োজন হয়নি।

১৬.৩ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি অংগের সাথে সাভারে টিএমআর প্লান্ট স্থাপন বাবদ ২৯৯.৩২ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। ০৫/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নভেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) স্থাপন ও মেশিনটি পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জনবলের প্রশিক্ষণ সম্পন্নের উল্লেখ ছিল। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক টিএমআর স্থাপন করা হলেও দরপত্রের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হওয়ায় ও কাঙ্খিত টিএমআর উৎপাদনে ব্যর্থ হওয়ায় প্র কল্প পরিচালক কর্তৃক ঠিকাদারের চুক্তি ১৯/১২/২০১৭ তারিখে বাতিল করা হয়। ফলে এ খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১৬.৪ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি পেয়ে উপজেলা পর্যায়ে খামারীগণ অনাবাদী বা পরিত্যক্ত প্লটে ঘাস চাষ করছে এবং ঘাস বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু ঘাস বাজারজাতকরণে ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্ধারিত স্থান বা গ্রাম্য হাট -বাজারে ঘাস বিক্রির যথাযথ স্থান না থাকায় বাণিজ্যিকভাবে ঘাস চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। ঘাস বাজারজাতকরণে ইউনিয়ন পর্যায়ে বাজার স্থাপনের বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য খামারীগণ পরা মর্শ প্রদান করেন।

১৬.৫ প্রকল্প এলাকার দরিদ্র খামারীদের ঘাস চাষের প্রযুক্তি প্রদান , প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে উন্নত জাতের ঘাসের চারা বিতরণ ছাড়াও প্রত্যেক খামারীকে ৮৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এতে খামারীগণ তাদের গবাদি পশুর খাবারের জন্য ঘাস উৎপা দনে উপকৃত হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবেও ঘাস চাষ করে বাজারে বিক্রি করছে। কিন্তু ১ম পর্যায়ের ঘাসের প্লট স্থাপনের ২/৩ বছর পর ঘাস বিনষ্ট হলে ঐ প্লটে পুনরায় নতুন ঘাসের চারা রোপন করতে হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কেউ কেউ পরবর্তীতে পুনরায় নতুনভাবে ঘাসের চারা রোপন করেনি। এতে ঘাস উৎপাদন ব্যাহত হয়। ঘাস চাষে খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণে জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে সঠিক মনিটরিং করা প্রয়োজন।

১৬.৬ এ প্রকল্প হতে প্রকল্প এলাকার প্রতিটি উপজেলায় খামারীদের জন্য মোট ৫৪,০০০/- টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থে কমিউনিটি এক্সটে নশন এজেন্ট-এর ভাতা, খামারীদের কাঁচা ঘাস, খড়, মোলাসেস, পলিথিন, শ্রমিক মজুরি,

ঘাসের পরিবহন খরচ বাবদ ব্যয় হয়। এছাড়া খামারীদের প্রশিক্ষণ ব্যয় , ব্যবস্থাপনা ব্যয় , জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ক্যাম্পাস নার্সারীর জন্য, ক্যাম্পাস নার্সারীর ফেন্সিং, ইউএমএস ও সাইলেজ প্রযুক্তি হস্তান্তর, মুদ্রণ ও বাধাই ব্যয় বাবদ প্রকল্প চলাকালে প্রতিটি উপজেলায় প্রায় ৬.০৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। ফলে গবাদি পশু পালনের জন্য উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদনে প্রকল্পটির কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূ মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রদর্শনী প্লট হতে ঘাস চাষে আগ্রহী খামারীদের ঘাসের চারা বিতরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর অব্যাহত রাখতে হবে;

১৭.২ গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ঘাস উৎপাদন এবং উৎপাদিত ঘাস বাজারজাত করণের বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৩ প্রকল্পের উপকারভোগীগণ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা পাওয়ার পর ঘাস চাষ অব্যাহত রেখেছে কি -না তা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে;

১৭.৪ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পের কোন অংগের বাস্তবায়ন না করে প্রকল্প সমাপ্তির ক্ষেত্রে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের মতামত অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

১৭.৫ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: ডিসেম্বর,২০১৭)

১.০। প্রকল্পের নাম: গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য অধিদপ্তর

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান: বিভাগ-০২, জেলা০৩-, উপজেলা- ০৩
৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়: বাস্তবায়ন সময়
মূল-

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬		
১২৩১৩.০০	১৪৩৮৩.৩৭	১৩২৩৯.০২	জুলাই২০১১-জুন,২০১৫	জুলাই২০১১-ডিসেম্বর,২০১৭	ফেব্রুয়ারি,২০১২-ডিসেম্বর,২০১৭	১৬.৮১%	৬২.৫০%

৬.০। **পটভূমি:** মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহের জনপ্রিয় উপায়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মৎস্য এন্টারপ্রাইজ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সেক্টরে কর্মরত জনবল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেশাদার এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনভিজ্ঞ। বর্তমানে কর্মরত জনবল কেবল প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে এ সেক্টরে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন । এ প্রেক্ষাপটে দেশের মৎস্য সেক্টেরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২৩১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি ১৩/০৯/২০১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে পিডাব্লিউডির রেট সিডিউল পরির্বতন , বেতন ভাতা ও যানবাহন ক্রয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রকল্প মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি জনিত কারণে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধন করা হয় । সংশোধিত প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় নির্ধারিত হয় ১৪৩৮৩.৩৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর,২০১৭ পর্যন্ত।

৬.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- উপযুক্ত প্রার্থিদের মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন করা|
- মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনায় আধুনিক সরঞ্জামসহ অত্যাধুনিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা|

৭.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
রাজস্ব						
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৬	১৬৫.০০	১২৭.৭৩	৬
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৯	৯৫.০০	৮৪.১০	৯
৩	ভাতাদি	জন	১৫	১৯৪.০০	১১৬.১৭	১৫
৪	ভ্রমন ব্যয়	থোক	থোক	৫০.০০	৪৯.৯৯	থোক
৫	অফিস ভাড়া	থোক	থোক	৬.০০	৫.৩২	থোক
৬	ডাক, টেলিফোন ইন্টারনেট	থোক	থোক	৯.০০	২.২১	থোক

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
৭	নিবন্ধন ফি, পানি, বিদ্যুৎ	থোক	থোক	২০.০০	৮.২৭	থোক
৮	জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২৬.৫০	১৭.৩৭	থোক
৯	মুদ্রণ ও প্রকাশনা(পাঠ্য বই)	থোক	থোক	৪৫.০০	১৭.৭৮	থোক
১০	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম	থোক	থোক	২৫.০০	৩.০৫	থোক
১১	সাইন্টিফিক বই,জার্নাল, পত্রিকা	থোক	থোক	১০.০০	১৬.৯০	থোক
১২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (টেন্ডার)	থোক	থোক	২০.০০	০০	থোক
১৩	শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড	সংখ্যা	০০	১৫.০০	০০	০০
১৪	শিক্ষা সফর, মাঠ প্রযুক্তি	থোক	থোক	২.০০	০০	০০
১৫	কর্মকর্তা প্রশিক্ষন, কর্মশালা	থোক	থোক	৮.৭৫	২.৪৪	১টি
১৬	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	২৫.০০	২৪.৬৯	থোক
১৭	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও রাসায়নি দ্রবাদি	থোক	থোক	২৫০.০০	১৭৬.৫৭	থোক
১৮	সম্মানী ভাতা(টেন্ডার,মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ)	থোক	থোক	২২.০০	৯.৮৯	থোক
১৯	কম্পিউটার এক্সসরিস	থোক	থোক	৫.০০	১.৬৪	থোক
২০	ইভেন্টস (মৎস্য মেলা, র‍্যালী ইত্যাদি)	থোক	থোক	৬.০০	৪.৫৭	থোক
২১	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৯০.০০	৫১.১৯	থোক
২৩	যানবাহন মেরামত	থোক	থোক	১০.০০	১০.০০	থোক
২৪	কম্পিউটার, মেরামত	থোক	থোক	৩.০০	০০	থোক
২৫	যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	থোক	৩.০০	১.২৪	থোক
	মোট রাজস্ব ব্যয়			**১১০৫.২৫**	৭৫৩.৯০	
মূলধন						
২৬	জীপ (৩টি)ও মাইক্রোবাস(৩টি)	সংখ্যা	৬টি	৩৩১.০০	১৭৮.১৫	১+৩=০৪টি
২৭	ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা	সংখ্যা	৪টি	৪.০০	১.৯০	২টি
২৮	প্রিন্টারসহ ল্যাপটপ (৭টি) ও ডেস্কটপ কম্পিউটার (৭৮টি)	সংখ্যা	৮৫টি	৭০.০০	৬৬.৫০	৮৫টি
২৯	জিপিআর এস মডেম, সিডি	থোক	থোক	৩.০০	০০	০০
৩০	ফটোকপিয়ার,ফ্যাক্স, মালটিমিডিয়া স্ক্যানার	থোক	থোক	১৭.০০	৭.৬৫	১২টি
৩১	পিএবিএক্স, টিভি, এয়ারকন্ডিশনার	থোক	থোক	১৬.০০	১৪.৮০	১৪টি
৩২	জেনারেটর	সংখ্যা	৩টি	৭৫.০০	৬৩.৩০	৩টি
৩২	অফিস, ডরমিটরি, ল্যাবরেটরী, ক্লাসরুম ও ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলের আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩৪৪.৩৭	৩১৮.১০	থোক
৩৩	ভূমি অধিগ্রহণ	হেঃ	২.৯১	৩৪১.৮২	৩৪১.০৮	২.৯১হে
৩৪	ভূমি উন্নয়ন	কিউঃমি	১৪৪০৮১	২৬৩.৪১	২২০.১৮	১৪৪০৮১
৩৫	প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (দুইতলা প্রতিটি ৪৭৮.০০ স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	৪৭৭.৭৮	৪৭৭.৭৮	১৪৩৪ ব মি
৩৬	একাডেমিক ভবন নির্মাণ(চারতলা প্রতিটি ৩১১৪.০০স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	১৬৭০.২৩	১৬৭০.২৩	৯৩৪২ব মি
৩৭	ছাত্রাবাস নির্মাণ(চারতলা প্রতিটি ৩৪৩৬.০০ স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	২৩২৪.০২	২২৯৭.৬০	১০৩০৮ব মি
৩৮	ছাত্রী নিবাস নির্মাণ(চারতলা প্রতিটি ২৫১১.০০ স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	২০৭৪.৬০	২০১৩.৫৮	৭৫৩৩ব মি
৩৯	অধ্যক্ষের বাস ভবন নির্মাণ (দুইতলা প্রতিটি ২৩৪.০০ স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	৩২২.৪৯	৩২২.৪৭	৭০২ব মি
৪০	ইন্সট্রাকটর ডরমিটরি নির্মাণ (৪ তলা প্রতিটি ১২৮৮.৫ স্কঃ ঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	৯৮৯.৪২	৯৮৯.৩৭	৩৮৬৫.৫০ব মি
৪১	ষ্টাফ ডরমিটরী (চারতলা প্রতিটি ৯৭৮ স্কঃ ঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	৬১৬.১৮	৬০১.১৫	২৯৩৪বমি
৪২	হ্যাচারি ইউনিট অফিসার্স ডরমিটরি	থোক	০০	০.০০	০০	০০
৪৩	হ্যাচারি ইউনিট স্টার্ফ ডরমিটরি নির্মাণ	থোক	০০	০.০০	০০	০০
৪৪	অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণ(একতলা প্রতিটি ৪১৩.০০ স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	১১৩৬.৬২	১১৩৬.৬২	১২৩৯বমি
৪৩	মসজিদ নির্মাণ(একতলা প্রতিটি ১৪৩.০০ স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	১৮৫.৫৯	১৬৩.৮৯	১৪২৯বমি
৪৪	গার্ডরুম নির্মাণ	সংখ্যা	৬টি	৪১.০৫	৩৪.১৪	৬টি
৪৫	গ্যারেজ নির্মাণ	সংখ্যা	৩টি	৪১.৪৮	৪১.৪৮	৯টি

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
৪৬	কম্পোনেন্ট সহ হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ(প্রতিটি ১৬৭ স্কঃ মি)	সংখ্যা	২টি	১৮১.৪৮	১৬৬.৩০	৩৩৪ব মি
৪৭	মাটি পরিক্ষাকরণ ও আর্কিস্ট্রাচারাল ড্রইং	থোক	থোক	২৮.১৪	২৮.১৪	থোক
৪৮	বাগান করা ও বৃক্ষরোপন	থোক	থোক	৯.০০	৮.৯৯	থোক
৪৯	বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ(একতলা প্রতিটি ৬৭.০০ স্কঃ মি)	সংখ্যা	৩টি	৬৭.২৮	৬১.০৩	২০১ব মি
৫০	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	স্কঃ মি	৯৫৭১	৩১১.২৩	২৩৭.৫৮	৯৫৭১বমি
৫১	কম্পাউন্ড ড্রেনেজ নির্মাণ	রাঃ মি	১৬৫০	৯৫.১৫	৭৩.৮০	১৬৫০রা মিঃ
	ইরোসন প্রটেকশন কাম বাউন্ডারি ওয়াল	রাঃ মি	৭৩৫	২৮৪.০৯	২৮৪.০৯	৭৫৫রা মি
	পুকুর খনন ও টার্ফিং	থোক	থোক	২০.৮০	১৩.২৯	থোক
	পুকুরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	থোক	থোক	১৬.০২	০.৪৮	থোক
	আরসিসি দেয়াল দ্বারা পুকুর রক্ষণ	মিঃ	৮৫৬	১৪১.৫৯	১৬.০০	থোক
	পুকুরের পাড় পুনঃ নির্মাণ	থোক	০০	০.০০	১১১.৭৩	৮৫৬ মি
	গভীর নলকূপ স্থাপন(পাম্প হাউস সহ)	সংখ্যা	৯টি	১৭২.৩৫	০০	থোক
	গেইট নির্মাণসহ বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত	থোক	খোক	৭৭.২১	১৩০.১৬	থোক
	বিল্ডিং এবং ডরমিটরি মেরামত	থোক	থোক	০.০০	৬১.৪৬	থোক
	হ্যাচারী মেরামত	থোক	থোক	৩৬.৭৫	০০	থোক
	নির্মিত ভবনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৩০.০০	৩৩.০৮	থোক
	এক্সটারনাল বিদ্যুৎতায়ন	ইউনিট	থোক	২৭১.১৪	১৪০.৬৩	৩ইউনিট
	৫০০ কেভি ইলেকট্রিক সাব ষ্টেশন এর যন্ত্রপাতি	ইউনিট	৩ ইউনিট	১৬ ০.৮৩	১৫৮.৩০	৩টি
	হোস্টেলের জন্য জিমনেশিয়ামের যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৩০.০০	২৭.০০	থোক
	মোট মূলধন			**১৩২৭৮.১২**	১২৪৮৫.১২	
	সর্বমোট ব্যয়			**১৪৩৮৩.৩৭**	১৩২৩৯.০২	

৮.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রাপ্ত পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯% মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত **১৪৩৮৩.৩৭** লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩২৩৯.০২ লক্ষ টাকা (৯২.০৪ %) ব্যয় হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অব্যয়িত ১১৪৪.৩৭ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কি না সে সম্পর্কে পিসিআর এ কিছু উল্লেখ করা হয় নি। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম কিশোর গঞ্জ জেলার সদর উপজেলা এবং গোপাল গঞ্জ জেলার মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে যথাক্রমে গত ৮/১/২০১৯ এবং ৬/২/২০১৯ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম অনুমোদিত ডিপিপি'র আলোকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ভৌত কাজ ডিপিপি'র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সম্পাদন করা হয়েছে এবং স্টেশনারী, বই ও জার্নাল, যানবাহন, বৈজ্ঞানিক/ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট, অফিস যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র চাহিদা অনুসারে নির্ধারিত ব্যয়ের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে।

৯.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১ **অনুমোদন পর্যায়:** আলোচ্য প্রকল্পটি ১২৩১৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর,২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৪৩৮৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন সময় জুলাই , ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। সবশেষ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭ নির্ধারণ করে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

৯.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক/ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় করা, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়, বই ও জার্নাল ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, নতুন, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (দুইতলা প্রতিটি ৪৭৮.০০ স্কঃ মি), একাডেমিক ভবন নির্মাণ(চারতলা প্রতিটি ৩১১৪.০০স্কঃ মি), ছাত্রাবাস নির্মাণ (চারতলা প্রতিটি ৩৪৩৬.০০ স্কঃ মি), ছাত্রী নিবাস নির্মাণ (চারতলা প্রতিটি ২৫১১.০০ স্কঃ মি), অধ্যড়্গের বাস ভবন নির্মাণ (দুইতলা প্রতিটি ২৩৪.০০ স্কঃ মি), ইন্সট্রাকটর ডরমিটরি নির্মাণ (চারতলা প্রতিটি ১২৮৮.৫ স্কঃ ঃ মি), ষ্টাফ ডরমিটরী (চারতলা প্রতিটি ৯৭৮ স্কঃ ঃ মি),আভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, সারফেজ ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা ইত্যাদি।

৯.৩ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	**২১/১১/২০১১**	**৩১/১২/২০১৭**	**পূর্ণ কালীন**

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শন** : প্রকল্পটির কার্যক্রম (কিশোর গঞ্জ জেলার সদর উপজেলা এবং গোপাল গঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে) আইএমইডি কর্তৃক গত ৮/১/২০১৯ এবং ৬/২/২০১৯ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষগন, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য অংগসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরুপ:

১১.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (** Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) ডিপিপি, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির রিপোর্ট ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

১২.১ **আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২৩১৩.০০ লক্ষ টাকা। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৩২৩৯.০২ লক্ষ টাকা (৯২.০৪ %)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	মোট			মোট	১০০%
২০১১-২০১২	৫৫৯.০০	৫৫৯.০০	৫৫৯.০০	৫৫৯.০০	৪৪৯.৬৫	
২০১২-২০১৩	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৯.২৮	
২০১৩-২০১৪	২৪০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	২৩৯৯.৫৯	
২০১৪-২০১৫	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.৮৫	
২০১৫-২০১৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯২.৫০	
২০১৬-২০১৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৬৬.৪৭	
২০১৭-২০১৮	১১৬০.০০	১১৬০.০০	১১৬০.০০	১১৬০.০০	৯৩১.৬৮	
মোট	১৩৬১৯.০০				১৩২৩৯.০২	

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

ক্রমিক	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১	উপযুক্ত প্রার্থিদের মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন করা।	স্থাপিত ৩টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এ ৪০/৪৫ জন করে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও লোকবল নিয়োগ না করায় তাদের মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ক্রমিক	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
২	মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনায় আধুনিক সরঞ্জামসহ অত্যাধুনিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৩টি আধুনিক সরঞ্জামসহ অত্যাধুনিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

১৪.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** উপযুক্ত প্রার্থিদের মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন করা এই উদ্দেশ্যটি **অর্জিত** হয় নি কারণ স্থাপিত ৩টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এ ৪০/৪৫ জন করে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও লোকবল নিয়োগ না করায় তাদের মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

১৫.০। **প্রকল্পের প্রভাব:** প্রকল্পের অধীনে কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৩টি আধুনিক সরঞ্জামসহ অত্যাধুনিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কোন শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সফল ভাবে বের না হওয়ায় এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় নি।

১৬। **সুপারিশ:**

১। অত্র প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতে ৬টি স্থায়ী এবং ৬৬ টি অস্থায়ী পদের অনুমোদন গত ১৪/০১/২০১৭ তারিখে পাওয়া সত্তেও অদ্যাবধি কোন লোকবল নিয়োগ করা হয়নি। ফলে অত্র প্রতিষ্ঠানের কাযক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হচ্ছেনা। জরুরিভিত্তিতে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইন্সট্রাকটর ,ল্যাব এটেন্ড্যান্ট, হোস্টেল এটেন্ড্যান্ট ও অন্যান্য পদগুলোতে লোকবল নিয়োগ করা না হলে এই প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৩টি আধুনিক সরঞ্জামসহ অত্যাধুনিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন থেকে কোন সুফল পাওয়া যাবে না।

২। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের পূর্ত কাজ এবং জনবল নিয়োগের কাজ একই সঙ্গে আরম্ভ করতে হবে।

৩। অত্র প্রকল্পের কিশোর গঞ্জ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যুতের একটি ট্রান্সফরমার আছে, এর বিদ্যুতের তারগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে।যেকোন সময় দূঘটনা ঘটতে পারে।এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হলো।

৪। একই প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটিভরাট কাজ সঠিকভাবে না হওয়ায় মাঠে পানি জমে আছে। সংযোগ রাস্তার কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক নয়।এই বিষয়ে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৫। মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের জন্য সরবরাহকত ফ্রিজ,টেবিল,চেয়ার, পরীক্ষাগারের জিনিষপত্র দীঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। দীঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় অডিটোরিয়ামের প্রবেশ পথের গ্রীলে মরিচা/জং ধরেছে,ছাত্রীনিবাসের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। ই বিষয়ে মন্ত্রণালয় কে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হলো।

৬। মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

৭।প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মৎস্য বিভাগ কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৮। অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৭ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি'কে অবহিত করা।

মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন,২০১৮)

১.০। প্রকল্পের নাম: **মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প**

২.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য অধিদপ্তর

৪.০।	প্রকল্পের অবস্থান:		**বিভাগ-০৭, জেলা-৬৩,উপজেলা-১৫১**
৫.০।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:		সময়ঃ মূল-জানুয়ারি২০১২-জুন,২০১৫, সর্বশেষ সংশোধিত -জানুয়ারি২০১২-জুন,২০১৮ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিত সময় বৃদ্ধি জানুয়ারি,২০১২ থেকে জুন,২০১৮ ব্যয়ঃ মূলঃ ১২১৮৭.৩১ লক্ষ টাকা, সংশোধিত- ১৪৬০৩.০০লক্ষ টাকা

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬		
১২১৮৭.৩১	১৪৬০৩.০০	১৪১৯৫.১২	জানুয়ারি২০১২-জুন,২০১৫	জানুয়ারি ২০১২-জুন,২০১৮	জানুয়ারি২০১২-জুন,২০১৮	১৬.৪৭%	৮৫%

৬.০ **পটভূমি:** মানুষের খাদ্য তালিকার মধ্যে প্রাণীজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান সম্ভাবনাময় এ সেক্টরের উন্নতির জন্য সময়োপযোগী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এবং উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের জেনেটিক (Genetic) অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ এবং মৎস্য স্থাপনাসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে মোট ১২১.৮৭৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মূল প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ২০-১২-২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণসহ দু'টি নতুন অংগের অন্তর্ভুক্তি র কারণে মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প ব্যয় মোট ১২৮৪৯.৩২ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৫-১১-২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্তি, কিছু নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তি এবং অনুমোদিত আইটেমের ব্যয় বৃদ্ধি জনিত কারণে ১৪৬০৩.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২য় বার প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিত সময় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি,২০১২ থেকে জুন,২০১৮ করা হয়।

৬.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

১। জেনেটিক অবক্ষয়ের নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে কার্প জাতীয় মাছের গুনগত মানের রেণু ও পোনা উতপাদন বৃদ্ধিকরণ।
২। বর্তমান মৎস্য স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের মধ্যে আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণ।
৩। উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য স্থাপনা সমূহের উতপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
৪। বর্তমান মৎস্য স্থাপনাসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য চাষী ও মৎস্য জীবিদের আর্থ –সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা এবং
৫। স্থানীয় মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর।

৭.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):** (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ		সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী অগ্রগতি /প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৯জন	১২৫.৫০	৯জন	১২৫.৩৯
২.	৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	২জন	৪২.৫০	২জন	৪২.৩৬
৩.	৪৭০০	ভাতাদি	১১জন	১২১.০০	১১জন	১১৯.৯৬
৪.	৪৮০১	ভ্রমন ভাতা	থোক	৯৭.০০	থোক	৯৫.৭২
৫.	৪৮০৫	অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
৬.	৪৮১৬	টেলিফোন বিল	থোক	২.০০	থোক	১.৭০
৭.	৪৮১৮	যানবাহন রেজিঃ ফি	থোক	২.২৪	থোক	২.২৪
৮.	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	৮.৯২	থোক	৮.৯২
৯.	৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৮৩.০০	থোক	৮২.৭৯
১০.	৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	১২.০০	থোক	১১.৯৮
১১.	৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্পস	থোক	২৯.০০	থোক	২৭.৩৮
১২.	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২৬.৫০	থোক	২৮.৪৯
১৩.	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	১৬০০০ জন	১৮৯.৪১	১৩৫০০	১৮৯.৪১
১৪.	৪৮৫১	শ্রমিক মজুরী	১১জন	৭০.৫৩	১১জন	৬৬.৫১
১৫.	৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক	৫জন	১৮.০০	৫জন	১৮.০০
১৬.	৪৮৬২	ব্রুমড মাছ পরিবর্তন	১৫ মেঃটন	৪২.৫৩	১৫ মেঃটন	৪২.৫৩
১৭.	৪৮৬৪	মাছের খাদ্য (১টি খামার)	১০ মেঃটন	১০.০০		১০.০০
১৮.	৪৮৮৩	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	৩.১৫	-	৩.১৫
১৯.	৪৮৮৩	দরপত্র মূল্যায়ন ও নিয়োগ কমিটির সম্মানী ভাতা	থোক	৯.০০	থোক	৮.৬৭
২০.	৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫৫.০০	থোক	৫৫.০০
২১.	৪৯০১	মোটর যানবাহন ও মেরামত	থোক	৩৬.৫০	থোক	৩৫.২৫
২২.	৪৯০৬	আসবাবপত্র মেরামত	থোক	৩.৭৪	থোক	৩.০৬
২৩.	৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	৭.৯৮	থোক	৭.৯৮
২৪.	৪৯২১	অফিস ভবন ও মেরামত	থোক	৫.৫০	থোক	৫.০৩
উপমোট (রাজস্ব খাত)				**১০১৬.০০**		**১০০৪.৫১**
২৫.	৬৮০৭	জীপ গাড়ী	১টি	৭৮.০০	১টি	৭৮.০০
২৬.	৬৮০৭	পিকআপ গাড়ী	৪টি	১৭৩.৯৭	৪টি	১৭৩.৯৭
২৭.	৬৮০৭	মোটরসাইকেল	১৫টি	১৪.৯৩	১৫টি	১৪.৯৩
২৮.	৬৮১২	সি.সি. ক্যামেরা	থোক	৪.৯৮	থোক	৪.৯৮
২৯.	৬৮১২	ডিজিটাল ক্যামেরা	৩টি	০.৭৫	৩টি	.৭৫
৩০.	৬৮১৩	মাল্টিমিডিয়া (প্রজেক্টর)	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
৩১.	৬৮১৩	ফ্যাক্স মেশিন	২টি	০.৫০	২টি	।৫০
৩২.	৬৮১৫	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	১৩টি	৮.৯৮	১৩টি	৮.৯৮
৩৩.	৬৮১৯	ফটোকপিয়ার	৯টি	১৩.৩৯	৯টি	১৩.৩৯
৩৪.	৬৮২১	অফিস আসবাবপত্র	থোক	২৫৫.০০	থোক	২৩৬.০৬
৩৫.	৬৮২২	অক্সিজেন মিটার	৮০টি	২৪.০০	৮০টি	২০.১১
৩৬.	৬৮২২	পি এইচ মিটার	৮০টি	১১.৯৭	৮০টি	১১.৯৭
৩৭.	৬৮২৩	টেলিফোন সংযোগ	৭সেট	০.৩৯	৭সেট	.৩৯
৩৮.	৬৮৫০	পাম্প	৮০টি	১৬.০০	৮০টি	১৬.০০
৩৯.	৬৮৫১	এরেটর	৮০টি	৩১.৬৯	৮০টি	৩১.৬৯
৪০.	৬৮৫১	ফিশিং নেট	৮০টি	৪৮.০০	৮০টি	৪৭.৫৪
৪১.	৬৮৫১	ওয়াটার টেস্টিং কীটস	৮০টি	১১.৯০	৮০টি	১১.৯০
৪২.	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৬টি	**৬২৮.৬০**	৬টি	৩৪৯.৮৮
৪৩.	৭০০৬	নতুন নির্মাণ (উপ-পরিচালক, জেলা ও উপজেলা মৎস্য অফিস)	৭১টি	**৪৮২৮.৪০**	৭০টি	৪৭৬৩.৪৫
৪৪.	৭০১৬	মেরামত ও সংস্কার (খামার)	৮১টি	**৫৮৬০.৭০**	৮১টি	৫৮৩৭.৯০
৪৫.	৭০৮১	মেরামত ও সংস্কার (জেলা মৎস্য অফিস ও উপ-পরিচালকের অফিস)	৪৮টি	**১৫৭৩.৩৫**	৪৮টি	১৫৬৩.৭২
উপমোট (মূলধন খাত)				১৩৫৮৭.০০		**১৩১৯০.৬১**
সর্বমোট (ক+খ)				**১৪৬০৩.০০**		১৪১৯৫.১২

৮.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত নাই মর্মে উল্লেখ করা হলেও PCR পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে ১৮৯.৪১ লক্ষ টাকায় মোট ১৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা থাকলেও মোট১৮৯.৪১ লক্ষ টাকায় মাত্র ১৩৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে যে,মূল্য বৃদ্ধি না করে সময় বর্ধিতকরনের সময় প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ খাতের জন্য নির্ধারিত অর্থ কমিয়ে বেতন ভাতাদি খাতে সমন্বয় করা হয়েছে, ফলে ডি পি পির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Physical Quantity অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে PCR পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এ খাতে বরাদ্দকৃত ১৮৯.৪১ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা সত্ত্বেও DPPর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Physical Quantity অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া জেলা প্রশাসন কতৃক জেলা মৎস্য ভবন, নারায়ণগঞ্জ এর জমি পাওয়া গেলেও তারা কোন অর্থের চাহিদা না দেওয়ায় ২৭৮.৭২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে মর্মে PCR প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
২* প্রকল্পের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলা মৎস্য ভবন এর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা সত্ত্বেও এই কাজটি সম্পন্ন করা হয় নি, পিসি আর এ ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা চাহিদা প্রেরণ না করায় কাজটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই বক্তব্যে প্রকল্প কতৃপক্ষ ও জেলা মৎস্য কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৯.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১ **অনুমোদন পর্যায় :** আলোচ্য প্রকল্পটি ১২১৮৭.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২০/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় ১২৮৪৯.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন সময় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় ১৪৬০৩.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করে প্রকল্পের ২য় সংশোধনীকরে মেয়াদ জানুয়ারি,২০১২ থেকে জুন,২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিত সময় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি,২০১২ থেকে জুন,২০১৮ করা হয়।

৯.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :** প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ১৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ব্রুড মাছ পরিবর্তন , ১টি জীপ গাড়ি ক্রয়, ৪টি পিক আপ গাড়ী ক্রয়, ১৫টি মোটরসাইকেল ক্রয়, ৭সেট ডেস্কটপ এবং ৬ সেট ল্যাপটপ ক্রয়, অফিস ফার্নিচার ক্রয়, ভূমি অধিগ্রহণ, ৭১টি উপ পরিচালক, জেলা ও উপ জেলা মৎস্য অফিস নির্মাণ, ৪৮টি উপ পরিচালক, জেলা ও উপ জেলা মৎস্য অফিস নির্মাণ মেরামত ও সংস্কার, ৮১টি খামার মেরামত ও সংস্কার, পাম্প, এরেটর, ফিশিং নেট, ওয়াটার টেষ্টিং কীটস (প্রত্যেকটি ৮০ টি করে ক্রয়) ইত্যাদি।

৯.৩ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	মোঃ জাকির হোসেন, তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী	**২৫/০১/২০১২**	---	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শন :** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক গত ৬/০২/২০১৯ তারিখে গোপাল গঞ্জ ও যশোর জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মুকসেদপুর জনাব দেব দুলাল সাহা, কাশিয়ানী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব এস এম সাজাহান উপস্থিত ছিলেন । সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য অংগসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরুপ :

১০.১ **উপ পরিচালক,জেলা ও উপ জেলা মৎস্য অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ০ঃ** পরিদর্শনকালে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নব নির্মিত উপজেলা মৎস্য অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কার্যালয়টি পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের অধীনে ৪৮২৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৭১টি উপ পরিচালক , জেলা ও উপ জেলা মৎস্য অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করার কথা ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও PCR এর তথ্য অনুযায়ী ৭০টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নব নির্মিত উপজেলা মৎস্য অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮.৩৮ লক্ষ টাকা। যশোর জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় মেরামত ও সংস্কার ৩৬ .২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবনটির সংস্কার ও মেরামত কাজ করা হয়েছে। তবে ভবনটির আশেপাশের অন্যান্য ভবন গুলো এই ভবন অপেক্ষা উঁচু ভিত্তিতে নির্মিত হওয়ায় এই ভবনের চারপাশে সামান্য বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

১১.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) ডিপিপি, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির রিপোর্ট ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রকল্পের মোট ১৪৬০৩ .০০ লক্ষ টাকার মধ্যে পিসিআর অনুযায়ী মোট প্রকৃত ব্যয় ১৪১৯৫ .১২ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৯৭ .২১% | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি PCR অনুযায়ী ১০০% বলা হলেও PCR পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল অঙ্গ প্রশিক্ষণ এ ১৮৯*৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা থাকলেও PCR অনুযায়ি ঐ একই পরিমান অর্থ ব্যয়ে মাত্র ১৩৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে | আবার প্রকল্পের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলা মৎস্য ভবন এর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা সত্ত্বেও এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি, PCR এ ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা চাহিদা প্রেরণ না করায় কাজটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

১২.১ **আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৪৬০৩.০০ লক্ষ টাকা। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৪১৯৫.১২ লক্ষ টাকা (৯৭.২১ %)।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল : (লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	বাস্তব ব্যয়
	মোট	মোট			মোট(%)
২০১১-২০১২	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৮০.৭৫	৩৮০.৭৫	২.৬১
২০১২-২০১৩	৯৮০.৬০	৯৮০.৬০	৮৪৯.৯৩	৮৪৯.৯৩	৫.৮২
২০১৩-২০১৪	৫৫৭০.০৫	৫৫৭০.০৫	১৭৯৯.৪৭	১৭৯৯.৪৭	১২.৩২
২০১৪-২০১৫	৫২৩৬.৬৫	৫২৩৬.৬৫	৩৪৯৯.৯৬	৩৪৯৯.৯৬	২৩.৯৭
২০১৫-২০১৬	-	-	৩৯৯৯.৪০	৩৯৯৯.৪০	২৭.৩৯
২০১৬-২০১৭	-	-	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৭.১২
২০১৭-২০১৮	-	-	১৫৭৩.৪৯	১৫৭৩.৪৯	১০.৭৭
মোট	১২১৮৭.৩১	১২১৮৭.৩১	১৪৬০৩.০০	১৪৬০৩.০০	১০০.০০%

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
জেনেটিক অবক্ষয়ের নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে কার্প জাতীয় মাছের গুনগত মানের রেণু ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ।	PCR এর তথ্য অনুযায়ী ভালো মানের মাছের রেণু উৎপাদন ২০১০ সালের তুলনায় এই প্রকল্পের কারণে ৫.৫৯ মে টন থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে তা ১১.৬৭ মে টন হয়েছে। একইসঙ্গে মাছের পোনা উৎপাদন ২.১১ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫২ কোটি হয়েছে।
বর্তমান মৎস্য স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের মধ্যে আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণ।	এই প্রকল্পের আওতায় ৮১টি মাছের রেণু সংগ্রহ করার খামার, মিনি হ্যাচারী, গ্রামীন মৎস্য খামার, ৪টি DD cum DFO office, Savar Training Academy ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য স্থাপনা সমূহের উতপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা	এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য স্থাপনা সমূহের উতপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা র মাধ্যমে ২০১০ সালের তুলনায় মাছের উৎপাদন ২৮.৯৯ লক্ষ মে টন থেকে ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪১.৩৪ লক্ষ মে টন হয়েছে।
বর্তমান মৎস্য স্থাপনাসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য চাষী ও মৎস্য জীবিদের আর্থ –সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০টি UFO office cum Training Center স্থাপন করে মোট ১৩৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পিত	অর্জন
স্থানীয় মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর।	এই প্রকল্পের মাধ্যমে UFO office cum Training Center স্থাপন করে মোট ১৩৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১৪.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃপ্রযোজ্য নয়।**

১৫.০**। প্রকল্পের প্রভাব :** PCR এর তথ্য অনুযায়ী ভালো মানের মাছের রেণু উৎপাদন২০১০ সালের তুলনায় এই প্রকল্পের কারণে ৫.৫৯ মে টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১১.৬৭ মে টন হয়েছে। উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য স্থাপনা সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা র মাধ্যমে ২০১০ সালের তুলনায় মাছের উৎপাদন ২৮.৯৯ লক্ষ মে টন থেকে ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪১.৩৪ লক্ষ মে টন হয়েছে।সুতরাং বলা যায় যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশে মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের সারবিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে UFO office cum Training Center স্থাপন করে মোট ১৩৫০০ জন মৎস্য জীবিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষিত মৎস্য চাষীগন দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরি অব্দান রাখতে পারবে।

১৬**। সুপারিশঃ**

১**।** প্রকল্পের মোট বরাদ্দকৃত ১৪৬০৩ লক্ষ টাকার মধ্যে পিসি আর অনুযায়ী ১৪১৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, অব্যয়িত ৪০৭*৮৮লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত তথ্যটি অবশ্যই PCR এ উল্লেখ করতে হবে।

২**।** প্রকল্পের অন্তর্ভুক্্রভুক্ত মৎস্য জীবিকে যুগোপযোগী আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৩**।** এই ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য উপকরণগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ না করে প্রকল্পের সুবিধা ভোগীদেরকে নিয়ে অংশীদারিত্তের ভিত্তিতে যেমন ৭০% ব্যয় সরকার + ৩০% সুবিধাভোগী বহন করবে এইভাবে করা যেতে পারে , তাহলে সুবিধাভোগীরা সেগুলোর গুরুত্ব বুঝবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে যাবে।

৪**।** প্রকল্পের PCR তথ্যগুলো যথাযথভাবে যাচাই করে নির্ভুল তথ্য প্রেরণের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। প্রকল্পের পিসি আর অনুযায়ী ১৫টি মোটর সাইকেল, সিসি ক্যামেরা,৩টি ডিজিটাল ক্যামেরা,১টি মাল্টিমিডিয়া, ২টি ফ্যাক্স মেশিন, ৭সেট ডেস্কটপ ,৬সেট ল্যাপটপ ,৯টি ফটোকপিয়ার কোন অফিসে কার কাছে সংরক্ষিত থাকবে তা অবশ্যই PCR এ উল্লেখ করতে হবে।

৬। প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মৎস্য বিভাগ কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৭। অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৬ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি'কে অবহিত করা।

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৭)

১.০। প্রকল্পের নাম: উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ (১ম সংশোধিত)

২.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য অধিদপ্তর

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান: বিভাগ-০৭ টি, জেলা-৬০টি

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬		
১১৮০৯.১৯ লক্ষ টাকা	১০৬৩০.২০ লক্ষ টাকা	১০৬৩০.২০ লক্ষ টাকা	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি,২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭-	ফেব্রুয়ারি,২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭-	৩৩.৪৮% ,	২৫%-

৬.০। **পটভূমি :** দেশের মৎস্য সম্পদ সাধারণতঃ ৪ভাগে বিভক্ত যেমনঃ 1. Inland Capture (Open water) ii. Inland Culture(Closed water) iii.Marine industrial or trawl fishing and iv. Marin Artisanal or Small Scale fishing. নদী, উপকূলীয় অঞ্চল,সুন্দরবন,বিল,কাপ্তাইলেক এবং অসংখ্য প্লাবন ভূমির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় গঠিত হয়। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই বিল রয়েছে।অভ্যন্তরীন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিলের ভূমিকা অপরিসীম । বিল হচ্ছে ভূমির গভীরতম অংশ যেখানে বছরের অধিকাংশ সময় পানি থাকে। বর্ষা মৌসুমে অনেকগুলো বিল সংযুক্ত হয়ে বিশাল জলরাশিতে পরিণত হয় যেখানে নদী থেকে মাছ এসে জমা হয়। বিলের কিছু কিছু অংশ কার্প এবং দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন এবং নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য,বিল হতে অতিরিক্ত মৎস্য সম্পদ আহরণ মৎস্য আবাস্থলের পরিমাণ ও গুণগত মান পরিবর্তনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিলের জলজ সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। দেশে বিলের মোট আয়তন ১.১লক্ষ হেক্টর যা অভ্যন্ত্রীন জলাশয়ের৩%। এ সকল বিল থেকে দেশের মোট অভ্যন্তরীন মৎস্য সম্পদের৭% উৎপাদিত হয়। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিলের গুরুত্ত বিবেচনায় এনে আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১১৮০৯.১৯ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি,২০১৪ হতে ডিসেম্বর,২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১১/২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।

৬.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে আহরণযোগ্য মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
পোনা মজুদকরণের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য মজুদ বৃদ্ধি;
বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির মজুদের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং
স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ের উপর নির্ভর সুফলভোগীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।

৭.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গের নাম	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১	কর্মকর্তাদের বেতন	০৯ জন	১০৮.১৪	০৬ জন	২৬.০০
০২	কর্মচারীদের বেতন	০৬ জন	৫১.৪৭	০৫ জন	১৩.৭৩
০৩	ভাতাদি	১৫ জন	৮৩.১১	১১জন	২১.১৭
০৪	টিএ/ডিএ	থোক	৭০.০০	থোক	৩০.০০
০৫	অফিস ভাড়া	থোক	০০.০০	থোক	০০.০০
০৬	সিডি/ভ্যাট	থোক	১০.০০	থোক	০০.০০
০৭	টেলিফোন বিল	থোক	১.৫০	থোক	০.২৪
০৮	ইলেকট্রিক বিল	থোক	০.০০	থোক	০.০০
০৯	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৪০.০০	থোক	১৭.৩৩
১০	রেডিও/টিভি বিজ্ঞাপন	থোক	১০.০০	থোক	৩.৫১
১১	মৎস্য চাষী ও জেলেদের প্রশিক্ষণ	৮৪০ ব্যাচ	২৬০.৮৩ লক্ষ টাকা	৮৪০টি ব্যাচ	১৬৪.২৪ লক্ষ টাকা
১২	সভার জন্য সম্মানী	থোক	৪.০০	থোক	০.৩৪
১৩	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ কনসালটেশন মিটিং	৬১ টি	২০.৬০ লক্ষ টাকা	৬১ টি	১৮.০০ লক্ষ
১৪	পোনা অবমুক্তকরণ	৩০০০মে.ট	৭১২৪.০০ লক্ষ টাকা	১৯৬২.৬৫ মে.ট	৪৩৯১.১৩লক্ষ টাকা
১৫	পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন	থোক	৮.০০	০০০	-
১৬	অফিস কন্টিজেন্সি এবং বিবিধ	থোক	৫৫.০০	থোক	৫৫.০০
১৭	গুপ মবিলাইজেশন	১৫০০ টি	৩২.১০ লক্ষ টাকা	১৫০০ টি	৩২.১০ লক্ষ টাকা
১৮	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৭৮৮৯.৭৫		৫০৬৫.৭৯
১৯	৪ হুইল জীপ	০১ টি	৭৪.০০	০০	০০
২০	এক্সেসরিজ সহ কম্পিউটার	১০ টি	৯.১০	১০টি	৯.১০
২১	সংযোগ সহ টেলিফোন	০৪টি	০.৫০	০১টি	০.১০
২২	ফটোকপিয়ার	০১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
২৩	ফার্ণিচার এবং ফিকচার	০১ টি	১.৫০	থোক	৫.০০
২৪	ফ্যাক্স	০১টি	০.৩৫	১টি	০.৩৫
২৫	বিল নার্সারি স্থাপন	২৫০০ হেক্টর	২৫০০ লক্ষ টাকা	১৯৮৯ হেক্টর	১৯৮৮.৮০ লক্ষ টাকা
	মোট মূলধন ব্যয়		২৫৯০.৪৫		২০০৫.০০
	প্রাইস কন্টিজেন্সি		১০০.০০		০০০
	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি		৫০.০০		০০০
	মোট ব্যয়		১০৬৩০.০০		৭০৭০.৭৯

৮.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের DPP অনুযায়ী অন্যতম মূল অঙ্গ ফিস ফিঙ্গা রলিং তথা মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, এই প্রকল্পে ৭১২৪।০০লক্ষ টাকায় মোট ৩০০০ মে টন মাছের পোনা অবমুক্তকরনের উল্লেখ থাকলেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কতৃক প্রেরিত প্রকল্পের PCR অনুযায়ী এই প্রকল্পে ৪৩৯১,১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ১৯৬২,৬৫ মে টন মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে PCR এ বলা হয়েছে যে, ADPতে বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় DPP অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় নি। কিন্তু PCR এর C 1(b) অংশ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে , ADP বরাদ্দ, সংশোধিত DPPএর ভিত্তিতে চাহিদা অনুযায়ী অর্থাৎ ৭০৭২,০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭০৭২,০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, PCRএ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২)প্রকল্পের DPP অনুযায়ী অন্যতম একটি অঙ্গ ছিল ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০০ হেক্টর বিল নার্সারি স্থাপন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কতৃক প্রেরিত প্রকল্পের PCR অনুযায়ী এই প্রকল্পে ১৯৮৮-৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ১৯৮৯ হে,বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে PCR এ বলা হয়েছে যে , ADPতে বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় DPP অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় নি। কিন্তু PCR এর C 1(b) পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ADP বরাদ্দ, সংশোধিত DPPএর ভিত্তিতে চাহিদা অনুযায়ী অর্থাৎ ৭০৭২,০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭০৭২,০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে , PCRএ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩)প্রকল্পের DPP অনুযায়ী প্রকল্পের মনিটরিং ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন খাতে ৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, কিন্তু প্রকল্পের PCR অনুযায়ী এই মূল্যায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় নি। তবে কি কারণে এই মূল্যায়ন হয় নি তার কোন ব্যাখ্যা PCR এ দেয়া হয় নি।

(৪) প্রকল্পের মূলধন খাতের বরাদ্দ থেকে ১০টি কম্পিউটার (যন্ত্রাংশ সহ), ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আসবাবপত্র, ৪টি সংযোগসহ টেলিফোন এবং ১টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়েছিল ।প্রকল্পের সমাপ্তিতে এই মূলধন সামগ্রী কার দায়িত্বে এবং কোথায় সংরক্ষিত থাকবে তা উল্লেখ করা হয় নি। ফলে এই দ্রব্যাদি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৯.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১ **অনুমোদন পর্যায় :** আলোচ্য প্রকল্পটি ১১৮০৯.১৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, জুলাই,২০১২থেকে ডিসেম্বর,২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১১ফেব্রুয়ারি,২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭৯৭৯.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন সময় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

৯.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ছিল** পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য চাষী ও জেলেদের প্রশিক্ষণ বিল নার্সারি স্থাপন , গুপ মবিলাইজেশন ইত্যাদি। প্রকল্পের অনুমোদিত DPP অনুযায়ী ৭১২৪.০০ লক্ষ টাকার ৩০০০মে.ট পোনা অবমুক্তকরণ করার কথা থাকলেও PCR এর তথ্য অনুযায়ী ৪৩৯১.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৬২.৬৫ মে.ট পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। ২৬০.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মৎস্য চাষী ও জেলেদের ৮৪০ টি ব্যাচ প্রশিক্ষণ DPP অনুযায়ী সমপাদন করা হয়েছে। DPP অনুযায়ী ২৫০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০০ হেক্টর জমিতে বিল নার্সারি স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও PCR এর তথ্য অনুযায়ী ১৬৪.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ১৯৮৯ হেক্টর জমিতে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। DPP অনুযায়ী ৩২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫০০ টি গুপ মবিলাইজেশন এর কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯.৩ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	**২৯/৪/২০১৪**		**অতিরিক্ত দায়িত্ব**

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শন :** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক গত ৬/২/২০১৯ তারিখে গোপাল গঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার চান্দার বিল (উত্তর) উজানী অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মুকসুদপুর জনাব দেব দুলাল সাহা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কাশিয়ানী জনাব এস এম সাজাহান , ক্ষেত্র সহকারি ইদ্রিসুর রহমান, সুফল ভোগী ১০ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য অংগসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে যার চিত্র সহ বিবরণ নিম্নরুপ:

১১.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) ডিপিপি, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির রিপোর্ট ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৫২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৫৬%

১২.১ **আর্থিক অগ্রগতি:**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	ডিপিপি'র সংস্থান	ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
	মোট	মোট			মোট
২০১৩-২০১৪	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
২০১৪-২০১৫	১৪৬৭.০০	১৪৬৭.০০	১৪৬৭.০০	১৪৬৬.৯৩	১৪৬৬.৯৩
২০১৫-২০১৬	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০
২০১৬-২০১৭	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০
২০১৭-২০১৮	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
মোট	৭০৭২.০০	৭০৭২.০০	৭০৭২.০০	৭০৭০.৭৯	৭০৭০.৭৯

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে আহরণযোগ্য মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;	DPP অনুযায়ী ২৫০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০০ হেক্টর জমিতে বিল নার্সারি স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও PCR এর তথ্য অনুযায়ী ১৬৪.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ১৯৮৯ হেক্টর জমিতে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।ফলে ১নং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি বলা যায়।
পোনা মজুদকরণের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য মজুদ বৃদ্ধি;	PCR এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৪২০০ টি জলাশয়ে মোট ১৯৫৮.১৫ মে টন মাছের পোনা মজুদ করা হয়েছে ।
বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির মজুদের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং	PCR এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৪.৫০ মে টন বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির মজুদের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে।
স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ের উপর নির্ভর সুফলভোগীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।	PCR এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ CBO গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং মোট ২১০০০ জন মতস্যজীবিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী হয়েছে ।

১৪.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** DPP অনুযায়ী ২৫০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০০ হেক্টর জমিতে বিল নার্সারি স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও PCR এর তথ্য অনুযায়ী ১৬৪.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ১৯৮৯ হেক্টর জমিতে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।ফলে ১নং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি বলা যায়।এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ হিসেবে হয়েছে। এর কারণ হিসেবে PCR এ বলা হয়েছে যে, ADPতে বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় DPP অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় নি। কিন্তু PCR এর C 1(b) অংশ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ADP বরাদ্দ, সংশোধিত DPPএর ভিত্তিতে চাহিদা অনুযায়ী অর্থাৎ ৭০৭২,০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭০৭২,০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, PCRএ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫.০**। প্রকল্পের প্রভাব:** PCR এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ CBO গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং মোট ২১০০০ জন মতস্যজীবিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪.৫০ মে টন বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির মজুদের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে।তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ১৬৪.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ১৯৮৯ হেক্টর জমিতে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে যা দেশের অভ্যন্তরিন মৎস্য ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করা যায়।

১৬**। সুপারিশ:**

মূলত ৪টি উদ্দেশ্য নিয়ে বিল নার্সারি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য IMED এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হলোঃ

১। প্রকল্পের DPP অনুযায়ী প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহে র বিপরীতে বাস্তব অগ্রগতি মাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্্রভুক্ত মৎস্য জীবিকে যুগোপযোগী আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৩। এই ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য উপকরণগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ না করে প্রকল্পের সুবিধা ভোগীদেরকে নিয়ে অংশীদারিত্তের ভিত্তিতে যেমন ৭০% ব্যয় সরকার + ৩০% সুবিধাভোগী বহন করবে এইভাবে করা যেতে পারে , তাহলে সুবিধাভোগীরা সেগুলোর গুরুত্ব বুঝবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে যাবে।

৪। প্রকল্পের PCR তথ্যগুলো যথাযথভাবে যাচাই করে নির্ভুল তথ্য প্রেরণের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
৬। প্রকল্পের মোট বরাদ্দকৃত ১০৬৩০*২০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত ব্যয় ৭০৭০*৭৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অব্যয়িত৩৫৫৯*৪১লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত তথ্যটি অবশ্যই PCR এ উল্লেখ করতে হবে।
৭। প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মৎস্য বিভাগ কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৮। অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৭ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি'কে অবহিত করা।